তাবলীগের প্রশ্ন-উত্তর

দ্বীন
রাজনীতি
হিজরত
নবীজীর (সঃ) পথ
তাবলীগের তালিকা
তরীকাত
তাবলীগ
ইসলাম
ঈমান

-এস এম সলেহীন

মহান কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাবলীগী মেহনাতের প্রশ্নের উত্তর

এস, এম, সালেহীন

উদ্যোক্তা ঃ জনাব ইঞ্জিনিয়ার সালাহ্ উদ্দীন
মেঘনা সিমেন্ট মিলস্ লিঃ
মংলা, বাগেরহাট।

প্রকাশনায় ঃ ইসলামী গবেষণাগার,
আল জামেয়াতুল আরাবীয়া মাজিদুল উলূম
দিগরাজ, মংলা, বাগেরহাট।

বিশুদ্ধায়নে ঃ শায়খুল হাদীস, হযরত মাওলানা
আল্লামা শওকত্ আলী সাহেব (মাদ্দা.)
খুলনা।

প্রাপ্তি স্থান ঃ এম. এম. রফিকুল ইসলাম (এম. এ. ইং)
আল জামেয়াতুল আরাবীয়া মাজিদুল উলূম
দিগরাজ, মংলা, বাগেরহাট।
০172-৯৪০০৪3

কম্পোজ ঃ সালমান ফিদা
কলম
একটি রুচিশীল অনুবাদ রচনা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান
মোবাইলঃ ০১৭২- ৬৯৫৮২৮

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ৪০ (চল্লিশ) টাকা

MOHAN QURAN O HADISER ALOKEA
TABLIGI MEHNATER PROSNER UTTAR.
By Profr. S.M. Salehin
First Published- February 2004
2nd Published July---2004

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِن الرَّبِّكَ – المائدة ٦٧

অর্থ ঃ "হে রাসূল তাবলীগ কর, যা তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার কাছে নাজিল করা হয়েছে তার।"- সূরা মায়িদাহ্, আঃ ৬৭

عَنْ قَائِسٍ سَمِعْتُ جَرِيْرًا يَقُوْلُ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ – بُخَارِى – ص ٢٨٩

অর্থঃ আমি আল্লাহর রাসূলের (দঃ) কাছে শফথ পড়েছি, কালেমার ওপর সাক্ষ্য দেবার জন্যে, নামাজ কায়েম করার জন্যে, যাকাত আদায় করার জন্যে, শোনা ও মানার জন্যে এবং সমস্ত মুসলমানের কাছে তাবলীগ করার জন্যে ।

-বুখারী, পৃঃ ২৮৯

ভূমিকা

বিচিত্রময় এ বিশ্ব-চরাচরের সৃষ্টবস্তু যেমন বিচিত্র, সৃষ্টি কৌশলও তেমন বিচিত্র, বিচিত্র তেমন সৃষ্টিতত্ত্বও, অবাক বিস্ময়ে তাই আশ্চর্য বিস্মিত! তিনি শুধু সৃজনেই স্রষ্টা নন; বিজনেও। এ মহা বৈকুণ্ঠের সেরা বৈচিত্রের মাঝে তাই জেগে ওঠে বিচিত্রময় প্রশ্নচর। এ জাগরণ প্রতিকুলতার নয়; প্রতিভার উদগীরণ, এ জাগরণ প্রতিহিংসার নয়; বুদ্ধির বিকিরণ। এ, জ্ঞান সাগরের চরোদ্ভাবন । প্রাকৃতিক এ, এ স্বাভাবিক ! এ জাগরণ স্বাভাবিক হলেও বোধন সঠিক হওয়া বিধেয় নয় কি ? এ বইখানা সেই সঠিক বোধন-এরই যৌগিক উপকরণ, তাত্ত্বিক ও তাথ্যিক বিবরণ, হাদীস ও কুরআন -কেন্দ্রিক সংকলন। - এতে প্রধাণত ঃ দুটো বিষয় পাবেন ঃ

১। তাবলীগ জামায়াত সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নাবলীর শরয়ী জবাব।

২। রাসূল (দঃ) কর্তৃক মাক্কী ও মাদানী জিন্দেগীতে প্রেরিত তাবলীগ জামায়াতের তালিকাঃ আমীর ও মামুরের নাম, তারিখ, রোখ ও দলীলাদিসহ। লেখনীর জগতে এ তালিকা নব সৃষ্টি ও নব প্রজন্মের নব শক্তি।

শক্তি ২ প্রকার ঃ

এক-মৌলিক শক্তি

দুই-শাখ্যিক / বাহ্যিক শক্তি।

মহান আল্লাহ তায়ালা মূল শক্তিকে নিজ হাতে রেখেছেন, আর শাখা শক্তিকে মানুষের হাতে দিয়েছেন। মানুষ এ শক্তি প্রয়োগ করে, তাই কর্ম সম্পন্ন হয়। তাই মনে হয় মানুষই কর্তা। মূলতঃ, তিনিই সকল কাজের সুপ্ত সম্পাদক। নিজেকে-আড়ালে রেখে সব কিছুই করে থাকেন, করে থাকেন নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন। এ কথাটাই কবির ভাষায় বলা যায় ঃ

"সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সূর,
আমার মাঝে তোমার প্রকাশ
তাই এ্যাতো সুমধুর ।"

একমাত্র অসীম শক্তি ধর আল্লাহ ও তাঁর কুরআনই মৌলিক শক্তি। বাকী সমস্তই সৃষ্ট বস্তুর ,সৃষ্ট শক্তি, যা শাখাগত শক্তির অন্তর্ভূক্ত। যেমন ঃ অর্থ-শক্তি, অস্ত্র-শক্তি, জনশক্তি, রাষ্ট্র-শক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি, বৈজ্ঞানিক শক্তি প্রভৃতি । শুধু মৌলিক শক্তির বিশ্বাসকে খাঁটি ঈমান বলা হয়। এ ঈমানের সাথেই আল্লাহর মাদদ থাকে। আর শাখ্যিক শক্তির বিশ্বাসকে শিরক বলা হয়। এমন ঈমানদারের ওপরই আল্লাহর গজব আসে। এই খাঁটি ঈমান অর্জনের জন্যে ২টো কাজ করতে হয় ঃ

১। ঈমান গ্রহণ করতে হয়, তা জন্মগত হোক / অর্জনগত হোক।

২। ঈমানের প্রাক্‌টিজ্ বা মেহনাত করতে হয়।

ঈমানের প্রাকটিজ্ ৫ ভাবে করা যায় ঃ

১) হিজরত করা।

২) আপ্রাণ সাধনা করা।

৩) আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া।

৪) আগুন্তক জামাতকে আশ্রয় দেয়া।

৫) নূসরাত /- সাহায্য সহযোগীতা করা।

--- এ ৫ ভাবে ঈমানের প্রাক্‌টিজ্ / অনুশীলন / মেহনাত করলে আল্লাহপাক মুসলমানের ঈমানকে খাঁটি করে দেবেন। সমস্ত নবীগনই এ খাঁটি ঈমানের জন্যেই তাবলীগ করতেন। তাঁদের তাবলীগের মূল বৈশিষ্ট ছিল ২ টো ঃ

১। বিনা বিনিময়ে দাওয়াত দেয়া।

২। খোদামূখী দাওয়াত দেয়া।

এ দুটো বৈশিষ্ট যে দাওয়াতী প্রগ্রামে থাকবে সেই দাওয়াতী কাজই নবুয়াতী দাওয়াত হবে; অন্যথায়, দাওয়াতী কাজ হতে পারে কিন্তু নবুয়াতী কাজ হতে পারে না।

দাওয়াতী পদ্ধতির এ বিভিন্নতাও বিভিন্ন প্রশ্নের উৎস। বলা বাহুল্য, এই মহান দাওয়াত নিয়ে তামাম জাহানে হুজুর (সঃ) -এঁর উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন মতবিরোধ। সমাধানের জন্যে কোরআন ও হাদীসের দলীল চেয়ে হন্যে হয়ে পড়েছিলাম বিজ্ঞ ওলামা হযরতগনের কাছে। শেষ পর্যন্ত আমার সেই আশা পূরণ হয় হযরত মাওলানা ছালেহীন সাহেবের মাধ্যমে। কোন দল বা ব্যক্তি বিশেষের সমাচলানার উর্দ্ধে থেকে তিনি কোরআন ও হাদীসের আলোকে সমাধান দিয়েছেন। সম্মানিত পাঠকবর্গ একমাত্র জানা ও মানার নিয়তে পড়ে থাকলে খাঁটি ঈমান গঠনে সহায়তা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে দ্বীন বুঝে আমল করার তাওফিক দান করেন, সাথে সাথে কিতাবের রচনাকারী হযরত মাওলানা সাহেবকে জাযায়ে খায়ের দান করেন।

বিনীত

(জনাব ইঞ্জিনীয়ার) সালাহউদ্দীন,

মংলা, বাগেরহাট।

শায়খুল হাদীস হযরাত হুসাইন আহম্মাদ মাদানী (রঃ) এঁর খাস শাগরীদ, দারুল উলূম খুলনার সুযোগ্য মুহতামীম ও শায়খুল হাদীস -

হযরত মাওলানা মাহ্‌মুদুর রহমান সাহেব

ও

নায়েবে মুহতামীম, মুহাদ্দিস **রফিকুর রহমান সাহেব** এঁর যুক্ত

অভিমত

বর্তমান বিশ্বের ৭টা মহাদেশেই তাবলীগ বিস্তারলাভ করেছে এবং সকল দেশের ওলামায়ে রাসেখীন স্বীকৃতি দিয়েছেন তবুও এ ব্যাপারে বহু প্রশ্নের অবকাশ থাকে -- বিভিন্ন কারণে। ইলমের অভাব তার অন্যতম কারণ। - এ কিতাবে তারই দলীল ভিত্তিক জবাব দেয়া হয়েছে, যা সর্বশ্রেণীর, বিশেষতঃ তাবলীগে নব আগুন্তুকগণের জানার জন্যে বিশেষ উপাদেয় হবে। আল্লাহতায়ালা কবুল করুণ।

মাহ্‌মুদুর রহমান

১৫/১২/০৩

মুহতামিম দারুল উলুম

মাদ্রাসা খুলনা।

ইফ্‌তা বিভাগের প্রধান, দারুল উলূম খুলনা ও খুলনার গ্রাণ্ড **মুফ্‌তী গোলাম রহমান** সাহেবের মতামত ঃ

বাদ সালামে মাছনুন -

আমি মাওলানা মুশফিকুছ ছালেহীন সাহেবের লিখিত বক্ষমান কিতাবের কিয়দাংশ দেখেছি এবং ভাল লেগেছে দলিল প্রমাণ সমৃদ্ধ। আজমের উলামা ছুলাহা মিলে যে কাজটি শুধু অনুমোদনদেননি বরং নিজেরা এ মহান দাওয়াতের কাজে জান-মাল ব্যয়ও করছেন সেখানে প্রশ্নতো প্রশ্নই এবং এ ছাড়া আর কিছু নয়, যে আমি যেটা করিনা সেটা তেমন কোন কাজ না। বাকী কথার জবাব দাওয়াত ওয়ালারা কাজ দিয়ে করে। এটাই আসল জবাব। আল্লাহ্‌পাক আমাদের সু-বুঝ দান করুণ।

দোয়াপ্রার্থী

গোলাম রহমান

২০/১০/১৪০৪হিঃ

এতে পাবেন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রশ্ন নং- ১

নবীজী (দঃ) কাফেরদেরকে দাওয়াত দিতেন আর তাবলীগী ভাইরা মুমিন-মুসলমানদের দাওয়াত দেয় কেন?

-- এটা বৈধ, না বিদআত? নবীজী তো মুসলমানদের কাছে কখনও জামাত পাঠাননি!

উত্তর ঃ মুসলমানগনকে দাওয়াত দেয়া শুধু বৈধ নয়, আদেশও। এ আদেশ কুরআনে রয়েছে, হাদীসে রয়েছে, ইতিহাসে রয়েছে, রয়েছে রাসূলের (সঃ) বাস্তব জীবনের আমলেও। সব আছে, নেই শুধু জানা। না জানা -- না থাকার প্রমাণ নয়। নিচে ৪টে ইতিহাস, ৫টা হাদীস ও ৩ টে আয়াত প্রমাণ স্বরুপ পেশ করা হচ্ছে ঃ

ইতিহাস ভিত্তিক দলীল ঃ

ক) স্বয়ং রাসূল (সঃ) কাররা, সিরিয়া ও ইয়েমেন প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় এবং আমল; আবদে কায়স ও বনু হারিছ গোত্রের মুমিন-মুসলমানদের কাছেই তাবলীগ ও তালিমের জন্যেই অনেক জামাত পাঠিয়েছিলেন।[১]

খ) ফুতুহুল কাদির ঘোষনা দিচ্ছেঃ সাহাবা কিরাম (রাঃ) তাবলীগের উদ্দেশ্যে বুস্রা ও কারকীসিয়া সফর করেছেন। হযরত ওমর, হযরত সাকিল বিন ইয়াসার ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রাঃ) প্রমুখের এক জামাত সিরিয়া প্রেরিত হয়েছিল। এসব জামাত মুসলমানদের উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছিল।[২]

গ) কায়স ইবনে আসিমের (রাঃ) আমীরত্বে তামীমের বিভিন্ন মুসলিম গোত্রেই তাবলীগের উদ্দেশ্যে ৯ম হিজরী /৬৩১ খ্রিঃ ১২ জনের এক জামাত বের হয়েছিল।[২ক]

ঘ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আব্দুল্লাহ বিন তারিকের নেতৃত্বে আযল ও ক্বাররা গোত্রের মুসলমানদের কাছেই ৬২৫ খৃঃ ৬ জনের এক জামাত পাঠান। তাঁরা হচ্ছেন ঃ

হযরত মারছায, আসিম, হাবিব, খালিদ, জায়দ (রাঃ হুম) ও আবদুল্লাহ ইস্তিয়াবের ইবারাত দেখুন ঃ

قَدْ بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ص لِىْ عَضْلٍ وَقَارَّةِ مَرثَدْبْنُ ابِــى مَرْثَــدْ، عَاصِمِ بْنُ ثَابِتٍ ، حَبِيْبِ بْنُ عَدِىِّ ، خَالِدِ بْنُ الْبُكَيْــرُ، زَيْدبْـنُ دَثَنَةَ، عَبْدُاللهِ بْنُ طَارِقٍ لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَيُعَلِّمُهُمْ الْقُرْآنَ وَشَرَائِعِ الْاِسْلَامِ- اَلْاِسْتِيْعَابُ لِاَبْنِ الْبَرِّمَعَ الْاِصَابَهِ ج٢ صـــــ٣٠٥

হাদীস ভিত্তিক দলীল ঃ

ক) আবদে কায়সের মুসলিম-প্রতিনিধি দলকে নবীজী (সঃ) দাওয়াত দিয়ে তাঁদেরকেও দাওয়াত দেবার আদেশ দিয়ে বলেনঃ এ কথাগুলো মুখস্থ করে নেও এবং নিজের বংশাবলীর কাছে পৌছে দেবে অর্থাৎ দাওয়াত দেবে।[৩] উল্লেখ্য যে নিজের বংশাবলী'র মধ্যে মুসলমান ছিল।

وقد عبد القيس على ان يحفظوا الايمان والعلم ويخبروا من ورائهم- بخارى-

খ) হযরত আযিম বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হচ্ছে ঃ নবী করিম (দঃ) আমল ও কাররা গোত্রের মুসলমানদের কাছে ৬ জনের একটা জামায়াত পাঠিয়েছিলেন।[৪]

গ) নবীজী (দঃ) হযরত মুয়াজ ও আবু মুসা (রাঃ) কে ইয়ামানের মুমিনদের কাছেই পাঠিয়েছিলেন।[৫]

ঘ) عن جرير ابن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكواة و النصح لكل مسلم حياة الصحابه-

অর্থাৎ: রাসূল (দঃ) হযরত জারীর ইবনে আব্দিল্লাহ (রাঃ) কে ৩টে কাজ করার জন্যে শপথ পড়িয়েছিলেন। ১) নামাজ কায়েম করা ২) যাকাত আদায় করা ও ৩) দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানদের কাছে তাবলীগ করা ।[৬]

ঙ) বুখারীর হাদিসে দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানের কাছে তাবলীগ করার আদেশ আছে। দেখুন-

عن قيس سمعت جريرا يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلوة وايتاء الزكواة واسمع والطاعة والنصح لكل مسلم ص ٢٨٩

অর্থাৎ আমি আল্লাহর রাসূলের (দঃ) কাছে শপথ পড়েছি কালেমায়ে শাহাদাতের ওপর সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে, নামাজ কায়েম করার জন্যে, যাকাত আদায়ের জন্যে, শোনা ও মানার জন্যে এবং সমস্ত মুসলমানের কাছে তাবলীগ[খ] করার জন্যে।[৬গ]

এ ছাড়াও পাবেনঃ চ) নাসায়ী শরীফের ২ খন্ডের ১৬১ ও ৬৩ ছ) মুসলীম শরীফের ২য় খন্ডের ১৩০-৩১ পৃষ্ঠায়।

কুরআনিক দলীল ঃ ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين

অর্থাৎ- দাওয়াত দিতে থাকো, কেননা, দাওয়াত মুমিনদের উপকারে আসবে।[৭]

উক্ত হাদীসে 'মুসলমানগণ' ও আয়াতে 'মোমেনগন' শব্দ ব্যবহার ক'রে -এ আয়াতে আল্লাহপাক বিশেষ করে মুমিন- মুসলমাণদেরকে দ্বীন বুঝিয়ে দাওয়াত দেবার আদেশ দিয়েছেন।[৮]

অন্যত্রঃ يايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله . النسأ ٣٥

অর্থাৎ - হে ঈমানদার বান্দাগণ তোমরা ঈমান আনো। -এ আয়াতে আল্লাহপাক ঈমানদেরগনকেই সম্মোধন করে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন আরও তাজা/ নবায়ন করার নবোদ্দেশ্যে। কারণ, তিনি চান নির্ভেজাল, খাঁটি ও তাজা ঈমান।[৮ক]

قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا
وان تطيع الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيأ- الحجرات ١٤

অর্থাৎ- তোমরা ঈমানদার নও, কিন্তু মুসলমান। যদি তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের (দঃ) আনুগত্য কর তবে তোমাদের বিন্দুমাত্র আমলও নষ্ট করা হবে না।

এখানেও আল্লাহ তায়ালা মাসজিদে নববীতে নবীর পেছনে নামাজ সম্পাদনকারী মুসলমানগণকেই ঈমানের ও আমলের দাওয়াত দিয়েছেন। দাওয়াত দেবার আদেশও দিয়েছেন, দিয়েছেন ক্ষমাও। এ আয়াত থেকে জানা যায়, রাসূলের (দঃ) জামানায় ঈমানহীন মুসলমানও ছিল। নবীর যুগে ৫ শ্রেণীর মানুষ ছিল, আজও আছেঃ

ক) খাঁটি মুসলমান

খ) খাঁটি কাফের

গ) পাপী মুসলমান

ঘ) মোনাফেক মুসলমান

ঙ) ঈমানহীন মুসলমান।

আহ! আমি কোন দলভূক্ত ------------------------------?

উক্ত ইতিহাস, হাদীস, কুরআন ও নবীর বাস্তব জীবনের কর্মপন্থা এবং মুসলানদের ঈমানী অবস্থা তাদের দাওয়াতের নসভিত্তিক সুস্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে। -না দেওয়া কুরআন হাদীছ বিরোধী।

অতএব, মুসলমানদের দাওয়াত দেয়া বিদআত নয়; বিধান।

২ নং প্রশ্নঃ

চিল্লা কোথায় পেলেন। ৪ও ৬ মাস, সাল ও ৩ দিন ইত্যাদির শয়রী দলীল আছে কি?

উত্তরঃ হ্যাঁ, আছে।

তবে শরয়ী দলীল জানার আগে -জানতে হবে দলীল উদ্ভাবনের উপায়/ সূত্র। কেননা, সূত্র জ্ঞানের অভাবও -এ সমস্ত উদ্ভট প্রশ্নের উদ্ভাবক।

কুরআন থেকে দলীল/ প্রমাণ উদ্ভাবনের মূলসূত্র ৪টে ঃ[৯]

১। কুরআনিক শব্দের বা বাক্যের শুধুমাত্র আভিধানিক অর্থ থেকে।

২। কুরআনিক শব্দের ব্যবহার ভেদে।

৩। কুরআনিক শব্দের নির্দেশনা থেকে।

৪। কুরআনিক শব্দের উদ্দেশ্য থেকে।

চিল্লার দলীল পাবেন ১ম নাম্বার থেকেঃ

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ الاعراف - اية ١٤٢

অর্থঃ আর আমি মুসাকে ওয়াদা দিয়েছি ৩০ রাতের এবং পূর্ণ করেছি আরও ১০ দ্বারা, বস্তুতঃ এভাবে ৪০ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে।[১০]

উক্ত আয়াতে চিল্লার (৪০ দিন) শেষে ঘর ছেড়ে তুর পাহাড়ে হিজরাতের মাধ্যমে তওরাত দিয়েছেন। সুতরাং, চিল্লার শিক্ষক ও উদ্ভাবক স্বয়ং আল্লাহ নয় কি?

এছাড়াও রাসূলের (দঃ) অনেক হাদীস দিচ্ছে এর প্রমাণ। যেমন- চিল্লার তাকবীরে উলার হাদীস। উদর- শিশুর, প্রতি চিল্লায় পরিবর্তনের হাদীস। মায়ের পেটে যেমন ৩ চিল্লার পর শিশু প্রাণ পায় তেমন চিল্লারপেটে গণজীবন ঈমানীপ্রাণ পায়। দুনিয়ায় চিল্লা দিলে আখেরাতে আর চিল্লা-পাল্লা করতে হবে না। সুতরাং, চিল্লার মাঝে শুনি ঈমানের ধ্বনি। চিল্লার মাঝে পাই শান্তির বাণী।

৪ ও ৬মাসের দলীলঃ

হযরত বরা (রাঃ) বলেন যে, রাসুল (সঃ) ইয়ামান প্রদেশে তাবলীগের উদ্দেশ্যে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ)-কে পাঠান। আমিও তাঁদের সাথে ছিলাম। আমরা দীর্ঘ ৬ মাস যাবত সেখানে দাওয়াতে তাবলীগের কাজ অনবরত ক'রে চলেছি। এরপর হযরত আলী (রাঃ)-কে আমীরের দায়িত্ব দিয়ে খালিদ (রাঃ) কে ফিরে যেতে বলেন এবং তাঁর সাথে যারা ফিরতে চায় তারা ফিরতে পারে আর যারা যেতে চায় তারা যেতে পারে। আমি হযরত আলী (রাঃ) এঁর সাথে আরো সময় বাড়িয়ে দিলাম।

আমরা ইয়ামানের হামাদান গোত্রের দ্বারে দ্বারে বারে বারে গমন ক'রে ক'রে সকলকেই হাজির করলাম। হযরত আলী (রাঃ) নবী (সঃ) এর পত্র পড়ে তাঁদেরকে দাওয়াত দিলেন ও সবাই একই সাথে ইসলাম কবুল করে নিলেন। --ফিরে এলেন ৪ মাস পর, বিদায় হাজ্জের পরে। উভয়ের আমীরত্বে প্রায় ১ বছর হচ্ছে।[১১]

- এ হাদীসের সারাংশের দ্বারায় খালেদের ছয় মাস, আলীর ৪ মাস ও তারো চেয়ে বেশী সময় তাবলীগী সফর করার প্রমাণ মিলেছে। সাহাবাগনের ৩ দিন, ১০ দিন, ১৫ দিন, ৪০ দিন, ৬০ দিন, ৪ মাস, ৬ মাস, ২/৫ বছর, ২৭ বছর, এমনকি গোটা জীবনটাই পৃথিবীর প্রান্তর থেকে প্রান্তরে তাবলীগে কাটাবার প্রমাণ অসংখ্য ইতিহাস গ্রন্থ স্বর্ণাক্ষরে লিখে রেখেছে।[১২]

তার কয়েকটা মাত্র নমুনা দেয়া হলোঃ-

প্রাচীণ ও পৃথিবী প্রসিদ্ধ আরবী ইতিহাসঃ

১। 'ইবনে সায়াদ' রচিত 'তাবাক্বাত' গ্রন্থের ২য় খন্ডের ৫১-৫৪ পৃষ্ঠায় ৭ দিন ও ১৫ দিনের জামাতের কথা লেখা আছে।

আমীরঃ স্বয়ং রাসুলে আকরাম (সঃ)। ৪র্থ হিজরীর সফর মাসে/৬২৫ খৃঃ জুলাই থেকে ৬২৭ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে এ জামাত রওনা দেয়। রোকঃ সুলায়ম গোত্র, মদিনা শরীফ।

২। 'ওয়াকীদী ও ইবনে ইসহাক' (রাঃ) যথাক্রমে ৭ ও ৩ দিনের কথা- উল্লেখ করেছেন ।

৩। 'ইবনে সায়াদের ২য় খন্ডের ৩৫-৩৬ পৃষ্ঠায় ৬০ দিনের তাবলীগী জামাতের কথা অবশ্যই পাবেন।

৪। 'তাবারী'/ 'আখবারুর রুসূল ওয়াল মুলুক' গ্রন্থকার ইমাম আবু জাফর (রাঃ) ৬০ দিনের জামাতের কথা লিখেছেন।

৫। 'ইবনে ইসহাক' নামক ইতিহাসেও তা উদ্বৃত হয়েছে। আমীরঃ স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সঃ)। ৩য় হিজরীর জামাদিউল আউয়াল মাসে অর্থাৎ ৬২৪ খৃঃ অক্টোবর/ নভেম্বার মাসে - এ জামাত রওনা হয়।

রোকঃ আলফুর থেকে বাহরাইন পর্যন্ত এ বিস্তীর্ণ এলাকা তাবলীগের কাজ করতে করতে এগিয়ে যেতেন, ঠিক এ যুগের সালের বা পয়দল জামাতের মতই।

৬০দিনের ব্যাপারে সকল ইতিহাসবেত্তাই সমমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু মতভেদ স্বয়ং রাসূলের (সঃ) উপস্থিতি নিয়ে। কেউ বলেন ৬০ দিন, কেউ ১০ দিন।

'তাবারী' ও 'ইবনে ইসহাকের' মতে ৬০ দিন ছিলেন। আর বালাজুরী, ওয়াকিদী ও ইবনে সায়াদের মতে ১০দিন। -এ থেকে১০ দিনের দলীলও বের হয় না কি? মূল কথা দিন নয়; দ্বীন।

বড় কথা - সময় নয়; দায়িত্বোদয়! এহৃদয় আকাশে নবীর (সঃ) দেয়া দায়িত্ববোধ কতটুকু উদয় হয়েছে? তাঁর ফিকিরে ফিকিরমান্দ হতে পেরেছি কি? আমি ডাক্তার হয়েছি, আমি ব্যবসায়ী হয়েছি, আমি আলেম হয়েছি, -আমি মুসলমান হতে পেরেছি কি?

যাহোক, আল্লাহর রাসুল (সঃ) স্বয়ং ষাট দিনের তাবলীগী জামাতে বের হয়েছিলেন এ ব্যাপারে সকল ইতিহাসবেত্তা একমত পোষণ করেছেন।

৬। 'তাবাক্বাত'গ্রন্থের ১ম খন্ডের ৩৩৩ ও ৩৪ পৃষ্ঠায় আছে, আমর বিন মুর্‌রাহ (রাঃ), ৬২৭ খৃঃ মদীনার পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল জুহায়নাহ এলাকায় তাবলীগ করে ২১ এর উর্ধ্ব ব্যক্তিকে তাশকীল করে মদিনায় এনেছেন।

৭। ক) 'তাবারী' কিতাবের ৩য় খন্ডের ৩৪ পৃষ্ঠায় আছে, হযরত আবু কাতাদাহ্ (রাঃ) ৬২৯ খৃঃ ডিসেম্বরে (৮ম হিঃ/ সাবান) ১৫ জনের এক জামাত নিয়ে খাজিরাহ আলগাবাহ এলাকায় তাবলীগ করে গাতফান বংশের অধিকাংশ জনগনের এক বিরাট জামাত তাশকীল করে মদীনায় নিয়ে আসেন। সমভাষ্য দিচ্ছেন, 'ইবনে হিশাম' ২য় খন্ডের ৬২৯ পৃষ্ঠায়, ইবনে সায়াদ ১৩২ পৃষ্ঠায়।

খ) ঐ তাবারীর ৩য় খন্ডের ১২৬-২৮ পৃষ্ঠায় আরো পাবেন, হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) ৬৩১ খৃঃ জুন মাসে/ ১০ম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে ৪০০ জনের বিরাট জামাত সহ 'নাজরান' এলাকায় তাবলীগ করে বনু আ.মাদান-বনুহারিছ বংশের বহু মানুষকে নগদ উসূল ক'রে আনেন। - এ সফর ৬ মাসের।

তাবারীতে একথাও লেখা আছে যে, <u>এ জামাত যুদ্ধের জন্যে প্রেরিত হয়নি, বরং শুধুমাত্র তাবলীগের জন্যেই প্রেরিত হয়েছিল।</u>

গ) তাবারী আরো লিখেছেন যে, হযরত কায়াব (রাঃ) ৬২৯ খৃঃ জুলাই মাসে/ ৮ম হিজরীর রবিউল আউয়ালে ১৫ জনের জামাত নিয়ে 'যাতুলআত্‌লাহ' নামক স্থানে তাবলীগ করে কুযায়াহ্ গোত্র থেকে দু'জামাত প্রায় তাশকীল করেন।

ঘ) হযরাত আলী (রাঃ) ইয়ামানে ৮ জনের জামায়াত নিয়ে ৬৩১ খৃঃ ডিসেম্বারে ৪ মাসের জন্যে প্রেরিত হন। দেখুন, তাবারীর ৩য় খন্ডে, ১৩১-৩২ পৃষ্ঠায় ও বুখারীর ৬২৩ পৃষ্ঠায়।

প্রশ্ন নং-৩

বুখারী শরীফের হাদীস মোতাবেক হিজরাত বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাবলীগী ভাইরা হিজরাত করেন ও তার বয়ানও করেন। এটা কি ঠিক?

উত্তরঃ এ ব্যাপারে বোখারীর দুটো হাদীস ও ৭টা আয়াত শুনুন। মিরক্বাতে হিজরতের সংজ্ঞা এভাবে দেয়া হয়েছেঃ দ্বীনের উদ্দেশ্যে কোনও দেশ ত্যাগ করাকে হিজরত বলে।[১৩]

হিজরত দু' প্রকারঃ ক) স্থায়ী হিজরাত খ) অস্থায়ী হিজরাত।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (সঃ) অস্থায়ী হিজরত বন্ধ ঘোষনা করে গেছেন কিন্তু স্থায়ী হিজরত কিয়ামত পর্যন্ত চালু রাখার আদেশও দিয়ে গেছেন।

ক) بُخَارِى-لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتّٰى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ

অর্থাৎ যতদিন তওবার দ্বার বন্ধ হবে না, ততদিন হিজরত বন্ধ হবে না।[১৪]

অন্যত্র ঃ

খ) لاهِجرةَ بعدَ الفتحِ ولٰكن جهادٌ ونيَّةٌ وتنفرتُم فانفروا-

بُخَارِى مُجَلَّدُ الْاَوَّل ٣٩٠

অর্থাৎ - মক্কা বিজিত হওয়ার পর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত অনাবশ্যক, কিন্তু দ্বীনের প্রচার-প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে যদি তোমরা বের হতে চাও তখনই বেরিয়ে পড়বে।[১৫]

এ বেরিয়ে পড়া তথা হিজরত করা কেবল বৈধ নয়, বাধ্যও। এ ব্যাপারে একটা ফাত্‌ওয়া আছে।

ফাত্‌ওয়াঃ যে শহর / দেশে কুফর / শিরক অথবা শরীয়াতের বিরুদ্ধাচারণ করতে বাধ্য করা হয় অথবা প্রকাশ্যে শরীয়াতের নির্দেশাবলী অমান্য করা হয় সেখান থেকে হিজরত করে চলে যাওয়া ওয়াজিব।

فتح البارى ، مسند احمد ، ابن كثير ، معارف القران
ص ١٠٣٤

১. নাসায়ী শরীফে "মুসলমানের কাছে তাবলীগ করা" শিরোনামে একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় রচিত হয়েছে। ২য় খন্ডের ১৬১ ও ৬৩ পৃষ্ঠায় সমমর্মের ৫টা হাদীস পাবেন।

২. সহীহ মুসলিম, ২য় খন্ডের ১৩০/৩১ পৃষ্ঠায় হিজরাতের স্বপক্ষে ৬টা হাদীছ পাবেন ইন্‌শাআল্লাহ।

কুরআনিক প্রমাণ ঃ

১। সুরা নিসার ১০০ নম্বর আয়াত

২। সুরা নিসার ৯৫ নম্বর আয়াত

৩। সুরা আনফাল ৭৪ নম্বর আয়াত

৪। সুরা তওবা ২০ নম্বর আয়াত

৫। সুরা তওবার ২৪ নম্বর Buাত।

"وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا فِى اللهِ" عَامٌّ فِى الْمُهَاجِرِيْنَ كَائِنًا مَا كانوا فَيَشْمَلُ اَوَّلَهُمْ وأٰخِرَهُمْ

অর্থাৎ - যারা আল্লাহর জন্যে হিজরত করেছে। —-

আয়াতটি বিশ্বের সমস্ত হিজরতকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যে কোন অঞ্চল ও যুগের প্রথম যুগ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ হিজরত করবে সবাই এর অন্তর্ভূক্ত হবে।[১৫খ]

يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ اَرْضِىْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّاىَ فَاعْبُدُوْنِ العَنْكَبُوْت ٥٦

অর্থাৎ - হে আমার ঈমানদার বান্দাগন, আমার পৃথিবী প্রশস্ত, সমস্যা হলে হিজরত করো তবু আমারই ইবাদত করো।[১৫গ]

পরিবার, পরিবেশের দোষ দিয়ে আজাব থেকে বাঁচা যাবে? গাড়ী যেখানে নষ্ট হয়, সেখানে সারাই হয় না। এ আয়াতে কিয়ামত পর্যন্ত হিজরতের অব্যাহত নির্দেশ রয়েছে।

সুতরাং, ঈমান ও আমল বানাতে হলে এবং তাবলীগী হিজরত স্থায়ী হিজরতের অন্তর্ভূক্ত বিধায় কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকাই ফাতওয়া, হাদীস ও কুরআনিক বিধান নির্দেশ করে।

প্রশ্ন নং- ৪

স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও সংসার রেখে তাবলীগের উদ্দেশ্যে হিজরত বা সফর করা জায়েজ কি? তাদের হক আদায় ও হেফাজতের দায়িত্বও তো আছে।

উত্তর ঃ শুধু জায়েজ নয়, লাজেমও।

আহ! আমার স্ত্রীর হক চিনেছি, ছেলেমেয়ের হক চিনেছি, আমার আল্লাহর হক চিনেছি কি? আমার ছেলেমেয়ের দায়িত্ববোধ হয়েছে, আমার নবীর (সঃ) দাঁত ভাঙ্গা দ্বীনের দায়িত্ববোধ হয়েছে কি? নিজের ছেলে মেয়েকে রক্ষার জন্যে সদা প্রস্তুত, নিজেকে রক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছি কি?

-- এ প্রস্তুতির ও দায়িত্বানুভুতির জন্যেই স্ত্রী ছেলে মেয়ে সব রেখে দেশ থেকে দেশান্তরে হিজরত/সফর করার আদেশ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই দিয়েছেন বরং যারা স্ত্রী পরিবার ও সম্পদের কারনে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় তাবলীগে বের হতে পারেন না, হিজরত করতে পারেন না অথবা শরীয়ত সম্মত অস্ত্রের জিহাদে শরীক হতে পারেন না তাদেরকে আল্লাহপাক ভীষণ আজাবের হুমকী দিয়ে বলেছেনঃ তোরা একটু দাঁড়া, এক্ষুনি আজাব পাঠাচ্ছি।[১৬]

اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللهُ بِاَمْرِهٖ اَلتَّوْبَة ، آيه ٢٤

অর্থাৎ - যদি তোমাদের বাপ, বেটা, ভাই, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, সঞ্চিত ধন ও অবস্থান স্থলের মায়ায় আল্লাহর রাস্তায় হিজরত, তাবলীগ বা জিহাদ করতে না পার তাহলে একটু অপেক্ষা কর! আল্লাহর আজাব না আসা পর্যন্ত!!

অর্থাৎ, হিজরাত না করলে আজাব অবধারিত।

প্রশ্ন নং- ৫

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেনঃ একে ৭শ, আর তাবলীগওয়ালারা বলেন, ৭ লাখ /৪৯ কোটি গুণ ছওয়াব পাওয়া যাবে। এদের এত ছওয়াব কোন আল্লাহ দেবেন?

উত্তর ঃ সেই এক আল্লাহই সবকিছুই দেবার একমাত্র আধার। সুতরাং, তিনিই দেবেন। আল্লাহপাক কুরআনে সংক্ষিপ্ত আদেশ দিয়েছেন আর হাদীসে রাসুল (সঃ) তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, দিয়াত, ফাঈ ও ফিদইয়া ইত্যাদি বিষয়সমূহ তারই উদাহরণ। ছওয়াব বা পুরস্কারের বিষয়টাও তেমন।

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ الخ البقرة ٢٦١

– এ আয়াতে আল্লাহপাক আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার জন্যে ১ টাকায় ৭শ টাকার ছওয়াব দেয়ার ঘোষনা দিয়ে বলেছেন, যাকে খুশি আরো বাড়িয়ে দেব।[১৭]

এ আয়াতেরই ব্যাখ্যায় রাসুল (সঃ) বাড়িয়ে দিয়ে বলেছেনঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় খরচ পাঠিয়ে দিল কিন্তু সে তার বাড়ীতে থেকে গেলো তাকে প্রত্যেক দেরহামের বিনিময়ে ৭শ দেরহাম (দান করার ছওয়াব দেয়া হবে) আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিজেই খেলো এবং নিজের জন্যেই খরচ করলো তার জন্যে প্রত্যেক দেরহামের বিনিময়ে ৭শ হাজার দেরহাম (বরাদ্দ)। তারপর এ আয়াত পাঠ করেন, আল্লাহ যাকে চান বাড়ায়ে দেবেন।[১৮] وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ –

সনদসহ মূল হাদীসটা দেখুন এবার ঃ

عَنْ عَلِيٍّ وَاَبِى الدَّرْدَاءِ وَاَبِى هُرَيْرَةَ وَاَبِى اُمَامَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ بْنُ عَمْرٍو وَجَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مَنْ اَرْسَلَ نَفَقَةً فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَاَقَامَ فِىْ بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَمَنْ غَزٰى بِنَفْسِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَاَنْفَقَ فِىْ وَجْهِهِ ذٰلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ اَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه ص ٢٠٣ و مِشْكوٰة ص ٣٣٥

অবিকল অর্থ ঃ যে আল্লাহর রাস্তায় খরচ পাঠিয়ে দিল অথচ সে তার বাড়ীতে থেকে গেল তার জন্যে প্রত্যেক টাকার বিনিময়ে ৭শ টাকা আর যে আল্লাহর রাস্তায় নিজে খেলো এবং নিজের জন্যে ব্যয় করলো তা তার জন্যে প্রত্যেক টাকার বিনিময়ে ৭শ হাজার টাকা।

অন্যত্র, নামাজ, রোজা, জিকির আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের চেয়ে ৭শ'গুণ বাড়িয়ে দেয়। আবু দাউদ, পৃঃ ৩৩৮। এখন ৭ লাখ ও ৭শ'গুণ করলে ৪৯ কোটি হয়।

(১টাকা = ৭,০০,০০০×৭০০ = ৪৯,০০,০০,০০০)।

عَنْ سَهْلِ ابْنُ مُعَاذٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الصَّلٰوةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكْرَ يُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ سَبْعُمِائَةِ ضِعْفٍ - اَبُوْ دَاؤُدِ ص ٣٣٨

প্রশ্ন নং- ৬

দাওয়াতে তাবলীগের পরিধি কতটুকু?

উত্তর ঃ দাওয়াতে তাবলীগের পরিধি তিন ভাবে বিবেচনা করা যায় ঃ

ক) ভৌগলিক পরিধি,

খ) ঈমানী পরিধি ও

গ) সময়ভিত্তিক পরিধি।

ক) ভৌগলিক পরিধি ঃ সমগ্র পৃথিবী ও গ্রহ-উপগ্রহ সর্বত্রই। অর্থাৎ জ্বীন ও জনবসতি আছে যতদুর তাবলীগের পরিধি ততদুর।

খ) ঈমানী পরিধি ঃ হজরত আবু বকর (রাঃ) এঁর ঈমান ও ইয়াক্বীন যে স্তর পর্যন্ত উন্নীত হয়েছিল সেই স্তর পর্যন্ত। উম্মতের ঈমানী স্তর এ পর্যন্ত সীমিত। এর উর্দ্ধে নবীর স্তর।

গ) সময়ভিত্তিক পরিধি ঃ যতদিন পৃথিবীর কোন এক নিভৃত কোণে হলেও মহান আল্লাহপাকের একটা বান্দাও তার নাফরমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত তাবলীগ করতে হবে।[২০]

আল্লাহর রাসূলের (সঃ) বিভিন্ন হাদীসের ঈশারা ও মতন থেকে জানা যাচ্ছে যে, কেয়ামত পর্যন্ত দাওয়াতে তাবলীগের কার্য পরিক্রমা পরিচালনা করে যেতে হবে। হিজরত সংশ্লিষ্ট এ হাদীসটা তারই নির্দেশনাবাহী।

ক- لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتّٰى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ – بُخَارِى

খ- তাবলীগের কাজে নৈরাশ না হয়ে অবিরাম চালিয়ে যাওয়ার এবং তাবলীগ কখনও ত্যাগ না করার আদেশ নিম্নোক্ত আয়াতেও রয়েছে ঃ

اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ الزُّخْرُفَ-اٰية ٥

অর্থাৎ ঃ তোমরা সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়। তাই বলে কি তোমাদের কাছে তাবলীগ করা বাদ দেবো?[২২] "মেরেছ কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দেবোনা?"

-- এ থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করে তার উচিত প্রত্যেকের কাছে পয়গাম নিয়ে যাওয়া এবং কোনও দলের কাছে তাবলীগ শুধু এ কারনে পরিত্যাগ করা উচিত নয় যে, তারা চরম পর্যায়ের মূলহিদ, বে-দ্বীন অথবা পাপাচারী। -- নবীজী (সাঃ) আবু জেহেলের কাছে ৯৫০ থেকে ১১০০ বার গিয়েছিলেন।

অতএব, সারাটা জীবন তথা কেয়ামত পর্যন্ত অবিরামভাবে তাবলীগ করেই যেতে হবে।

প্রশ্ন নং- ৭

সারা বিশ্বের প্রচলিত তাবলীগ নবুয়াতী তাবলীগ কিনা?

উত্তর ঃ এ প্রশ্নটা স্থিরীকৃত হলেও কিছুটা বিতর্কিত স্থানে অবস্থিত। এ জন্যে যুক্তির নিরীখে পর্যালোচনার প্রয়োজন প্রনুভূত হচ্ছে।

নবুয়াতী তাবলীগের ৪টে বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বিশেষভাবে এর দুটো বৈশিষ্ট্য মৌলিক। সুতরাং, যে তাবলীগ বা দাওয়াতী কর্মসূচীর মধ্যে এ ৪টি বৈশিষ্ট্য একত্রে পাওয়া যাবে সেই তাবলীগ নবুয়াতী তাবলীগ বলে স্বীকৃত হবে। বৈশিষ্ট্যের সংজ্ঞাই এ যৌক্তিকতার সন্ধান দিচ্ছে। কেননা, কোনও বিষয়ের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই তার মূল নিহিত থাকে।

বৈশিষ্ট্যের সংজ্ঞা ঃ 'বৈশিষ্ট্য' শব্দের অর্থ বিশেষ গুণ, যে বিশেষ গুণসমূহ যার মধ্যে আছে তা ছাড়া অন্যত্র থাকবে না।

এখন বৈশিষ্ট্যের সংজ্ঞা-গবেষণায় বলা যায়ঃ সকল তাবলীগ নবুয়াতী তাবলীগ নয়, কিন্তু সব নবুয়াতী তাবলীগই তাবলীগ। যেমন, সব সুন্দরী সতী নয়, কিন্তু সব সতীই সুন্দরী। নবুয়াতী তাবলীগের বৈশিষ্ট্যাবলী নিম্নরুপ ঃ

ক) বিনা পারিশ্রমিকে তাবলীগ বা দাওয়াতের কাজ করা।

খ) আখেরাতমূখী দাওয়াত দেয়া।

গ) উপযাচিত হয়ে দাওয়াত দেয়া ও

ঘ) হিজরাত করা।

ক) বিনা পারিশ্রমিকে তাবলীগ বা দাওয়াতের কাজ করা ঃ আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে নবীরই ভাষায় তাঁদের দাওয়াতের পদ্ধতি ব্যক্ত করে বলেনঃ

وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
الشعراء ١٠٩

অর্থাৎ ঃ আমি তোমাদের কাছে এর কোন পারিশ্রমিক চাই নে, বরং চাইলে একমাত্র সমস্ত জগতের রবের কাছেই চাই।[২৩] -- তা বেতন/হাদিয়া/চাঁদা /ভাড়া/বখশিশ ইত্যাদি যে নামেই হোক না কেন?

খ) আখেরাতমুখী দাওয়াত দেয়া ঃ সমস্ত নবীগনই আখেরাতমুখী দাওয়াত দিতেন।জাগতিক কোনও ব্যক্তি বা স্বার্থের দিকে দাওয়াত দেননি ঃ

اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ ۝
الشعراء ١٦٢-١٧٨-١٤٣-١٢٦-(٨-١٠٧)

অর্থ ঃ অবশ্যই আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রাসুল, সুতরাং, আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর। আর সীমা লঙ্ঘনকারীদের আদেশ মেনো না।[২৪ক] --- এ আয়াত আখেরাত মুখী দাওয়াতেরই অনন্য নজীর।

গ) উপযাচিত হয়ে দাওয়াত দেয়া ঃ তাঁরা মানুষের দ্বারে দ্বারে, হাটে-বাজারে, গোত্রে-গোত্রে, দেশে-বিদেশে স্বয়ং হাজির হয়ে দাওয়াতে তাবলীগের কাজ করেছেন।[২৪খ]

ঘ) হিজরাত করা ঃ প্রায় সকল নবীই তাবলীগ করার জন্য ঘর-বাড়ী, স্ত্রী-সন্তান ও দেশ ত্যাগ করেছেন-

১। হযরত আদম(আঃ) সিংহল থেকে মক্কা হিজরাত করেন।[২৫]

২। হজরত ইব্রাহিম(আঃ) তাবলীগের উদ্দেশ্যেই ব্যাবেল থেকে মিশর ও ফিলিস্তিন হিজরত করেন।[২৬]

৩। হজরত নুহ (আঃ) হেজাজ থেকে ইরাক, মিশর, জর্দান ও সাদ্দূম এলাকায় তাবলীগের উদ্দেশ্যেই হিজরাত করেন।[২৭]

৪। হজরত ইউনূস (আঃ) সিরিয়া থেকে তাইগ্রীস নদের তীরবর্তী স্থান 'নিনওয়া' সফর করেন।[২৮]

৫। হজরত মুসা(আঃ) মিশর থেকে মাদইয়ান, সিরিয়া, তুর পাহাড়, পারস্য, রোম ও আন্দালুস হিজরত করেন।[২৯]

৬। নবী ইউশা(আঃ) সীনার 'তীহ' থেকে ফিলিস্তিন, আন্দালুস, আইকা ও আফ্রিকা সফর করেন।[৩০]

৭। হজরত দাউদ(আঃ) সীনার তীহ্ থেকে ফিলিস্তিন সফর করেন।[৩১]

৮। হরত সোলাইমান(আঃ) সারা পৃথিবী।[৩২]

৯। হজরত ঈসা (আঃ) দুনিয়া থেকে আসমান।[৩৩]

১০। শেষতম ও শ্রেষ্ঠতম নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা থেকে মদীনা শরীফ, আর সাহাবায়ে কিরাম সারা দুনিয়ার সকল মহাদেশেই হিজরত করেছিলেন।[৩৪]

প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রথম নবী হজরত আদম (আঃ) থেকে শেষতম নবী মুহাম্মাদ(দঃ) পর্যন্ত প্রায় সকল নবীই দ্বীনের জন্যে হিজরত করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত করার নির্দেশনাও দিয়ে গেছেন।৩৫ এটা নবুয়াতী কার্যক্রমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

নবুয়াতী কার্যক্রমের ৪টে বৈশিষ্ট বিশেষ করে ১ ও ২ নং মৌলিক বৈশিষ্ট্যদ্বয়ও তাবলীগ জামাতের মধ্যে নিহিত আছে।

অতএব, প্রমাণিত হচ্ছে যে, সমগ্র বিশ্বে প্রচলিত তাবলীগ মূলতঃ নবুয়াতী তাবলীগেরই অনুসারী।

এছাড়াও সাধারণভাবে নিরীক্ষিত, পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হচ্ছে যে, নবুয়াতী তাবলীগের সাথে প্রচলিত তাবলীগের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন- তাবলীগ জামাতের গঠন ও প্রেরণ-পদ্ধতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিধি, দাওয়াতের ক্ষেত্র ও পরিধি। দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি, আকৃতি ও প্রকৃতি অবিকল নয়, তবে অনুরুপ নিশ্চয়। বদনিয়ত নয়, তবে রুহানিয়াতের হ্রাস অস্বাভাবিক নয়।স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা এ মর্মে উপায় জ্ঞাত করেছেন যে, ছোট ছোট জামাত গঠন করে স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে রেখে স্বয়ং আল্লাহ্র রাস্তায় বেরিয়ে যাবে দ্বীন শিখবার জন্যে। শিখে ফিরে এলে এলাকাবাসীকে শিখাতে থাকবে আর এক জামাত বের হয়ে যাবে। এভাবে এক জামাত যাবে আর এক জামাত আসবে। তাহলেই বাঁচা যাবে, নচেৎ বাঁচারও উপায় নেই।[৩৬]

আল্লাহ্র রাসুল(দঃ) মক্কী ও মাদানী জিন্দেগী এবং মক্কা বিজয়ের পরেও ইন্তেকাল পর্যন্ত এ পদ্ধতি পালন করে গেছেন আর প্রচলিত তাবলীগ জামাতও তার অনুসরন করে আসছে।

অতএব, বর্তমানে প্রচলিত তাবলীগ জামাত সেই নবুয়াতী তাবরীগেরই অন্তর্ভূক্ত -এতে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না।

প্রশ্ন নং -৮

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার উপায় কি ?

উত্তর ঃ এ প্রশ্নটা স্পর্শকাতর। আল্লাহ্পাক নিজেই ১৮ পারার এক আয়াতে এর জবাব দিয়েছেন। সে আয়াতটাই আপনাদেরকে শুনাই -

وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ

دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ
خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ -
الْفٰسِقُوْنَ -النور ٥٥

অর্থাৎ – আল্লাহপাক ওয়াদা করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই এই দুনিয়াতেই খেলাফত দান করবেন যেমন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেয়া হয়েছিল এবং প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন তাদের ধর্মকে যা তিনি পছন্দ করেছেন। আর শংকার পরিবর্তে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা শুধু আমরাই ইবাদত করবে আর কোনও জিনেষের সাথে শরীক করবে না।[৩৭]

--এ আয়াতে আল্লাহপাক ৪টা কাজের শর্তসাপেক্ষে ৩টা পুরস্কার দেবার ওয়াদা করেছেন। ৪টা কাজ হচ্ছেঃ

১। ঈমান খাঁটি করা, ২। সুন্নত অনুযায়ী আমল করা,
৩। একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা এবং ৪। কোনও রকমের শির্‌ক না করা।

৩টা পুরস্কার হচ্ছেঃ

১। অবশ্যই খেলাফত দান করবেন, ২। ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন এবং
৩। শান্তিও নিরাপত্তা দান করবেন।

– তা হলে সারা দুনিয়ায় ঈমান ও আমলের মেহনতই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করার মৌলিক উপাদান নয় কি?

প্রশ্ন নং– ৯

তাবলীগ ও তরীক্বত (ছুলুক)– এর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তরঃ উভয়ই হক্ব। তাবলীগ হচ্ছে নবুয়াতী মেহানত আর তারীক্বত হচ্ছে পীর-ওলীগণের মেহনাত। এ উভয়কে যথাক্রমে 'কুরবে নবুয়াত' ও 'কুরবে বেলায়ত' ও বলা হয়।[৩৮]

"নবুয়াতী মেহনাত, বেলায়তী মেহনাত অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। কেননা, নবুয়াতী মেহনাত মূল আর বেলায়তী মেহনাত তার ছায় স্বরুপ"[৩৯] এবং উভয়ের মধ্যে ঢের পার্থক্য আছে। তাবলীগ সূর্যের ন্যায়, তরীক্বাত চন্দ্রের ন্যায়।

"যদি কুরবে বেলায়েতের পন্থায় না চলে কুরবে নবুয়াতের (নবুয়াতী মেহনাত/তাবলীগ) সুপ্রশস্ত পন্থাকে অবলম্বন করা হয় তখন ফনা-বকা জ্জবা ও ছুলুক কিছুই আবশ্যক হয় না" অর্থাৎ পীর বা ছলুক প্রয়োজন হয় না।[৪০] হ্যাঁ, বেঈমান, বেআমলের জন্যে অবশ্যই জরুরী।

"নবুয়াতী মেহনাতের (তাবলীগ) পথের পথিকগণ অধিকাংশই গন্তব্য স্থানে পৌছুতে সক্ষম হন, পক্ষান্তরে বেলায়তী (পীর) পন্থার পথিকগনের অধিকাংশই পথিমধ্যে আবদ্ধ হয়ে যান। আর সাগর ছেড়ে এক ফোটা পানিতে তৃপ্ত হয়ে পড়েন।" এবং সম্পূর্ণ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা থেকে আটকে যান। ও আসল লক্ষ্যে পৌছানো থেকে বঞ্চিত হন।"[৪১] হযরত মুজাদ্দেদে আলফেছানী (রঃ)- এঁর এ বক্তব্য।- "সত্যের সন্ধান" গ্রন্থে নকল করেছেন মুফতীয়ে আযম ফয়জুল্লাহ সাহেব (রঃ), হাটহাজারী।

প্রশ্ন নং-১০

তাবলীগ করলে আল্লাহ তায়ালা প্রথম যুগের মুহাজির ও আনসারগণের সমান মর্যাদা দান করবেন-- একথার সত্য দলীল আছে কি?

উত্তরঃ

হ্যাঁ, হাদীসের দলীল আছে ঃ

أَخْرَجَ الْبَزَّارُ عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا ظَهَرَ حُبُّ الدُّنْيَا ---
- اَلْقَائِلُوْنَ يَوْمَئِذٍ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَالسَّابِقِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ -
حَيَاةُ الصَّحَابَةِ ج ٢ ص ٣-٩٢

অর্থাৎ- হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসুল (দঃ) বলেন যে, যখন তোমাদেরকে দুনিয়ার মহাব্বত পেয়ে বসবে তখন যারা কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক কথা বলবে বা আমল করবে তারা প্রথম যুগের মুহাজির ও আনসারগনের সমান মর্যাদা পাবে।[৪২]

মেশকাত শরীফে باب ثواب هذه الامة "এই উম্মতের ছওয়াব নামক অধ্যায়ে" প্রায় সমমানের ১২টি হাদীস উথাপিত হয়েছে। এছাড়াও পাবেন বায়হাক্বী গ্রন্থের নবুয়াতীর দলীলাদি অধ্যায়ে। আর সমমর্মের পাবেন, মুসনাদে আহমাদ, দারেমী, তিরমিজি ও মেশকাত শরীফের ৫৮৪ পৃষ্ঠার শেষতম হাদীসে।

প্রশ্ন নং-১১

জনগণ তাবলীগ করা ছেড়ে দেবে কখন?

উত্তরঃ

এ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহর রাসুল(দঃ) হযরত হুযাইফা (রাঃ)-কে বলেন যে,

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ ---- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا دَاهَنَ خِيَارُكُمْ فُجَّارَكُمْ وَصَارَ الْفِقْهُ فِىْ شِرَارِكُمْ
وَصَارَ الْمُلْكُ فِىْ صِغَارِكُمْ .....

অর্থাৎঃ যখন তোমাদের নেকারগন বদকারদের সাথে হক কথা রাখতে শিথিলতা করবে, তোমাদের দুষ্টু লোকগন ফিকাহ্‌র জ্ঞান অর্জন করে ফেলবে এবং অল্প বয়স্কদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত করবে তখন জনগন তাবলীগ করা ছেড়ে দেবে।[৪৩]

প্রশ্ন নং-১২

দলচ্যুত হয়ে বা অনুপ্রবেশ ক'রে উপদল, শাখা দল বা স্বতন্ত্র দল গঠন করা বৈধ কি? এদের অবস্থা ও অবস্থান কোথায়?

উত্তরঃ

আল্লাহর রাসুল (দঃ) স্বয়ং মুসলমানদের এ দলীয় কোন্দলজনিত সমস্যার সমাধান সেই দেড় হাজার বছর আগেই দিয়ে গেছেন। তিনি (দঃ) মুল ও বড় দলকে অক্টোপাশের মত আঁকড়ে ধরতে বলেছেন আর শাখা, উপ, ও ছোট জামাত ত্যাগের আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং, মূলেই পার, শাখায় সংহার।

শাখার প্রসুতী হচ্ছে লোভ, স্বার্থ ও অবাধ্যতা। অবাধ্যতায় বা লোভাতুরতায় অদৃশ্য হাতের পুতুল হয়ে সংগোপনে অনুপ্রবেশ করে দশ, দেশ ও দলের আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠানের ভাঙ্গন, অনাস্থা উথাপন, শাখা বা সতন্ত্র দল গঠন এসব দলে সংযোজন ও সংবর্ধন, সাহায্য ও সম্প্রসারণ ইসলাম থেকে বহুশত যোজন দুরে ঠেলে দেয়, যদিও দেখতে মুসলমান মনে হয়, এমনকি মুনাফিক, বাগী বা বিদ্রোহী, গোমরাহ ও খারিজী অবস্থায় দোজখের লেলিহান অগ্নিশাখায় করে নেয় তার আপন অবস্থান। --- এ দ্বিমুখীতত্ত ও তার সহযোগসিক্ত-উভয়ই দোজখের সদস্য। এদের অবস্থা- এখানে বাদুড়ের মত, সেখানে মুনাফিকের মত। এরা মুসলমান নয়, মাকাল! হাশরে পরানোহবে দোজখের নাকাল ! -- না নিশাচর -- না দিবাচর, না মুসলমান! এদের অবস্থান সুচিস্মিতা -দ্বিমুখী নারীর ন্যায়। আর নবীর (দঃ) ভাষায় এরা সেই পাঁঠার মত যে কখনও এ ছাগীর পাছা চাটে, কখনও ঐ ছাগীর পিছন চাটে (হাদীস)। এদের থেকে সাবধান ! রানদ্যহয়ে জান খাবে !

এ যোড়শীর স্বামীও দায়ুস দোজখী। সুতরাং এ দ্বিমুখীর প্রশ্রয়-প্রভুও দ্বিমুখী নয় কি? "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃনা তারে যেন তৃণসম দহে" -কবির এ ভাষা মূলত হাদীসের মর্মগাথা।

একদিন আল্লাহর নবী (দঃ) মাটিতে একটা সোজা দাগ টেনে বললেন, এই মূল সোজা দাগটাই তো আল্লাহর পথ। তারপর তার ডানে-বামে আরও কয়েকটা শাখা রেখা টেনে বললেন, এ শাখা দাগগুলো হলো সেই সমস্ত পথ যার প্রতিটির শেষে বসে রয়েছে একটা করে শয়তান। আর সে সেখান থেকে মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছে --এসো, এদিকে এসো। -এটাই সহী পথ।[৪৪]

বর্ণনায়ঃ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)।

সাথে সাথে এ আয়াত করেন তেলাওয়াতঃ

"وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيْمًا فَـاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُـوْا السُّـبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ" الخ ١٥٤

অর্থাৎ ঃ এটাই আমার সহজ-সরল পথ, এ পথেরই অনুসারী হও। বাকী (শাখা ইত্যাদি) যত পথ রয়েছে সে সবের অনুসরণ করতে গেলে তোমরা তাঁর সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে।[৪৫]

উক্ত হাদীস ও কুরআন থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, শাখা দল গোমরাহ। হক মনে হলেও না হক। দ্বীনের আকৃতি থাকলেই দ্বীন হয় না, প্রকৃতিও থাকতে হয়।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিচে ৮টি হাদীস ও ৩টি আয়াত পেশ করা হচ্ছে ঃ

ক) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّبِعُوْا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ

তোমরা মুসলমানদের বড় দলকে অনুসরণ কর।[৪৬]

খ) وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، مِشْكوٰة ص ٣١

দল বা জামাতের সাথে জড়িত হয়ে থাকা তোমাদের জন্য জরুরী হয়ে পড়েছে।

গ) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ ص اِيَّـاكُمْ وَالشِّعَابَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ اَحْمَـدُ مِشْـكوٰة باب الاعتصام ص ٣١

সাবধান! তোমরা দলচ্যুত হওয়া থেকে বেঁচে থেকো, সাধারণ বড় দলের সাথে দলবদ্ধভাবে থাকবে। নচেৎ তোমরাও ধ্বংস হয়ে যাবে।[৪৮]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مَيْتَتًا جَاهِلِيَّتًـا (نسائ)

অর্থাৎঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্নিত তিনি বলেন যে, আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেছেন, যে ব্যাক্তি আনুগত্য- চ্যুত হলো এবং জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হলো সে অন্ধকার যুগের মৃত্যুরবরণ করে নিলো।

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّبِعُـوْا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ فَاِنَّهُ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ - اِبْنُ مَاجَـة - مشكواة- ص ٣٠

অর্থাৎ ঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল্লাহ (দঃ) বলেন যে তোমরা মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে যোগ দাও। অবশ্যই বড় দল ছেড়ে যারা ছোট দল গঠন করবে, ছোট দলে যোগ দেবে তারা বিচ্ছিন্ন হয়েই জাহান্নামে যাবে।[৫১]

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ ص اِنَّ اللّٰهَ لَا يَجْمَـعُ اُمَّتِىْ عَلٰى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شُذَّ فِـى النَّارِ - تِرْمِذِىْ، مِشْكوٰة، باب الاعتصام- ص ٣٠

অর্থাৎ - ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (দঃ) বলেন, আল্লাহতায়ালা আমার উম্মতকে গোমরাহীর উপরে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ করবেন না এবং জামাত-বদ্ধতার ওপরে আল্লাহর সাহায্য থাকে আর যারা সংখ্যাগরিষ্ঠকে ছেড়ে লঘিষ্ঠের সাথে থাকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়েই জাহান্নামে যাবে। [৫২]

عَنْ حَارث اَلْعَشْعَرِى رضِى قَالَ قَـــالَ رَسُـــوْلُ اللهِ ص
اَمُرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ
فِى سَبِيْلِ اللهِ- وَاَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَدْرَ شِبْرٍ فَقَدْ
خَلَعَ رِبْقَةَ الاِسْلَامِ عَنْ عُنُقِهِ اِلَّا اَن يُّرَاجِـعَ وَمَـنْ دَعَـا
بِدَعْوَى اَلْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَىِّ جَهَنَّمَ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰـــى
وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ - اَحْمَدُ، تِرْمِذِى، مُسْلِمٌ، ١٢٨

অর্থাৎ - হযরত হারেছ আশয়ারী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেছেন ঃ আমি ৫টা কাজ করার জন্যে তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছি ঃ জামাত বদ্ধ হয়ে থাকা, (আমীরের কথা) শোনা, মানা, হিজরাত করা আর আল্লাহর রাস্তায় আপ্রাণ মেহনাত-মুজাহাদা করা। যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমানও জামাত থেকে বের হয়ে গেল, সে নিশ্চয়ই তার ঘাড় থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেললো, পুনঃরায় না ফেরা পর্যন্ত! আর যে ব্যক্তি যাহেলী যুগের মত (নাফস্ অনুযায়ী জনগণকে) দাওয়াত দিতে থাকবে সে জাহান্নামের জ্বালানী হবে। যদিও সে রোজাদার হয়, নামাজী হয় এবং নিজেকে খাঁটি মুলমান বলে দাবী করে।। [৫৩]

مَارَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ احمـــد فـى
كتاب السنة بحواله المقاصد الحسنة ص ٣٦٨٠

অর্থাৎ - অধিকাংশ মুসলমানগন যাকে/ যে দলকে ভাল হিসেবে জানবে, আল্লাহপাকের কাছেও তা ভাল হিসেবেগণ্য হবে।[৫৩]

কুরআন ঃ

وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا اَلْعِمْرَان ١٠٣

অর্থাৎ ঃ তোমরা আল্লাহর কুরআনকে মজবুত করে ধরো আর বিচ্ছিন্ন হয়োনা।[৫৩]

مِنْ م بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ
مَاتَوَلّٰى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ط وَسَاءَتْ مَصِيْرًا - ١١٥

অর্থাৎ - হেদায়েতের পথ সুস্পষ্টভাবে বুঝবার পরেও যারা অধিকাংশ মুসলমানের অনুসৃত পথের উল্টো দিকে চলে, আমি তাদেরকে ঐ উল্টোদিকেই মুখ ফিরিয়ে দেবো যে পথ সে অবলম্বন করেছে। তবে, তাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বালিয়ে ছাড়বো। [৫৪]

وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَخْتَلَفُوْا مِن م بَعْـــدِ مَاجَائَـــهُمُ
الْبَيِّنَاتِ ط وَاُوْلٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ، اَلْعِمْرَان ص ١٠٥

অর্থাৎ - তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং সুস্পষ্ট নির্দেশ আসার পরেও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে এবং তাদের জন্যে রয়েছে ভীষণ আজাব। - আল ইমরান, পৃষ্ঠা - ১০৫

উপসংহার ঃ কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, মুসলমানদের কোন হক দলের মধ্যে যখন ফেতনা-ফাসাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তখন অনুকুল ও প্রতিকুল সর্ব অবস্থাতেই মুল ও বড় দলে যোগদান করতে হবে এবং আমীরের/ শুরার নির্দেশ আনত মস্তকে মেনে নিতে হবে। কেননা, শাখা বা উপদল গঠন করে মুলের উল্টো চলা হারাম আর আমীরের আনুগত্য ফরজ/ ওয়াজিব। নবী (দঃ) এদের অন্তরকে শয়তানের অন্তর, গোমরাহ, নবীর দল থেকে বহির্ভূত ও দোজখী বলে ঘোষনা দিয়েছেন। স্বয়ং আল্লহ পাক বলেছেনঃ তাদের জাহান্নামের আগুনে জ্বালিয়ে ছাড়বো।

* অতএব, মূলেই পার, শাখায় সংহার।

প্রশ্ন নং- ১৩

মসজিদে শোয়া, খাওয়া ইত্যাদি বৈধ কি (বিশেষতঃ তাবলীগ জামাত)?

উত্তর ঃ

হ্যাঁ, জায়েজ, বৈধ। আহসানুল ফাতাওয়া গ্রন্থে লিখেছেনঃ "এতেকাফকারী ও মুসাফিরের জন্যে মসজিদে পানাহার ও শোয়ার অনুমতি আছে। সুতরাং, তাবলীগী জামাতের এ প্রথাও জায়েজ।"[৫৫]

এছাড়াও বুখারীর হাদীসে জনগনের ঘুমের অধ্যায়ে হযরত ওমরের ছেলে আব্দুল্লাহর বর্ণিত হাদীসে পাবেনঃ

إِنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ أَعْزَبُ لَا أَهْلَ لَهُ فِيْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ص-

অর্থাৎ অবশ্যই ওমরের ছেলে আব্দুল্লাহ যুবক বয়সে নবীর (সঃ) মসজিদে ঘুমোতেন।[৫৬]

স্ত্রীর সাথে ক্রোধান্বিত হয়ে হযরত আলীর ও আসহাবে সূফফার ঘুমাবার দলীলও পাবেন বুখারীতে।[৫৭]

তিরমিজিতে পাবেন ঃ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَنَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ فِيْ الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ شَبَابٌ-

অর্থাৎ - ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, আমরা রাসুলে (সঃ)র জামানায় মসজিদে ঘুমিয়ে থাকতাম অথচ আমরা যুবক। আবু ঈসা বলেন, হাদীসটা হাসান ও সহীহ।[৫৮]

আল্লাহতায়ালা বলেন, আমার শেষতম নবীর (সঃ) উম্মতের মধ্যে থেকে এমন একটা দল গঠিত হবে যাদেরকে আমি বিনা হিসাবে জান্নাত দেবো। তাদের পরিচিতি হচ্ছেঃ তারা কাঁধে ও পিঠে বেডিং নিয়ে সারা দুনিয়ায় মুসাফির অবস্থায় তাবলীগ করে বেড়াবে।[৫৮(ক)] এ তথ্য পাবেন এ আয়াতের মধ্যে ঃ

دَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا- الْأَحْزَابُ- ٤٦

সমমর্মের ১২টা হাদীস ইবনে কাছীরে বিবৃত হয়েছে।

১৪নং - তাবলীগ সম্পর্কে মুফতী শফী (রঃ), ক্বারী তৈয়ব সাহেব (রঃ) ও হযরত থানভী (রঃ)-এঁর মহান বাণীঃ

তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজে কোন অবস্থাতেই সাহস হারানো উচিত না - মুফতী শফী (রঃ)। মাওলানা ইলিয়াস নৈরাশ্যকে আশায় রুপান্তরিত করেছে- হযরত থানভী (রঃ)।[৫৮গ] কেউ যদি এটা দেখতে চাও যে, হযরত সাহাবা কিরাম কেমন ছিলেন? তাহলে এই মানুষদেরকে (তাবলীগ জামাত) দেখে নাও - হযরত থানভী (রঃ)।[৫৮ঘ] অধুনা মুসলিম সম্প্রদায়ের আশ্রয়স্থল শুধু দুটি ঃ একটি ধর্মীয় মাদ্রাসা, অপরটি এই তাবলীগী কাজ। ক্বারী তৈয়ব সাহেব (রঃ)[৫৮ঙ]।

প্রশ্ন নং- ১৫

জিহাদের সঠিক অর্থ ও উদ্দেশ্য কি? প্রকৃত জিহাদ কাকে বলে? তাবলীগ করাও কি জিহাদ?

উত্তর ঃ

মহাস্রষ্টার এ সৃষ্ট বাগিচার প্রত্যেকটা আমল বা কাজই সৃষ্টিগতভাবে দু প্রকার ঃ[৫৯]

ক) সৃষ্টিগত উত্তম (যেমন ঈমান) এবং

খ) সৃষ্টিগত অনোত্তম/ মন্দ (যেমন কুফরী)।

সৃষ্টিগত উত্তম ২ প্রকার। যথা- ক) স্বয়ং উত্তম/ - حَسَنٌ لِعَيْنِهِ

খ) কারণ বশতঃ উত্তম/ - حَسَنٌ لِغَيْرِهِ

সৃষ্টিগত মন্দও আবার ২ প্রকার। যথা- ক) স্বয়ং মন্দ (قَبِيْحٌ لِعَيْنِهِ)

খ) কারণ বশতঃ মন্দ - قَبِيْحٌ لِغَيْرِهِ

তাবলীগ সৃষ্টিগত ও স্বয়ং উত্তম। ওজু নামাজের কারণে উত্তম। আর আস্ত্রিক জিহাদ স্বয়ং মন্দ কিন্তু কারণ বশতঃ উত্তম গন্য হয়। যা স্বয়ং মন্দ তা সবার জন্য সর্বদাই পালনীয় হতে পারে না।[৫৯] তাই "জিহাদ ফরজে কিফায়া" অবশ্য স্থানকাল ও শর্তভেদে ফরজও হয়।[৬০] -- এজন্যে আমরা সর্বদাই অন্তরে জিহাদের নিয়ত রাখবো।

প্রত্যেক শব্দের ৩ প্রকার অর্থ থাকে- এরও আছে। জিহাদ এর অর্থ ৩ টে। যথা ক) আভিধানিক র্অথ, খ) পারিভাষিক অর্থ এবং গ) শরয়ী অর্থ।

জিহাদের আভিধানিক অর্থ ঃ

জিহাদ শব্দটা 'জাহদুন' ধাতু থেকে নির্গত। এর বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে চেষ্টা করা, আপ্রাণ চেষ্টা করা, কষ্ট করা, চিন্তাশীল হওয়া, উদ্যোগ নেয়া।[৬১]

পারিভাষিক অর্থ ঃ যুদ্ধ, ধর্মীয় যুদ্ধ, অস্ত্রের যুদ্ধ।

আমাদের দেশের প্রচলিত প্রথার, কৃষ্টি, কালচার ও অর্থের সিংহ ভাগই হয় ভুল, নয় ভ্যাজাল/বিদয়াত/শিরক/ কুফরী বিধায় তা শরীয়তে গ্রহণযোগ্যতা তো রাখেই না বরং বাতিল বিবেচিত।

শরয়ী অর্থ ঃ

ইসলামের প্রচার- প্রতিষ্ঠাকল্পে সকল প্রকার চেষ্টা প্রচেষ্টা ও সাধনাকে শরীয়তের ভাষায় জিহাদ বলা হয়। এ চেষ্টা মুখের দ্বারায় হোক, কলমের দ্বারায় হোক অথবা কাফেরের বিরুদ্ধে অস্ত্রের দ্বারায় হোক।[৬২ক]

কুরআনের দুটো শব্দ দু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'জিহাদ' ও 'ক্বিতাল'। একটা আম, অপরটা খাস। জিহাদ শব্দটা ব্যাপক ও উল্লেখিত অর্থের, ক্বিতাল শব্দের দ্বারায় শুধুমাত্র অস্ত্রের লড়াইকেই বুঝানো হয়েছে । মক্কাবতীর্ণ সুরায় ও জিহাদের আয়াত আছে। অথচ, সেখানে কোনও দিনই যুদ্ধ হয়নি ।

জিহাদের ক্ষেত্র ৩টে। যথা- ক) স্বয়ং

খ) স্ব-পরিবার ও স্বসমাজ এবং

গ) জনপদ বিধ্যুষিত গোটা জগত।

-এ মোতাবেক তালিম, তাবলীগ ও তাজকিয়া এবং এ ব্যাপারে অর্থ সংস্থান ও স্থাপনা, লেখনী ও প্রকাশনা, ধর্মীয় যুদ্ধ পরিচালনা এসব বিষয়ে যাবতীয় চেষ্টা সাধনা ও প্লান-পরিকল্পনা

সবই হাদীসের ভাষায় জিহাদ হিসেবে বিবেচিত হয়।

নবীর ঘোষনায়- মাদ্রাসায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় এর চেয়েও ঢের বড় জিহাদ হয়। কোনও গার্জেন যদি তার মাদ্রাসায় পাঠরত ছেলেমেয়ের জন্যে খরচ পাঠিয়ে দেয় তাহলে প্রতি টাকার বিনিময়ে ৭০০ টাকার ছওয়াব পাবে। যদি নিজে নিয়ে যায় তাহলে ৭ লাখ টাকার ছওয়াব পাবে। আর ছাত্র স্বয়ং প্রতিটি বদনী ইবাদতের বিনিময়ে ৪৯ কোটিগুন ছওয়াব পাবে। কেনমা তালেবুল ইল্‌ম মুজাহিদ সমতুল্য।[৬২ (খ)]

وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ۰ الفُرقَان۰اية ٥٢

অর্থাৎ - শত্রুদের কাছে কুরআনের তাবলীগ কর।- এটা বড় জিহাদ।

এখানে 'জিহাদ' শব্দের অর্থ প্রচার/ পৌছানো/ তাবলীগ করা/ দাওয়াত দেয়া। তখনও যুদ্ধ বিধান অবতারিত হয়নি। মক্কাবতীর্ণ এ আয়াতে তাফসীরে মায়ারিফুল কুরআনে এর অর্থ করেছেঃ ''কুরআনের বিধি বিধান প্রচার করা।'' ''কুরআনের দাওয়াত প্রচার করা বড় জিহাদ।''[৬৩ (ক)] কুরআনের তাবলীগ বড় জিহাদ।[৬৩ (খ)]

সুতরাং, ''তাবলীগ'' স্বয়ং শাশ্বতঃ, সম্পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠতম জিহাদ।

অন্যত্র ঃ (১৭ পা. শেষ পৃষ্টা) -وَجَاهِدُوْا فِىْ اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ

অর্থাৎ - তোমরা আল্লাহর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কর।[৬৪]

উক্ত আয়াতে 'জিহাদে'র অর্থ শুধু অস্ত্রের যুদ্ধ নয় বরং দ্বীন কায়েমের জন্যে তাবলীগ, তালিম ইত্যাদি সকল প্রকার চেষ্ঠা-সাধনা-মেহনত-মোজাহাদাকে ব্যাপক অর্থে বুঝানো হয়েছে।

জিহাদের উদ্দেশ্য ঃ

ঈমান ও নেক আমলের প্রচার প্রতিষ্ঠাই জিহাদের মূল উদ্দেশ্য।[৬৫] ইসলামের জন্যে সমগ্র বিশ্বকে বাধামুক্ত করাই জিহাদের উদ্দেশ্য।[৬৬] অস্ত্রের জোরে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যে জিহাদের উদ্দেশ্য নয়, তার সূর্যোজ্জ্বল প্রমাণ হচ্ছে যিম্মী ও জিজিয়া দানকারী কাফেরদের সাথে জিহাদ করা হারাম বরং তাদের স্বাকীয়তা সংরক্ষণ করা ইসলামী সরকারের জন্যে ফরজ।[৬৭]

- দুর্‌রে মুখতার, দ্বিয়্যত অধ্যায়ের সূচনালোচনাতেই অকাট্য প্রমাণসহ পাবেন ইনশাল্লাহ।

প্রকৃত জিহাদ কি?

যে জিহাদ শুধুমাত্র ইসলামের বিস্তৃতির জন্যেই করা হয় তাকেই প্রকৃত জিহাদ বলে। এ প্রশ্নের জবাব স্বয়ং নবীজীই (সঃ) দিয়েছেনঃ একজন নবীর(সঃ) কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা জিহাদ করে গানিমাত, প্রসিদ্ধি, প্রদর্শনী, রাগ, রাষ্ট্র, হিংসা ও সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদির উদ্দেশ্যে,কারটা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ? হজরত জবাবে বললেনঃ যে সব জিহাদ একমাত্র আল্লাহর কলেমাকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে হয়ে থাকে সেটাই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।[৬৮]

কালেমাকে উন্নত করার উদ্দেশ্যঃ দাওয়াতে তাবলীগ করা - হযরত থানভী (রাঃ) ।

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَـبِيْلِ اللهِ – بُخَارِى

উপসংহার ঃ জিহাদ এক প্রশস্ত অর্থের শব্দ। দ্বীনের উদ্দেশ্যে যে মেহনাত-মোজাহাদা, চেষ্টা-সাধনা করা হয় তা জিহাদের প্রশস্ত অর্থের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং, দ্বীনের সকল শাখার প্রত্যেকটা কর্মীই কুরআনিক জিহাদের লক্ষ্য বিন্দু। কোনও একটা শাখাকে নির্দিষ্টভাবে কুরআনিক জিহাদের লক্ষ্যবিন্দু স্থির ক'রে অন্যান্য শাখাসমূহকে তার থেকে বের করে দেয়া জিহাদ শব্দের অর্থ বুঝবার ব্যাপারে নিতান্ত অজ্ঞতারই পরিচয়।[৬৯]

সুতরাং, খুলুসিয়াতের সাথে সুন্নাতমতে দ্বীনের যে কোনও কাজের চেষ্টা- প্রচেষ্টাকে শরীয়াতের ভাষায় জিহাদ বলা হয়। অতএব, তাবলীগও একটা জিহাদ বরং বড় জিহাদ।

প্রশ্ন নং- ১৬

বর্তমানে দেশে বিরাজমান বিভিন্ন মতাবলম্বীতে বিশ্বাসী ইসলামী রাজনৈতিক দল গঠন হচ্ছে। আর এ সমস্ত ইসলামী দলগুলো বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণ দিয়ে আমাদেরকে তাদের দলে আহবান করছে। আর বলে থাকে, শুধু দাওয়াতে তাবলীগের মেহনতের কাজ করলে চলবে না, রাজনীতি জিহাদ ইত্যাদিও করতে হবে।

এমতাবস্থায় আমরা যদি কোন রাজনৈতিক দলে যোগ না দিই এবং শুধু তাবলীগের মেহনত করি তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে আমাদেরকে দায়ী হতে হবে কি? এই সমস্যার সমাধান কি?

উত্তর ঃ

রাজনীতি ইসলামের বহির্ভূত নয়; অন্তর্ভুক্ত। তবে তা নববী পদ্ধতিতে হতে হবে; পাশ্চাত্য-পদ্ধতিতে নয়। আব্রাহাম লিংকনের রাজনৈতিক দর্শন শিরক্ সংযোজন নয় কি? কোন

দল/আন্দোলনে ৫টি শর্ত সাপেক্ষে যোগদান করা যায়, অন্যথায় নয়। যথা-

১। সংশ্লিষ্ট দল ঈমান ও আকায়েদের খেলাফ হতে পারবে না।

২। দলের সাংগঠনিক বিধি ও কর্ম-পদ্ধতি শরীয়তের খেলাফ হতে পারবে না।

৩। কোনও অদৃশ্য হাতের পুতুল দল হতে পারবে না।

৪। কোনও মূল ও হক দল থেকে উদ্ভূত/ নির্গত / শাখা/ উপদল হতে পারবে না, যদিও উক্ত ৩টি শর্ত, সিফাত ও সূরাত সব ঠিক থাকে। কেননা, শাখা সম্পর্কে রাসুল (সঃ) জাহান্নামী ঘোষনা করেছেন আর আমার আল্লাহ নিষেধ ক'রেছেন।

৫। আশাব্যঞ্জক সাফল্য ও স্ব স্ব আমীরের পরামর্শ প্রয়োজন।

জিহাদ ঃ সব রাজনীতি জিহাদ নয়, কিন্তু সব জিহাদ রাজনীতি। আর জিহাদ ইসলামী বাগিচার একটা বিশেষ পুষ্প মাত্র।

রাজনীতি না করলে, জিহাদ করা হলো না, এ ধারনা অজ্ঞতাপ্রসূত। জিহাদের প্রকৃত ও ব্যাপক অর্থে তাবলীগ স্বয়ং একটা জিহাদ। 'কুরআনের তাবলীগ করা বড় জিহাদ।' [৭০]

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِن ارَّبِّكَ

অর্থাৎ - হে রাসুল (সঃ) তাবলীগ কর, যা তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার কাছে নাজিল হয়েছে তার। [৭০খ] অর্থাৎ কুরআনের।

এছাড়াও জিহাদ ফরজে কিফায়া [৭১] বিধায় অন্তরায় কোথায়?

আল্লাহতায়ালা জিহাদের তথা ইসলামী রাজনীতির দায়মুক্ত করে স্বতন্ত্রভাবে শুধুমাত্র তাবলীগ করার আদেশ দিয়েছেন ঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ – العِمْرَان اية ١٠٤

অর্থাৎ - তোমাদের মধ্যে থেকে এমন একটা পৃথক দল গঠন করো যাদের মূল দায়িত্ব হবে মঙ্গলের দিকে দাওয়াত দেয়া। [৭২]

এ আয়াতে আল্লাহপাক স্বতন্ত্রদেরকে শুধুমাত্র দাওয়াতে তাবলীগের দায়িত্ব দিয়ে অন্যান্য সকল দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দিয়েছেন।

হযরত থানভী (রঃ) লেখেন তাবলীগের কাজে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া উচিত। কেননা, আমরে বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার দ্বারা তাবলীগই উদ্দেশ্য। [৭৩ক]

পক্ষান্তরে, রাজনীতি সম্পর্কে বলেন ঃ মনে রেখ, রাজনীতি উদ্দেশ্য নয়, বরং আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি। [৭৩খ)]

یاد رکھو! سلطنت مقصود بالذات نہیں، بلکہ
اصلمقصود رضاۓ حق ہے

জিহাদ না করেও তাবলীগীরা জান্নাতী ঃ

فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً ط وَكُلًّا وَّعَدَاللهُ الْحُسْنٰى

অর্থাৎ যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদের পদ-মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন যারা ঘরে বসে আছে তাদের তুলনায় এবং সকলের সাথেই আল্লাহ মঙ্গলের ওয়াদা করেছেন। [৭৪]

উক্ত আয়াতের তাফসীর ঃ

যারা জিহাদ ছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত থাকেন তাঁদেরকেও আশ্বস্ত করা হয়েছে অর্থাৎ জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِى قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ص مَنْ اٰمَنَ بِـــالله وَبِرَسُوْله وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَــى الله اَنْ يَّدْ خِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ الله اَوْ جَلَسَ اَرْضِه اَلَّتِــىْ وُلِدَ فِيْهَا - كِتَابُ الجِهَادِ، ص ٣٩١

অর্থাৎ ঃ যে আল্লাহ ও তার রাসুলের উপর ঈমান এনেছে, নামাজ আদায় করেছে, রমজানের রোজা রেখেছে, আল্লাহতায়ালা তার জন্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন যে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন-সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করুক অথবা জন্মভুমিতেই অবস্থান করুক।[৭৬]

পরিশেষে বলা যায়, সপ্ত মহাদেশ বিস্তৃত এ নবুওয়াতী কাজের উসুল অনুযায়ী আমীর বা শুরার পূর্ণ আনুগত্য রেখে নুন্যতম ৫ কাজ আমরণ অব্যাহত রাখেন তাহলে উক্ত আল্লাহর ঘোষনায় ও নবীর স্বচ্ছ ভাষায় শুধু নির্দোষ নয়, জান্নাত দেয়ার ওয়াদা রয়েছে বরং বিনা হিসেবে জান্নাত দেবার সুসংবাদও দিয়েছেন। 'তাবলীগ' জান্নাতের রাজপথ।

দুটো শব্দ স্মরণার্হ, উদ্দেশ্য ও উপায় । ইসলামের উদ্দেশ্য একামাতে দ্বীন, আর রাজনীতি হচ্ছে তার উপায়। 'উপায়'কে উদ্দেশ্য ভাবা বড় অজ্ঞতার কথা! উপায়কে উদ্দেশ্য ভাবা গাড়ীকে বাড়ী ভাবার বোকামী নয় কি? হায় গাড়ীর আশায় গোটা জীবনটাই তোমার স্টেশানে কাটিয়ে দেবে কি?

রাজত্ব ও রাজনীতির মধ্যে ধর্মনীতি আদৌ ঢুকবেনা এ ধারনা যেমন ভুল তেমনি রাজনীতিকে ধর্মের মূল উদ্দেশ্য ভাবাও তদাপেক্ষা মারাত্মক ভুল। প্রকৃতপক্ষে ধর্মের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, খোদার সাথে বান্দার সম্পর্ক (تَعَلُّقُ مَعَ الله) গড়ে তোলা। তা বিকশিত হয় ইবাদত ও আনুগত্যের দ্বারা। রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এ উদ্দেশ্য অর্জনেরই একটা উপায় বিশেষ, তা না উদ্দেশ্যের বিকাশ, না একামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্য তার ওপর নির্ভরশীল।

সুতরাং, ইসলাম সেই রাজনীতি ও ক্ষমতা চায় যা উদ্দেশ্যের সহযোগী হয়, তার বিপরীত যে রাজনীতি-এ উদ্দেশ্য পুরনের পরিবর্তে আসল উদ্দেশ্যের মধ্যে রক্ত সৃষ্টি করে, ক্ষতবিক্ষত, তা ইসলামী রাজনীতি নয়, যদিও তার নাম রাখা হয় ইসলামী................!

কুরআনে 'তাবলীগ' ও 'রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করা'র প্রত্যক্ষ আদেশ আছে কি?

উত্তর ঃ

তাবলীগ করার প্রত্যক্ষ আদেশ আছে কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের প্রত্যক্ষ আদেশ নেই, আছে দানের ইশারা ও শর্ত।

সুতরাং, সিংহাসন হাসিলের নয়, প্রাপ্তির। প্রাপ্তির জন্যে প্রয়োজন শর্ত পুর্তির। পুর্তির নিমিত্তে প্রয়োজন প্রচারনা বা তাবলীগ। তাবলীগ করার প্রত্যক্ষ আদেশ এ আয়াতেও আছে।

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ الرَّبِّكَ

অবিকল অর্থ ঃ হে রাসুল (সঃ) তাবলীগ কর তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা কিছু নাজিল করা হয়েছে তার।[৭৮] 'بَلِّغْ' শব্দের অর্থ "তাবলীগ কর"-এ আদেশমূলক শব্দটা বাবে তাফয়ীলের মাযদার থেকে উদ্ভূত। "তাবলীগ কর" শব্দটা কুরআনেরই শব্দ।

اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَــدًا اِلَّا الله وَكَفٰى بِالله حَسِيْبًا ۰ الاَحْزَاب اية ٣٩

অর্থাৎ ঃ যারা আল্লাহর রেসালাতের তাবলীগ করবে, তাঁকে ভয় করবে আর একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে ভয় করবে না এবং তাদের হিসেব নেবার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। ৭৮

কুরআনে তাবলীগ সম্পর্কে ৬০টি আয়াত আছে ।[৭৯]

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰــوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَـــنِ الْمُنْكَــرِ ط وَلله عَاقِبَـــةُ الْاُمُوْرِ ۰ الحج، اٰية ٤١

[illegible] লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি সামর্থ দান করলে তারা নামাজ [illegible] যাকাত দেবে এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে।[৮০]

এ আয়াত সাহাবা কিরামের চরম আনুগত্যতার ও বিশ্বস্ততার বহিঃপ্রকাশ কিন্তু রাষ্ট্র কায়েমের আদেশ নয়।

প্রশ্ন নং- ১৮

কুরআনের তাফসীরী মাজলিসে না বসা কুরআনের প্রতি অবজ্ঞা নয় কি?

উত্তর ঃ

অবজ্ঞার নিয়তে না বসা অবজ্ঞা, কারণ বশতঃ অবজ্ঞা নয় বরং কখনও অবৈধও হয়। সুতরাং বৈধ তাফসীরী মাজলিসে বসা বৈধ, আর অবৈধ তাফসীরে বসাও অবৈধ।

"মনগড়া তাফসীরকারীদের মাজলিসে বসা জায়েজ নয়। যারা কুরআন পাকের দরস ও তাফসীরের মধ্যে সালফে-সালেহীনের অনুসরণ করে না, তাঁদের তাফসীরের বিপরীত নিজেদের মনগড়া ও কল্পনা প্রসুত ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা প্রদান করে, তাদের দরস বা তাফসীরের মাজলিসে বসা, কুরআনের স্পষ্ট বর্ণনা অনুসারে নাজায়েজ ও গুনাহ। [৮১]

কোনও সময় ভুলক্রমে বা না জানার কারনে যদি কেউ এমন অবাঞ্চিত কোন মাজলিসে উপস্থিত হয়, তবে মনে পড়া বা বুঝতে পারা মাত্রই তৎক্ষনাৎ উক্ত মজলিস থেকে সরে যাওয়া একান্ত কর্তব্য। অন্যথায়, চরম অন্যায় ও অপরাধ হবে । [৮২]

"তাদের মাজলিসে বসা বা যোগদান করা মুসলমানদের জন্য হারাম।" [৮৩]

বাতিলপন্থীদের মাজলিসে উপস্থিতি ....ও তাদের কুফরী চিন্তাধারার প্রতি সম্মতি ও সন্তুষ্টি সহকারে যোগদান করাটা মারাত্মক অপরাধ ও কুফরী। [৮৪]

উল্লেখিত মতামতের স্বপক্ষে নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ও সমর্থন ব্যক্ত করছে ঃ

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ٠

الانعام اية ٦٨

অর্থাৎ ঃ যারা আমার আয়াত থেকে ছিদ্রান্বেষণ করে তাদের কাছ থেকে সরে যাও যদি শয়তান ভুলিয়ে দেয় স্বরণ হবার পর জালেমদের সাথে আর বসোনা। [৮৫]

অন্যত্র,

اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ط النساء ١٤٠

অর্থাৎ যখন আল্লাহ তায়ালার আয়াত সমূহের প্রতি অস্বীকৃতি ও বিদ্রুপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে তাদের মাজলিসে বসবে না, তা হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। [৮৬]

প্রশ্ন নং- ১৯

আক্বীদার খেলাফ অথবা বাতিল পন্থীদের বই পুস্তক পড়া জায়েজ আছে কি?

উত্তর ঃ

এর জাওয়াব ১৮ নং প্রশ্নেই নিহিত আক্বীদার খেলাফ/ বাতিলপন্থীদের ভাবধারা অধ্যয়ন করাও সাধারন লোকদের ভ্রষ্টতার কারণ বিধায় তা নাজায়েজ। হ্যাঁ, দক্ষ ওলামায়ে কিরামগনের জন্য স্বতন্ত্র ব্যাপার। [৮৭]

প্রশ্ন নং- ২০

সূরায়ে ফাতিহা কুরআনের অন্তর্ভূক্ত? - না বহির্ভূত! একে হাদীসে কুরআনের ভুমিকা বলা হয়েছে। আর ভুমিকা তো বইয়ের বহির্ভূতই হয়ে থাকে। তাই নয় কি?

উত্তর ঃ

অবশ্যই কুরআনের অন্তর্ভূক্ত। বরং সমস্ত আসমানী কিতাব ও গোটা কুরআনের মধ্যে সর্বোত্তম সূরা হিসেবে নবীর (সঃ) ঘোষনা রয়েছে। বহির্ভূত বিশ্বাসে ঈমান থাকবে না সাথে সাথে কাফের হয়ে যাবে।

বইয়ের জ্ঞানে কুরআন ধরা সাপুড়ে না হয়ে সাপধরাই বৈ কি।

তাইতো কোন কোন আসরে দেখা যায় ঢের মুসল্লী, মু'মিন নেই একটাও। ইঞ্জিনীয়ারিং জ্ঞানে গলব্লাডার অপারেশানে রোগী বাঁচে কি?

বইয়ের ভুমিকা বইয়ের বহির্ভূত হলেও কুরআনের ভুমিকা অন্তর্ভূক্ত। কেননা, কুরআন-রচনার নীতি কি বই লেখার নীতির অধীন? নায়ুজু বিল্লাহ। হায়রে জ্ঞান! এ জ্ঞানই অজ্ঞানের মূল, অজ্ঞতাই ধ্বংসের মূল।

ফাতিহার অনেক নাম আছে। যেমনঃ উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব, কুরআনে আযীম, ফাতিহাতুল কিতাব ইত্যাদি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ সুরা যে কুরআনের অন্তর্ভূক্ত তা এ নামেও প্রমাণিত হচ্ছে। এছাড়াও হাদীসের দলীল রয়েছে, বোখারীর দলীল রয়েছে-রয়েছে কুরআনের দলীলও।

হাদীসের দলীল ঃ

ক- বোখারী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল (সঃ) এরশাদ করেছেন, সমগ্র কুরআনে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সুরা হচ্ছে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ [৮৮]

খ- ''সুরা ফাতিহা সমগ্র কুরআনের মূল অংশ।''[৮৯]

গ- হযরাত আবু যাঈদ বিণ মুয়াল্লা (রাঃ) বলেন যে, একদিন নবী (সাঃ) আমাকে ডেকে বল্লেন ঃ

'সমগ্র কুরআনের মধ্যে সবচেয়ে মহান সূরা কোন্‌টি -- তা তোমাকে জানায়ে দোবো কি?' -- জানতে চাইলে তিনি বলেন ঃ

' আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন ----

যে মহান কুরআন বিশেষ ৭টা (আয়াত) বার বার পঠিত হয় - তা আমাকে দান করা হয়েছে।''

قَالَالنَّبِىُّ ص اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ هِىَ سَبْعُ الْمَثَانِىْ وَ الْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ الَّذِىْ اُوْتِيْتُهٗ ، كتابُ التَّفْسِيرِ ج٢ صــــ ٦٤٢

কুরআনের দলীল ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ٠

অর্থাৎ ঃ আমি আপনাকে অবশ্যই দিয়েছি ৭টা বারবার পঠিতব্য মহান কুরআন বিশেষ।[৯১]

এখানে 'ওয়াও' এর অর্থ 'বিশেষ'।[৯২] বুখারীতে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসুল (সঃ) বলেছেন যে, এই ৭টা আয়াত এবং মহান কুরআনের লক্ষ্য হচ্ছে, ''সূরায়ে ফাতিহা।''[৯২ক]

হযরত আবু সাইদ বিন মুয়াল্লা (রাঃ), হযরত ইবনে কায়াব (রাঃ) প্রমূখ থেকে বোখারী, মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক (রঃ) ইত্যাদিতে মারফুয়ান সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে, কুরআনে আজীম/মহান কুরআনের সর্ব প্রথম লক্ষ্য উম্মুল কিতাব/উম্মুল কুরআন/সূরায়ে ফাতিহা। এ অভিন্ন আদর্শেরই প্রবক্তা ছিলেন হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), ইবনে মাসউদ ও আব্বাস (রাঃ;হুমা) ইব্রাহিম নাখয়ী (রহঃ), আব্দুল্লাহ বিন ওবাঈদ (রহঃ), হযরত হাসান বসরী রহঃ, মুজাহিদ রহঃ, হযরত কাতাদাহ রহঃ, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহঃ, ইবনে কাছির রহঃ প্রমূখ ওলামায়ে রাছেখীনও।[৯৩]

অতএব, উক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, সুরায়ে ফাতিহা অবশ্যই কুরআনের অংশ।

প্রশ্ন নং ২১

আমরা কোন দলে যোগ দেবো?

উত্তর ঃ

[illegible] চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আজ দিশেহারা হয়ে গেছে চিন্তাশীল সমাজ। কোন পথে যাবো? এর জবাব [illegible] আল্লাহপাক দিয়েছেন সূরা ইয়াসীনে। প্রত্যেক জিনিষের একটা দীল থাকে। সূরা ইয়াসীনের দীল হচ্ছে ''দাওয়াত''। এখানে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

اِتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ٠

অর্থাৎ : তোমরা সেই দলে যোগদান কর যারা জাগৎব্যাপী দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে বেড়ায় অথচ কোনও বিনিময় চায় না এবং তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত।[৯৪]

ভাবার্থ : যে দল বিনা পারিশ্রমিকে জগদ্ব্যাপী দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে বেড়াচ্ছে সেই দলে যোগ দেবার আদেশ দিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা।

প্রশ্ন নং- ২২

৫ কাজ কুরআনের কোথাও নেই, অথচ আপনারা ৫ কাজকেই তাবলীগের আসল কাজ বলছেন ! এখন, এটা বেদ্‌য়াত? - না হেদায়াত ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, - এটা হেদায়াত। ৫ কাজের মধ্যে হেদায়াত নিহিত আছে। পাঁচ কাজ মূলত মসজিদ আবাদেরই কাজ। যারা মসজিদ আবাদ ক'রবে আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে শীঘ্রই হেদায়ত [illegible] বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এবার পড়ুন তার প্রসাঙ্গিক আয়াত ঃ

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ قف فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ — التوبة-١٨

অর্থাৎ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর মসজিদকে তারাই আবদ করতে পারে --- যারা আল্লাহ এবং আখেরাতকে বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে আর একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পায় না, সুতরাং, শীঘ্রই তারা হেদায়েতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।

মসজিদ আবাদের মুল কাজ হচ্ছে দুটো ঃ ১) বেনামাজীকে নামাজের জন্য দাওয়াত দেয়া। ২) তাঁদেরকে দ্বীন শেখাবার ব্যবস্থা করা । বাকী মাশওয়ারা, ৩দিন ও তদারকী সব তার ভিত্তি-সহযোগী।

মূলের ভিত্তিও মুল/ ফরজের ভিত্তিও ফরজ।

অতএব, ৫ কাজ বিদয়াত নয়; ভাই, হেদোয়াত ।

তাবলীগের ক্রমবিকাশ

মহানবী (দঃ) মক্কায় ৬১০ খৃষ্টাব্দে তাবলীগ শুরু করেন। ৯৫ মক্কী, মাদানী, এমন কি ইন্তেকাল পর্যন্ত তাঁর ২৩ টা বছর গোটা নবুয়াতী জিন্দেগীর প্রথম ও প্রধাণ ব্রত ছিল তাবলীগ। তাবারী (রঃ) বলেন যে, শেষ সময়ে তাঁর সবচেয়ে বেশী ভাবনার বিষয় ছিল- 'মানবজাতীর কাছে তাবলীগের জামায়াত প্রেরণ করা।'[৯৭]

খুসুসী গাশ্ত। হযরাত আবু বকর, আলী ও রাসূল (দঃ) স্বয়ং হজ্জের মৌসুমে ওকাজ, মুজন্না ও জুল মাযারের হাটে কালেমা ফেরী করছেন । ক্লান্ত, শ্রান্ত, লাঞ্ছিত ও তৃষিত হিয়া। তাওহীদের সুরমাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে আকাবার ৬ জন ঃ ১) হযরাত আসয়াদ ২) হযরাত আওফ বিন হারিস ৩) হযরাত রাফি বিন মালিক ৪) হযরাত কুৎবাহ বিন আমীর ৫) হযরাত উকবাহ বিন আমীর ৬) হযরাত জাবির বিন আবদিল্লাহ রাহঃ হুম।[৯৮] শাশ্বত বাণীর তাবলীগ বুঝালেন তাঁদের। তাওহীদ-নূরে পাল্টে গেল তৎক্ষনাৎ তাঁদের হৃদয়। কবুল করলেন ইসলাম। সময় যায় সময়ের গতীতে। তাঁরাও ভাবেন স্রষ্টার এ সত্যকে সবার কাছে পৌঁছুতে হবে। নিদ্রিতের জাগাবার দায়িত্ব জাগ্রতের। মানুষকে মানুষের জন্যেই করা হয়েছে নির্বাচিত। রাসূল (দঃ)- এ নব সাহাবাদের নিজ এলাকায় (মদীনায়) তাওহীদের তাবলীগ করার আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। দাওয়াত দিয়ে 'দাঈ' বানালেন। সুচীত হলো চাষ । অন্যান্য সকল নবীর (আঃ) বৈশিষ্ট্যই আবেদ বানানো, আর এ নবী ও উম্মতের বৈশিষ্ট্য দাঈ বানানো। এ ৬ জন সাহাবার (রাঃ) দাওয়াতের ফসল হচ্ছে আরো ৬ জনকে[৯৯] পরবর্তী বছর আকাবায় নিয়ে এলেন। তাঁরাও কবুল করলেন, চুক্তি হলো- যদিও আলো থেকে আলো ছড়ায়, -তবুও । এ চুক্তি সার্বিক সহযোগিতার চুক্তি; শুধু প্রতিরক্ষার নয়।[১০০] ---এ চুক্তি মদীনার ক্ষেত্র প্রস্তুতি। জীবন-যৌবন সর্বস্বের বিনিময়। দল নেতা আসয়াদের আবেদনে মুছায়াব (রাঃ) কে পাঠালেন মদীনায়। উঠলেন তাঁরই বাড়িতে। মদীনায় এ ব্যক্তিই প্রথম করেন নুসরাত। তৃতীয় বছরে আবার ৭২ জন মক্কায়।[১০১] চূড়ান্ত চুক্তি হলো আকাবায় (আকাবার ২য় শফথ) হুজুর (দঃ) এঁর হেদায়েত নিয়ে তাঁরা মদীনায় ফিরে দাওয়াতে তাবলীগের কাজে গভীর ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। জান-তোড় মেহনাত করতে থাকেন। -এ ৭২ প্রাণের ফিকির এক হওয়ায় আল্লাহপাক মদীনায় প্রায় অর্ধেককে ইসলামের সু-শীতল ছায়ায় দিলেন আশ্রয় । এ কৃতিত্বের দাবীদার হযরত মুসয়াব (রাঃ)। তিনি ছিলেন রাসূল কর্তৃক মক্কা থেকে মদীনায় ৬২২ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে তাবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরিত প্রথম ব্যক্তি।[১০২] সুতরাং, প্রথম মদীনা আবাদের মূল কৃতিত্ব তাঁর।

মদীনার প্রসাশন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মদীনাকেই ইসলাম প্রতিষ্ঠার উৎস মনে করা হয় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়। মূলত; মক্কার তাবলীগই তার উৎস স্থল; মদীনা বিকাশ স্থল। তাহলে মক্কী জীবনকে ব্যর্থ বলা যায় কি? স্বরণার্হ যে, তাঁর কোন জীবনই ব্যর্থ নয়।

হুজুর (দঃ) মক্কায় হাজ্জ ও বাণিজ্যোপলক্ষে দূরদূরান্তের আগুন্তুকদের দাওয়াত দিয়ে কালেমার শাশ্বত বাণী আরবের সকল দেশে পৌঁছে দিয়েছিলেন। প্রথমে মদীনায়, অতঃপর আরবের পশ্চিমাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল, উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চল সর্বত্রই। নমুনা স্বরূপ কয়েকটার বিবৃতি দেখবেন কি ?

রাসূল (দঃ) তাবলীগ সূচনার ৫ বছর পরে তথা ৬১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ''দ্বারে আরকামে'' অবস্থান কালে কালেমার দাওয়াত কবুল করে যাঁরা মক্কার বাইরে দিগন্ত পেরিয়ে আরবের প্রান্তরে প্রান্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন, সেই অমর মহা মনীষীগণের কয়েকটা মাত্র নাম নীচে প্রদত্ত হচ্ছেঃ

১। হযরাত আসয়াদ বিন যুরারাহ রাঃ (মদীনা)

২। হযরাত আমর বিন মুর্‌রাহ্ রাঃ (পশ্চিম আরব)

৩। হযরাত নূমান বিন মুকার্‌রিন রাঃ (পশ্চিম আরব)

৪। হযরাত যামাদ বিন সালাবাহ্ রাঃ (পশ্চিম আরব)

৫। হযরাত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাঃ (আরবের পূর্বাঞ্চল)

৬। হযরাত আমর বিন আবাসাহ রাঃ (আরবের পূর্বাঞ্চল)

৭। হযরাত মাসউদ বিন রিবী রাঃ (আরবের পূর্বাঞ্চল)

৮। হযরাত মাসউদ বিন আমরুল ক্বারী রাঃ (আরবের পূর্বাঞ্চল)

৯। হযরাত আবু বুরদাহ রাঃ (আরবের উত্তরাঞ্চল)

১০। হযরাত বনু হারিসাহ রাঃ (আরবের উত্তরাঞ্চল)

১১। হযরাত নূয়াঈম বিন আশয়ারী রাঃ (আরবের উত্তরাঞ্চল)।

মক্কার আগুন্তুক -এ মহামানবগণ দাওয়াতে তাবলীগ কবুল করে সবাই দাঈ বনে করেন প্রত্যাবর্তন। এ মহামানবগনই দাওয়াতে তাবলীগের মাধ্যমে আরবের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন গোত্রের হাজার হাজার মানুষকে ইসলামে দীক্ষা দিয়েছেন ও তাশকীল করেছেন, করেছেন উসূল মদীনায়। পূর্ণতা দিয়েছেন দায়িত্ব পালণের তৎপরতায়। আরবের সকল দেশের অধিকাংশই যখন মদীনামূখী তখন অটোমেটিক ভাবেই সরকার অবকাঠামো গঠিত হল। প্রতিষ্ঠিত হলো বিশাল সাম্রাজ্য। সুতরাং, রাজত্ব হাসিলের নয়; প্রাপ্তির। তাই নবীর (দঃ) মক্কী জিন্দেগী ব্যর্থ নয়; ভিত্তি। তাঁর মক্কার নেটওয়ার্কের জাল শুধু আরব বিশ্ব নয়, সমগ্র বিশ্বকে ব্যপৃত করেছে, আজও তা রয়েছে অব্যাহত।

এ পর্যন্ত তিনি ছিলেন মক্কায়, এবার মদীনায় করলেন হিজরাত।

নবী (দঃ) এঁর মাদানী জিন্দেগীর তাবলীগ

আমার নবী মুহাম্মদ (দঃ) ৬২২ খৃষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বার মদীনায় হিজরাত করেন। মক্কার চেয়ে মদীনায় আরো উদ্দম উদ্দ্যোগে তাবলীগের গতিপ্রবাহ অব্যাহত রাখেন। এখন তৌহিদ ও রেসালাতের বীজবপন করতে লাগলেন মদীনার উর্বব গণ-মনমাঠে। তাবলীগের নবুয়তীভার মাথায় নিয়ে অদম্য গতিতে ছুটছেন, ছুটছেন তো ছুটছেনই ---পথে বাধার আগাছা, হাতের অসি দিয়ে কেটে সাফ করে অবিরাম গতিতে ছুটেই চলেছেন। তাবলীগের সাথে চলছে জিহাদও। উভয়ে প্যারালাল। মাদানী জীবনে তিনি ৪ শ্রেণীর অভিযান চালিয়েছেন। প্রত্যেক শ্রেণীর গুঢ় উদ্দেশ্য কলেমার সমুন্নত করণ ঃ

১। কেবল তাবলীগী অভিযান। যেমন ঃ হামাদানে হযরাত আলী (রাঃ)

২। কেবল যুদ্ধাভিযান। যেমন, তাবুক

৩। তাবলীগীচ্ছু মনে অনভিপ্রেত যুদ্ধ। যেমন, বীরে মাউন ও রাজী।

৪। যে মনে দাওয়াত, সে মনে যুদ্ধ। যথা, ওদ্দান।

হিজরাতের ১ম বছরেই গজওয়ায়ে আবওয়া, বাওয়াত ও উসায়রা অভিযান যথাক্রমে ৬০, ২০০ ও প্রায় ২০০ সাহাবার সমভিবাহারে জিহাদে রওনা দেন, কিন্তু যুদ্ধ হয়নি।[১০৩] যুদ্ধহীন জিহাদ। যে সমস্ত জিহাদে তিনি স্বয়ং নেতৃত্ব দিয়েছেন তার সংখ্যা বুখারীর[১০৪] মতে ১৯ মতান্তরে ২১/২৪/২৭ টার মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে ৯টায়।[১০৫] আর এ তালিকায় নবীর স্ব-হস্ত নির্গত তাবলীগ জামায়াতের সংখ্যা ১২৪টা (প্রায়)। -এ সংখ্যা, অসংখ্যের শো-কেস্ স্বরুপ। আর শো-কেস্ আসলেরই অনুরুপ নয় কি? নীচে স্বয়ং নবীর মাদানী জিন্দেগীর স্বহস্তে প্রেরিত তাবলীগ জামায়াতের প্রমাণ স্বরুপ কয়েকটা পেশ করা হচ্ছে ঃ

১। হযরাত আবুযর গিফারী রাঃ (জিম্মাদার) ঃ

হযরাত আসয়াদ (রাঃ) তাঁর আকাবার মুসয়াবসহ ১২ জন সাথী ও হযরাত মুসয়াব (রাঃ) সহ মোট তের জন একত্রে মক্কার দাওয়াতী তরংগে তরংগায়িত করেন গোটা মদীনাকে। এরই ফলশ্রুতিতে প্রায় অর্ধেক মদীনাবাসী আগেই ইসলাম কবুল করে।[১০৬] আর বাকী অর্ধেক মদীনায় নবীর উপস্থিতির পরে হযরাত আবুযর গিফারীর দাওয়াত ক্রমে নবীর কাছে এসে কবুল করে।[১০৭]

২। হযরাত আমর বিন মুরবাহ রাঃ (আমীর) ঃ

আল্লাহর রাসুল (দঃ) তাঁদের ৫ জনকে আরবের পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল জুহায়না গোত্রে তথা মিশরে তাবলীগের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। ২১ জনকে ঈমানে অনুপ্রাণিত করে আনেন।[১০৮]

৩। হযরাত নুমান বিন মুকাররীন রাঃ (আমীর) ঃ

ইনিও অনুরুপ দায়িত্বে মিশরের হাজার হাজার খৃষ্টানকে মুসলমান করেন। ৫ম হিঃ, রজব/৬২৫ খৃষ্টাব্দ, ডিসেম্বর ৪০০ জনের এক বিরাট জামায়াত উসূল করে মদীনায় নবীজীর সমীপে হাজির করেন।[১০৯]

৪। হযরাত যামাদ বিন সালাবাহ রাঃ (জিম্মাদার) ঃ

তিনি তাঁর অব্যাহত মেহনাত-মোজাহাদায় ১০ম হিঃ/৬৩১ খৃঃ জানুয়ারীতে মুযায়নার ৮০% মানুষকে ঈমানের রসাস্বাদন করায়ে কৃতার্থ হন।[১১০]

৫। জাতীয় কবি তুফায়ল বিন আমর রাঃ

২ জনের জামায়াত। ৭ম হিঃ, ৬২৮ খৃঃ, ৭০/৮০ জনকে নবীর হাতে নগদ অর্পণ করেন।

উল্লেখিত জামায়াত সমূহ পশ্চিম আরবে প্রেরিত হয়েছিল।[১১১]

৬। হযরাত আল আলা ইবনুল হাজরামী রাঃ (আমীর) ঃ

-এ জামাত পারস্য ভুক্ত বাহ্‌রাইন রাজ্যে তাবলীগের জন্যেই প্রেরিত হয়। শাসক মুনজির ও অন্যান্য ১৫০ জন নগদ আনতে সক্ষম হন।[১১২]

৭। হযরাত আমর ইবনুল আস আস-সাহ্‌মী রাঃ (আমীর)

৮ম হিজরী, রমজান ৬৩০ খৃঃ আবু যায়দল সহ ইয়ামানে প্রেরিত হন।[১১৩]

৮। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাঃ (আমীর) ঃ

৩০০ জনের বিরাট জামায়াত সহকারে। যাজীমাহ (৮ম হিঃ/ ৬৩০ খৃঃ, জানুয়ারী) ও বনু হারিসাহ গোত্র, ইয়ামানে শুধু তাবলীগের জন্যেই নির্দেশিত হন। কয়েক হাজারকে উদ্বোধিত করতে ও উসূল করতে সক্ষম হন।[১১৪]

৯। হযরাত খালিদ ও আলী রাঃ (আমীর) ঃ

উভয়ের আমীরত্বে ইয়ামানে সালের জামায়াত প্রায় অব্যাহত থাকে। হযরত আলী রাঃ (৮ জনের জামাত) এ সফর সমাপ্তি করেন বিদায় হজ্জের পরে।[১১৫] খালিদ রঃ ৪০০ জনের বিরাট জামায়াত নিয়ে ৬৩১ খ্রিষ্টাব্দের জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬ মাসের জামায়াতে বের হন। আর আলী রঃ ৮জনকে নিয়ে ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ৪ মাস ও তদূর্দ্ধ সময় সফর করেন। সমাপ্ত হয় বিদায় হজ্জের পরে।

রোখঃ ইয়ামানের 'নাজরান থেকে হামাদান।

১০। হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (দঃ)

স্বয়ং আলফুর থেকে বাহরাইন এ সুদীর্ঘ পথ কুরআনের তাবলীগ করতে করতে এগিয়ে চলেন। ইবনে সায়াদ বলেন- এ জামায়াত ছিল ৬০ দিনের। স্বয়ং রাসূল (দঃ) ছিলেন আমীর।[১১৬]

রাসূল (দঃ) মাদানী জীবনে বিভিন্ন সময় ও সংখ্যার অসংখ্য সাহাবার জামায়াত গঠন করে আরব উপদ্বীপের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকল এলাকায় প্রেরণ করতেন।[১১৭]

কর আদায়ে নিয়োজিত ব্যক্তি, আঞ্চলিক আমীর ও রাষ্ট্রদূত, প্রাদেশিক গভর্ণর ও গভর্ণর- জেনারেলগণকেও লিখিত ও মৌখিক দায়িত্ব দিতেন তাবলীগ ও তালিমের।[১১৮]

নিজ এলাকায় প্রাত্যহিক ও সাপ্তাহিক দাওয়াতে তাবলীগের (৫) কাজ করতে বাধ্য থাকতেন। পার্শ্ববর্তী এলাকায় করতেন দ্বিতীয় গাশ্তের ফিকির। তাবারী রঃ লিখেছেন হযরাত মায়াজ বিন জাবাল রাঃ সমগ্র দক্ষিণ এলাকার গভর্ণর জেনারেল হওয়া সত্ত্বেও অপর বিভাগে যেয়ে গাশ্ত করতেন। নবী (দঃ) এদের সবাইকে মুবাল্লিগ হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন বলে পৃথিবী প্রসিদ্ধ সূত্র-গ্রন্থ উস্‌দ জানাচ্ছে।[১১৯]

মদীনার বিশাল সাম্রাজ্য তাঁর পরিকল্পিত নয় বরং হিজরাত ও নুসরাতের সঙ্গম-প্রসূত সন্তান।

-এ ভাবে তাঁর মাদানী জিন্দেগীর সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত অসংখ্য মানুষকে একক ভাবে, জামায়াত বদ্ধভাবে ও পত্র-মারফত আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করে থাকতেন (উসদূল গাবা ও ফতূহুল বুলদানে তাঁদের নাম পাবেন)।

অতঃপর, তাঁর ইন্তেকালের পর এ তাবলীগ-তরংগ আরব সাগরেই সীমিত থাকেনি বরং সমগ্র বিশ্বের জনসমূদ্রে করে বিস্তার। এ্যামেরিকা, রাশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কলম্বাসের বহু পূর্বেই তাঁরা এ্যামেরিকা আবিষ্কার করেন। তারো পূর্বে সেনাপতি মুসা সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। এ জামায়াত তুর্কীস্তানেরও করে ত্বরান্নয়ন। অপর দিকে ইউরোপে জিয়াদের ছেলে তারিক সেনাপতি রডারিককে পরাজিত করে স্পেন বিজিত হন। তারও পূর্বে ও পারস্য বিজয়ের পরে পাক-ভারত উপমহাদেশের দিকে ২৩হিঃ, ৪২-৪৩ খ্রিষ্টাব্দের দিকে হযরাত ওমর রাঃ করেন নয়ন উম্মীলন।

উপমহাদেশে ওমরী জামায়াত ঃ[১২০] (সিংহাসনারোহনঃ১৩ হিঃ / ৬৩৪খৃঃ)

হযরাত ওমর ফারুকের (রাঃ) নিযুক্ত বাহ্‌রাইনের যুবরাজ সাহাবী হযরাত উসমান বিন আবুল আস আস-সাক্বাফী (রাঃ) তাঁর অনুজ হযরাত হাকাম ও মুগীরার নেতৃত্বে ৬৪৫/৪৬ খৃঃ সিন্দু প্রদেশে ২টো জামায়াত প্রেরণ করেন। তাঁদের নাম ঃ

১। হযরাত হাকাম বিন আবুল আস আস্ -সাক্বাফী রাঃ (আমীর)

২। হযরাত আব্দুল্লাহ ইবনে আবুল ওতমান রাঃ

৩। হযরাত আশইয়াম বিন আমর আততমীমী রাঃ

৪। হযরাত সুহাইল ইবনে আদী (রাঃ)

৫। হযরাত সুহাব ইবনে আল আরদী রাঃ।

রোখ ঃ বুরুচ-সিন্ধু-ভারত।

আমীর ঃ হযরাত হাকাম বিন আবুল আস্ আস-সাক্বাফী (রাঃ)।

অপর জামায়াত হযরাত মুগীরা বিন আবুল আস্ আস-সাক্বাফীর আমীরত্বে ৪৬/৪৭ খৃঃ সিন্ধুর, 'দায়বাল' শহরে প্রেরিত হয়।

--- এ জামায়াতদ্বয়ই উপমহাদেশে প্রথম তাবলীগী বীজ বপন, বসতি স্থাপন ও মসজিদ মাদ্রাসার স্থাপত্য স্থাপনকারী হিসেবে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রসিদ্ধি পেয়েছে।

ওসমানী অভিযান।[১২১] ২৩হিঃ/ ৬৪৪ খৃঃ

হযরাত ওসমান রাঃ এঁর নির্দেশে মাকরান-শাসনকর্তা ওবায়দুল্লাহ বিন মা'মার তামিমী সিন্ধু অভিযানে সিন্ধু নদ পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত করেন।

হায়দারী জামায়াত।[১২২] ৩৫হিঃ/ ৬৫৬ খৃঃ

হযরাত আলীর অনুমোদন ক্রমে হারিস বিন মুররাহর (রাঃ) জামায়াত ৩৯ হিজরী থেকে ৪২ হিজরী/৬৬০-৬৬৩ খৃঃ পর্যন্ত সিন্ধুতে দ্বীনের তাবলীগ ক'রতে ক'রতে আকোস্যাৎ আক্রমনে শাহাদাত বরণ করেন।

এ ভাবে দাওয়াতী গতি অব্যাহত থাকে ও সমগ্র সিন্ধু প্রদেশ আবিস্কৃত হয়। অতঃপর সুলতান মাহমুদ ১০০০ সন থেকে ২৭ বছরে ১৭ বার ভারত- অভিযান চালায়। শিহাবউদ্দীন মোহাম্মদ ঘোরী ১১৭৩ খৃঃ ও ৯২ খৃঃ পাঞ্জাব থেকে এ বাংলাদেশ পর্যন্ত একে একে করতে থাকেন অধিকার ও ইসলাম বিস্তার।[১১২খ]

মুয়াবিয়ার রাঃ অভিযান ঃ[১২৩] ৪১হিঃ/ ৬৬১ খৃঃ

হযরাত মুয়াবিয়া রাঃ কর্তৃক আবদুল্লাহ বিন সারওয়ার আবদী ও সিনান ইবনে সালামাহ্ হুজায়লীর নেতৃত্বে দুই জামায়াত পাঞ্জাবে নির্দেশিত হন। তাঁরা সেখানে তাবলীগের দাওয়াত দিয়ে দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ও ক্ষেত্র প্রস্তত করতে থাকেন। অতঃপর তাবেয়ী মুহাম্মদ বিন আবু সুকরাহর সেনাপতিত্বে দুটো জাহাজ যোগে ১২ হাজার সৈন্যের এক ডিভিসান পাঠায়ে পাঞ্জাবের লাহোরে ও বান্নায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ক'রে প্রত্যাবর্তন করেন।

তাঁরই যুগে ইরাকের গভর্ণর যিয়াদের নির্দেশে সিনান বিন সালামাহর নেতৃত্বে আর এক জামায়াত প্রেরিত হয়। দাওয়াতে তাবলীগের কাজে হিজরাত ক'রে ৫৩ হিজরীতে সিন্ধুর বেলুচিস্তানে তিরোহিত হন।

চীনোভিযান ঃ ১২৪

ওমরী যুগেই আরো এক জামাত আরব থেকে সিন্ধু আববাহিকা হয়ে চট্টগ্রাম বন্দর সফর ক'রে চীনের 'কোয়াংটায়' পৌছান। সেখানে কোয়াংটা বন্দরে 'কোয়াংটা মসজিদ' নির্মাণ করেন। তাবলীগ ক'রতে ক'রতে সেখানেই ঘটে জীবনাবসান। সাহাবা আবী অক্কাসের রওজা মোবারক সেখানেই রয়েছে। তাঁদের মসজিদ ও মাজার আজও তার নীরব সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

পাকিস্তান ও রাশার মাজারও সমসাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রত্নতাত্বিকদের আবিস্কার সেই একই সাক্ষী পেশ ক'চ্ছে।

রংপুরের মসজিদ, লোটা, তাছবীহ্, তাঁদের মাথার খুলীও সাহাবা নাম খোদিত ভূগর্ভস্থ দেয়ালে সেই দাওয়াতেরই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠছে।[১২৫]

বাংলাদেশের সেই দাওয়াতে তাবলীগের প্রথম জামায়াত হচ্ছেঃ[১২৬]

ক) হযরত আবি ওক্কাস রাঃ

খ) হযরত কাস ইবনে হুজরাফা রাঃ

গ) হযরত ওর্ওয়াহ রাঃ

ঘ) হযরত আবুল কায়স ইবনুল হারেসাহ্ রাঃ

বাংলাদেশের ভূ-খন্ডে প্রথম তাবলীগ জামায়াত এটাই। হযরত আবি ওক্কাস রাঃ আমীর ছিলেন। ৬১৭ খ্রীঃ আবিসিনিয়া থেকে বের হন ও ৬২৫ খ্রীঃ/ ৩য় হিজরীতে চীনে পৌছান।

ভারতের মাদ্রাজ প্রদেশের কেরালা রাজ্যের রাজাকে দাওয়াত দিয়ে উসূল করে মক্কায় নবীজীর কাছে পাঠায়ে দেন। সেখানে বেশ কিছু দিন থেকে দ্বীন শিখে দেশে ফেরেন। আর রাজত্ব গ্রহণ করেননি। আজীবন দ্বীনের মেহনাত করতে থাকেন এই জামায়াতই চট্টগ্রাম বন্দরে অবস্থান করেন ও দ্বীনের মেহনাত করতে করতে মেঘনার তীর পর্যন্ত পৌছে যান, তারপর চীনে রওনা দেন।

নীচে রাসূল (দঃ) কর্তৃক মক্কী, মাদানী ও মক্কা-পরবর্তী জীবনে প্রেরিত তাবলীগ জামায়াতের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা উপস্থাপিত হচ্ছে। গতির কারণে তারিখের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হতে পারে, মূল সূত্র-গ্রন্থেও যার প্রথণ গোচরীভূত হতে যাচ্ছে। সুতরাং, সুহৃদয় পাঠকের সঠিক তাত্বিক সংশোধনী-সংযোগ সমাদৃতি পাবে ইনআল্লাহ্।

হযরাত মুহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক মাক্কী জিন্দেগীতে প্রেরিত তাবলীগ জামায়াতের তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	তাবলীগ জামায়াতের আমীরের নাম	রোখ/ গন্তব্য স্থান	সন হিজরী/ খ্রীষ্টাব্দ	মা'মুরের সংখ্যা ও নাম	সূত্র- গ্রন্থের নাম	তাশকীলের সংখ্যা ও গোত্রের নাম	সফর - কাল
১।	মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (দঃ)	মক্কা	৬১০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রথম তাবলীগ শুরু হয়। ৬১০-১৩ খ্রীঃ পর্যন্ত সংগোপনে	একাই, সাথে আল্লাহ	ক. তারীখুর রুসূল ওয়াল মুলুক দারুল মায়ারিফ, কায়রো - ১৯৬১ খন্ড ২, - পৃঃ ৩০৯-১৬ খ. আত তাবাক্বাতুল কুবরা, বৈরুত-১৯৫৭, খন্ড ১, পৃঃ ১৬ গ. Muhammad and the Rise of Islam. P.- 84.	নূন্যতম ৪ জন ক. হযরাত খাদিজা (রাঃ) খ.হযরাত আবু বকর (রাঃ) গ.হযরাত যায়দ বিন হারিসাহ (রা.) ঘ. হযরাত আলী (রাঃ)	*
২।	হযরাত আবু বকর (রাঃ)	মক্কা	৬১০ খ্রীষ্টাব্দ	একাই, সাথে আল্লাহ	ক. তাবারী খ. খন্ড ১, পৃঃ ১৯৭ গ. তাবারী ঘ. খন্ড ২, পৃঃ ৩১৭	১০ জন ক. হযরাত উসমান (রাঃ) খ. হযরাত তালহা (রাঃ) গ. হযরাত জুবাইর (রাঃ) ঘ. হযরাত সায়াদ (রাঃ) ঙ. হযরাত ওসমান বিন মাযউন (রাঃ) চ. হযরাত উবায়দা (রাঃ) ছ. হযরাত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) জ. আবু সালাম (রাঃ) ঝ. হযরাত আরকাম (রাঃ) ঞ. হযরাত হামযাহ (রাঃ)	৩ দিন
৩।	আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (দঃ)	ওকাজ ও মুযান্নার বাজার	জানুয়ারী, ৬১২ খ্রীষ্টাব্দ	হযরাত আব্বাস (রাঃ) রাহবর	ক. হায়াতুস সাহাবাহ খন্ড ১ম (বাংলা) পৃঃ ১২২ খ. ইবনে ইসহাক পৃঃ ১৯৪-৯৭ গ. তাবারী, খন্ড ২, পৃঃ ৩৩৫ও ৪৩	উম্মুল ফাদাললুবাবা আব্বাসের স্ত্রী	*

হযরাত মুহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক মাক্কী জিন্দেগীতে প্রেরিত তাবলীগ জামায়াতের তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	তাবলীগ জামায়াতের আমীরের নাম	রোখ/ গন্তব্য স্থান	সন হিজরী/ খ্রীষ্টাব্দ	মা'মুরের সংখ্যা ও নাম	সূত্র- গ্রন্থের নাম	তাশকীলের সংখ্যা ও গোত্রের নাম	সফর - কাল
৪।	হযরাত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (দঃ)	মক্কার ওকাজ - মেলা	৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ	হযরাত আবু বকর (রাঃ), রাহবর	ক. তাবারী, খন্ড-২, পৃঃ ৩৩৫, ৪৩-৪৬ খ. হায়াতুস সাহাবা (রাঃ) খন্ড ১ পৃঃ ১১১ গ. ইবনে ইসহাক পৃঃ ১৯৪-৯৭	৩জন ক. হযরাত গেতরিফ (রাঃ) খ. হযরাত গতফান (রাঃ) গ. হযরাত ওরওয়া (রাঃ) কীন্দা গোত্র, ইয়ামানী	৭ / ৮ ঘন্টা
৫।	হযরাত মুহাম্মদ (দঃ)	মক্কার মিনা (বিভিন্ন গোত্র)	৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ	৩ জন খ. হযরাত আবু বকর গ. হযরাত আলী (রাঃ) হুমা	ক. তাবারী খন্ড ১, পৃঃ ১৯৭ খ. তাবারী খন্ড ২, পৃঃ ৩১৭	০ শায়বান ইবনু সালাফা বংশ	৭ / ৮ ঘন্টা
৬।	হযরাত মুহাম্মদ (দঃ)	মক্কার মিনা (বিভিন্ন গোত্র)	৬১৪ খ্রীষ্টাব্দ	৩ জন খ. হযরাত আবু বকর গ. হযরাত আলী (রাঃ) হুম	তাবারী খন্ড ১ - পৃঃ ২১৯	*	৮ /১০ ঘন্টা
৭।	হযরাত মুহাম্মদ (দঃ)	সাফা পাহাড়ে	ঐ	২ জন হযরাত আলী (রাঃহুমা)	ক. বুখারী, পৃঃ ৭০২ খ. তাবারী, খন্ড -২ পৃঃ ৩১৮-২২-২৯ গ. ইবনে ইসহাক পৃঃ ১১১-১৬	স্ব বংশ কুরাইশ	৭ / ৮ ঘন্টা
৮।	হযরাত মুহাম্মদ (দঃ)	মক্কার মিনা (বিভিন্ন গোত্র) হজ্জের মৌসুম	৬২০ খ্রীষ্টাব্দ	৩ জন খ. হযরাত আবু বকর গ. হযরাত আলী (রাঃ) হুম	হায়াতুস সাহাবা (রাঃ), খন্ড ১, পৃষ্ঠা ১২৩ তাবারী, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ২১৯	৬ জন = মদীনার প্রথম মুসলমান ক. হযরাত আসয়াদ বিন যূরারাহ খ. হযরাত আবুল হায়ছাম গ. হযরাত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা ঘ. হযরাত সায়াদ ইবনে রবি ঙ. হযরাত নোমান ইবনে রবি চ. হযরাত ওবাদা রাঃ হুম - আওস ও খাজরাজ গোত্র। হায়াতুস সাহাবা মতান্তরে ক. হযরাত আসয়াদ বিন যুরারাহ খ. হযরাত আওফ বিন হারিস গ. হযরাত রাফি বিন মালিক	৭ / ৮ ঘন্টা

হযরাত মুহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক মাক্কী জিন্দেগীতে প্রেরিত তাবলীগ জামায়াতের তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	তাবলীগ জামায়াতের আমীরের নাম	রোখ/ গন্তব্য স্থান	সন হিজরী/ খ্রীষ্টাব্দ	মা'মুরের সংখ্যা ও নাম	সূত্র- গ্রন্থের নাম	তাশকীলের সংখ্যা ও গোত্রের নাম	সফর - কাল
১৪।	হযরাত মুহাম্মাদুর রাসুল (দঃ)	মক্কা হজ্জের মৌসুম	১৫ / ১৬ খ্রীষ্টাব্দ	২ জন হযরাত আবু বকর (রাঃ)	ইবনে সায়াদ খণ্ড - ৪, পৃঃ ১০৫	২ জন আশায়ার গোত্রের আবু মুসা (রাঃ) আযদ্ শানুয়াহ্ বংশের যামাদ বিণ সালাবাহ্ (রাঃ)	৭/ ৮ ঘন্টা
১৫।	হযরাত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ)	মদীনা স্ব-গোত্রে (মক্কার দক্ষিণাঞ্চল)	ঐ	১ জন	প্রাগুক্ত , পৃঃ ১০৫-৬	আশয়ার বংশের অসংখ্য	অনির্দিষ্ট
১৬।	হযরাত যামাদ বিণ সালাবাহ্ (রাঃ)	মদীনা, পশ্চিমাঞ্চল	১৬/১৭ খ্রিষ্টাব্দ	১ জন	ক. মুসলিম খ. ইবনে সায়াদ খণ্ড - ৪, পৃঃ ২৪১	অসংখ্য । আবদ্ শানূয়াহ্ বংশ	অনির্দিষ্ট
১৭।	হযরাত কবি তুফায়ের (রাঃ)	ঐ	ঐ	৩ জন ক. মুয়াইকিবব (রাঃ) খ. আমর (রাঃ)	ক. মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, পৃঃ ৬৩০ খ. বুখারী পৃঃ ৬৩০ গ. ইবনে সায়াদ, খণ্ড ২,পৃঃ ১৫৭-৫৮ ঘ. উসদ. খ.৪. পৃঃ ১১৫	৭০ জন দাউস গোত্র	*
১৮।	হযরাত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (দঃ)	মক্কা	৬১০-১৫ খৃঃ	*	ক) ইবনে ইসহাক পৃঃ ১৪৬-৪৮ খ) তাবারী খঃ ২ পৃঃ ৩২৯- ৩১	নূন্যতম ১০০ জন । বনু উমাইয়া, বনু হাশিম, আব্দুদ্দার, আসাদ, যুহরাহ মাখযুম, জুমাহ, আদী হারিস, বনুতায়াম ও বনু সালিম গোত্র	
১৯	হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (দঃ)	মক্কা	৬১০- ২২ খৃঃ (প্রাক হিজরত)	হযরত আবু বকর ও আরও রাঃ হুম	রাসূল মুহাম্মাদ (দঃ) এর সরকার কাঠামো পৃঃ- ৫৬	অনূন্য ৫০০ জন । আরবের বিভিন্ন গোত্র	
২০।	হযরাত মুসয়াব (রাঃ)	মদীনা	২০-২২ খ্রীষ্টাব্দ হিজরাতের পূর্ব পর্যন্ত	আকাবার ৭৫জন	ক. ইবনে সায়াদ, খণ্ড ৪, পৃঃ- ১২১ খ. Muhammad at Madina, P.84	সমগ্র মদীনা বাসীর ৫০%	*

হযরাত মুহাম্মাদ (দঃ) কর্তৃক মাদানী জিন্দেগীতে প্রেরিত তাবলীগ জামায়াতের তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	তাবলীগ জামায়াতের আমীরের নাম	রোখ/ গন্তব্য স্থান	সন হিজরী/ খ্রীষ্টাব্দ	মা'মুরের সংখ্যা ও নাম	সূত্র-গ্রন্থের নাম	তাশকীলের সংখ্যা ও গোত্রের নাম	সফর-কাল
১	আল্লাহর রাসূল (সাঃ)	মদিনা (হিজরাত)	১ম হিঃ রবি, আউ, ৬২২ খ্রীঃ, ২৪ সেপ্টেম্বর বৃহঃ রাতে	৩ জন হযরাত আবুবকর হযরাত আলী (রাঃহুম)	ক. ইবনে সায়াদ, খন্ড ৪, পৃঃ ২২১ খ. Muhammad at madian. P.84 গ. মাজমুয়াতুল ওয়াসাইক, পৃঃ ১৪৫	গিফার ও আশয়ার বংশের বাকী অর্ধাংশ আউস ও খাজরাজ বংশের বহুলাংশ	আজীবন
২	মুনজির ইবনে আমর আস সাঈদী রাঃ	আরব উপদ্বীপের নাজাদ- এর 'বীর মাউনা'	৪র্থ হিজরী সফর/ জুলাই ৬২৫ খৃঃ	৪০ জন, নাফি বিন বুদায়েল সহ শহীদ হন ৩৯ জন	ক) তাবারী খ২, পৃঃ ৫৫৪- ৫৬ খ) ই. সায়াদ ২/ পৃ. ৫১ -৪ গ) সহীহ মুসলিম, খ২ পৃ- ১৩৯ ঘ) বুখারী, 'বীর মাউনা'	*	*
৩	আবদুল্লাহ ইবনু তারিক (রাঃ)	আযল ও কাররার গোত্র (এ জামাত মুসলমানদের কাছেই প্রেরিত হয়)	৪র্থ হিজরী, সফর/ জুলাই, ৬২৫ খৃঃ	৭-১০ জন ক) হযরাত মারসাদ (রাঃ) খ) আসেম ইবনু রাবেত (রা) গ) হাবীব ইবনু বুকায়ের (রা) ঘ) খালেদ ইবনু বুকাযের (রা) ঙ) যায়েদ বিন দাসনা (রা) চ) আব্দুল্লাহ বিন তারেক (রা) প্রমূখ	ক) আল ইসতিয়াব লি- ইবনিল বার মায়াল ইসাবাহ খ ২. পৃ- ৩০৫ খ) হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃ-১৬২	অসংখ্য কাররা ও আদল গোত্র	৪ মাসের জামায়াত
৪	আসিম ইবনে ছাবিত (রাঃ)	আররাজী	৪র্থ হিজরী সফর/ জুলাই ৬২৫ খৃঃ	১০ জন সকলেই শহীদ হন	ক) বুখারী খ২ পৃ -৫৮৫ খ) তাবারী খ২, পৃ- ৫৩৮ গ) ই. সায়াদ-পৃ -৫৫	লিহয়ান গোত্র	*

হযরাত মুহাম্মাদ (দঃ) কর্তৃক মাদানী জিন্দেগীতে প্রেরিত তাবলীগ জামায়াতের তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	তাবলীগ জামায়াতের আমীরের নাম	রোখ/ গন্তব্য স্থান	সন হিজরী/ খ্রীষ্টাব্দ	মা'মুরের সংখ্যা ও নাম	সূত্র-গ্রন্থের নাম	তাশকীলের সংখ্যা ও গোত্রের নাম	সফর-কাল
৫	হযরাত নূমান বিন মুকাররিণ (রাঃ) (স্পেন বিজয়ী)	মুযায়নাহ, মিশর	৫ম হিঃ, রজব/ ৬২৬ খৃঃ ডিসেম্বর	৫ জন	ক)ইবনে সাদ খ ১ম পৃ- ৩৩৩ -৩৪ খ) Wat, Muhammad at Madina. P. 85	৪শ প্রায়। মুজায়নাহ গোত্রের প্রতিনিধি	*
৬	আমর বিন মুররাহ (রাঃ)	জুহায়নাহ (মদীনার পশ্চিম অঞ্চল)	৬ষ্ট হিঃ/ ৬২৭ খৃঃ	সংশ্লিষ্ট সূত্রগ্রন্থে উল্লেখ নেই	তাবাকাত খ ১, পৃ- ৩৩৩ - ৩৪	ন্যূনতম ২১ ব্যাক্তি (পশ্চিম উপকূলীয়)। জুহায়নাহ গোত্র	*
৭	নূয়াঈম বিন মসউদ আশজাই (রাঃ)	মদীনা ও মক্কার পূর্বাঞ্চল	৫ম হিঃ জিলহাজ্জ/ ৬২৭ খৃ, মে মাস	১ জামায়াত	উক্ত, ৪র্থ খন্ড পৃঃ- ৩০৬	হাজারুর্দ্ধে, আশজা প্রতিনিধি গোত্র।	*
৮	হযরাত নূয়াঈম বিন মাসউদ আশজাঈ	বালী। পূর্বাঞ্চল	৪র্থ হিঃ, জিক্বাদাহ/ ৬২৬ খৃঃ এপ্রিল	১৪ জনের জামায়াত, ৭জন বদরী সাহাবী ক) আবু সুফিয়ান বিন হারব খ) আবু বুরদাহ বিন নিয়ার গ) আবুল হায়ছাম ঘ) উবাইদ ঙ) আবুল আশহাল	ক) ওয়াকদী-পৃ-৬-১১ খ) ইবনে ইসহাক ৩৩০- ৩৭ পৃ	*	*
৯	নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (দঃ)	আলফুর থেকে বাহ্‌রাইন	৩য় হি. জুমাদিউল আউয়াল / অক্টো - নভেম্বর ৬২৪ খৃঃ	১ জামায়াত	ইবনে সায়াদ, খ২ পৃ- ৩৫- ৩৬	*	৬০ দিনের জামায়াত। নবীজী ছিলেনঃ ক) তাবারীর মতে ৬০ দিন খ) ই.ইসহাকের মতে ৬০ দিন গ) বালাজুরীর মতে ১০ দিন ঘ) ওয়াকীদির মতে ১০ দিন ঙ) ই,সায়াদ মতে ১০ দিন

হযরাত মুহাম্মাদ (দঃ) কর্তৃক মাদানী জিন্দেগীতে প্রেরিত তাবলীগ জামায়াতের তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	তাবলীগ জামায়াতের আমীরের নাম	রোখ/ গন্তব্য স্থান	সন হিজরী/ খ্রীষ্টাব্দ	মা'মুরের সংখ্যা ও নাম	সূত্র-গ্রন্থের নাম	তাশকীলের সংখ্যা ও গোত্রের নাম	সফর-কাল
১০	হযরাত জারিয়াহ্ বিন হুমায়েল	মদীনার ও মক্কার পূর্বাঞ্চল	৪র্থ হি./ ৬২৫ খৃঃ	১২ জন	উক্ত, খ- ৪র্থ, পৃ- ২৮১	আশজা গোত্র - প্রধান সহ বেশ কিছু সংখ্যক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি	*
১১	হযরাত মুনযির বিন আমর	নাজদ সুলায়ম	৪র্থ হিঃ সফর/ জুলাই ৬২৫ খৃঃ	৪০ জন	ক) তাবারী- ২, পৃ- ৫৫৪-৫৫ খ) ইবনে সায়াদ খ২, ৫১-৫৪	*	*
১২	নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (দঃ)	সুলায়ম গোত্র	৪র্থ হিঃ সফর/ ৬২৫ খৃঃ জুলাই থেকে ৬২৭ খৃঃ সেপ্টেম্বার মাসের মধ্যে	এক জামায়াত	ইবনে সায়াদ, খ ২ পৃ- ৩১	*	জামায়াত ছিল ১৫ দিনের। নবীজি ছিলেন ঃ ক) ইবনে সয়াদ ৭ দিন খ) ওয়াকীদী ৭ দিন গ) ইবনে ইসহুক ৩ দিন লিখেছেন।
১৩	হযরাত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)	দূ'মাতুল জানদাল	৬ষ্ট হিঃ,শাবান/ ৬২৭ খ্রীঃ ডিসেম্বর	৭০০ জন	ক. ইবনে সায়াদ, পৃঃ - ৯৮ খ. তাবারী, খণ্ড-২ পৃঃ ৬৪২ গ. ওয়াকেদী,পৃঃ ৫৬০	অধিকাংশ ক্বাল্ব, আসবাগ ও তুমাযিরসহ	৩ দিন
১৪	আমর বিন মুররাহ (রাঃ)	জুহায়নাহ (মদীনার পশ্চিমাঞ্চল)	৬ষ্ট হিঃ / ৬২৭ খৃঃ	সংশ্লিষ্ট সূত্র-গ্রন্থে উল্লেখ নেই।	তাবাকাত খ১, পৃঃ ৩৩৩-৩৪	নূনতম ২১ ব্যক্তি, জুহায়নাহ গোত্র (পশ্চিম উপকূলীয়)	*
১৫	তুফায়ল বিণ আমর (রাঃ)	য়াজদ শানুয়াহ	৭ম হিঃ, রজব/ ৬২৮ খৃঃ জুন।	২ জন, আমর বিন তুফায়েল	ক) মুসলিম কিতাবুল ঈমান খ) ইবনে সায়াদ খঃ ১, পৃঃ ৩৫৩	হযরাত আবু হুরায়রা সহ ৭০/৮০ জন। দাওস-গোত্র	*
১৬	আল-আশাজজ (রাঃ)	আল কায়স, বাহরাইন	৭ম হিঃ / ৬২৮-৬৩০ খৃঃ	৮০/ ১৭ জন। আমর ইবনে আব্দুল কায়েস সহ	রাসূল (দঃ) এর সরকার কাঠামো। পৃঃ ১০০। ইবনে সায়াদ, খঃ৫/৫৬৪	*	*
১৭	আল মুনজির ইবনে সাওয়াক	বাহরাইন পারস্য	৭ম হিঃ / ৬২৮ খৃঃ জুন	একটা জামায়াত	মাজমুয়াতুল ওয়াসাইক পৃঃ ৫৭	বাহরাইনবাসী পারসিক ও আব্দুল কায়েস গোত্র	*
১৮	শাহজাদা মুনজির বিণ সাওয়াক (রাঃ)	হাজার ও তামীম	৭ম হিঃ / ৬২৮ খৃঃ জুলাই-মার্চ	এক জামায়াত	মাজমুয়াতুল ওয়াসাইক পৃঃ - ৬২-৬৪	মাজুস ও তা'মীমের আরব গোত্র	*

হযরাত মুহাম্মাদ (দঃ) কর্তৃক মাদানী জিন্দেগীতে প্রেরিত তাবলীগ জামায়াতের তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	তাবলীগ জামায়াতের আমীরের নাম	রোখ/ গন্তব্য স্থান	সন হিজরী/ খ্রীষ্টাব্দ	মা'মুরের সংখ্যা ও নাম	সূত্র-গ্রন্থের নাম	তাশকীলের সংখ্যা ও গোত্রের নাম	সফর-কাল
১৯	জারুদ ইবনে আমর ইবনুল মুয়াল্লা (রাঃ)	*	*	৩ জন ক) শুয়বা ইবনে কুররাহ খ) সুহার ইবনুল আব্বাস গ) মুশ মারিজ বিন খালিদ	মাজমুয়াতুল ওয়াসাইক, পৃঃ ৬৮-৬৯	*	*
২০	সায়াদ বিন আবু জুবাব	দাওস	৭ম হিঃ / ৬২৯ খৃঃ	২ জন, আবু আররাওয়া	ইবনে সায়াদ খ-২য়, পৃঃ ২৭৬	বাকী আযদ ও শানুয়ার সকল অধিবাসী	*
২১	কা'য়াব ইবনে উমায়র (রাঃ)	জাতুল আতলাহ, সিরিয়া	রবিউল আউয়াল ৮ম হিঃ / জুলাই ৬২৯ খৃঃ	১৫ জন	*	কুযয়াহ	*
২২	আমর ইবনুল আ'স আস্সাহমী (রাঃ)	ইয়ামান	৮ম হিঃ/ ৬৩০ খৃঃ জানুঃ - ফেব্রুঃ	আবু যায়দ্দল আনসারী	মাজুমায়াতুল ওয়াসাইক, পৃঃ ৬৯ - ৭১	*	*
২৩	হযরত মুয়াজ বিন জাবাল(রাঃ)	মক্কা	৮ম হিঃ রোম / ৬৩০ খৃঃ জানুঃ - ফেব্রুঃ	*	তাবারী, খণ্ড - ৩, পৃঃ ৯৪	*	*
২৪	হযরাত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ)	মক্কা	ঐ	*	তাবারী, খণ্ড - ৩ পৃঃ ৯৪	*	*
২৫	হযরাত আবু বকর (রাঃ)	মক্কা	ঐ	১ দল	প্রাগুক্ত, খন্ড - ৩, পৃঃ ৮২	*	*
২৬	হযরাত মুয়াজ (রাঃ)	ইয়ামান	*	হযরাত মুসাআশয়ারী ২ জন	বুখারী, কিতাবুলমাগাজী খণ্ড - ২, পৃঃ ৬২২	*	১০ দিন
২৭	হযরাত মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ) গভর্ণর	ইয়ামান	৯-১০ হিঃ/ ৬৩০ - ৩১ খৃঃ আনুমানিক	১০ জন সহযোগী ক) আবদুল্লাহ বিণ যায়দ খ) মালিক বিণ উবাদাহ্ গ) উকবাহ্ বিণ নিমর ঘ) মালিক বিণ মুররাহ্ ঙ) উবাঈদ বিণ সাখর (রাঃ) হুম প্রমুখ।	ক) ইবনে ইসহাক, পৃঃ ৬৪৩ খ) তাবারী খণ্ড ৩, পৃঃ ১২১ গ) ফুতুহুল বুলদান, পৃঃ ৮১	*	*

হযরাত মুহাম্মাদ (দঃ) কর্তৃক মাদানী জিন্দেগীতে প্রেরিত তাবলীগ জামায়াতের তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	তাবলীগ জামায়াতের আমীরের নাম	রোখ/ গন্তব্য স্থান	সন হিজরী/ খ্রীষ্টাব্দ	মা'মুরের সংখ্যা ও নাম	সূত্র-গ্রন্থের নাম	তাশকীলের সংখ্যা ও গোত্রের নাম	সফর-কাল
২৮	হযরত দেহইয়া ক্বালবী (রাঃ)	রোম সম্রাট হেরাক্লীয়াস/ ক্বায়সার	*	১ জন, নবীজীর পত্র মারফত তাবলীগ	ক) বুখারী, কিতাবুল মাগাজী, খন্ড-২, পৃঃ ৬৩৭	*	*
২৯	হযরাত আব্দুল্লাহ ইবনে হোযায়ফা (রাঃ)	পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ/ কিসরা	মুহাররাম ৭ম হিঃ / মে, ৬২৮ খৃঃ	ঐ	বুখারী কিতাবুল মাগাজী, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৩৭	*	*
৩০	হযরাত আমর ইবনে উমাইয়্যা (রাঃ)	নাজজাশী, আবিসিনিয়ার রাজা	মুহাররাম ৭ম হিঃ/ মে, ৬২৮ খৃঃ	ঐ	ক) তাবারী খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৬৪৪ খ) ইবনে খলদূন পৃষ্ঠা--৭৯০ গ) উসদ, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৮৬	*	*
৩১	হযরাত হাতিব ইবনে আবু বুলতায়াহ (রাঃ)	মোকাওয়াকাস মিশর- শাসক	ঐ	ঐ	তাবারী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৪৪	*	*
৩২	হযরাত শুজা ইবনে ওহাব (রাঃ)	মুন্জির সিরিয়ার শাসন কর্তা	ঐ	ঐ	ক) তাবারী, খন্ড -২ পৃঃ-৬৪৪ খ) ইবনে খলদূন পৃঃ-৭৮৯ গ) বেদায়াহ্, পৃঃ-৩-৩৮	*	*
৩৩	হযরাত আমর ইবনুল আস আস সাহামী (রাঃ)	জাফর, আরদ বংশীয় শাসক ও তার ভাই- ইয়ামান।	৮ম হিঃ / ৬৩০খৃঃ	ঐ	ক) তাবারী খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৬৪৫ খ) ইবনে খলদূন, পৃষ্ঠা-৭৮৮ গ) উসদ, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১১৫	*	*
৩৪	হযরাত আলা ইবনুল হাযরামী (রাঃ)	মুনযির ইবনে ছাওয়ার। বাহরাইনের শাসক	ঐ	ঐ	ক) তাবারী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৪৫ খ) ইবনে খলদূন, পৃষ্ঠা-৭৮৮ গ) উসদ, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৭	*	*
৩৫	হযরাত আল মুহাজির ইবনে আবি উমাইয়্যা (রাঃ)	ইয়ামান/ হিমইয়ার	মুহররম ৭ম হিঃ/মে,৬২৮ খৃঃ	ঐ	ক) উসদ, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪২২	*	*

হযরাত মুহাম্মাদ (দঃ) কর্তৃক মাদানী জিন্দেগীতে প্রেরিত তাবলীগ জামায়াতের তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	তাবলীগ জামায়াতের আমীরের নাম	রোখ/ গন্তব্য স্থান	সন হিজরী/ খ্রীষ্টাব্দ	মা'মুরের সংখ্যা ও নাম	সূত্র-গ্রন্থের নাম	তাশকীলের সংখ্যা ও গোত্রের নাম	সফর-কাল
৩৬	হযরাত সালিৎবিন আমর (রাঃ)	ইয়ামাম	ঐ	ঐ	ক) তাবারী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৪৪ খ) ইবনে খলদূন, পৃষ্ঠা-৭৮৮ গ) উসদ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৪৪	*	*
৩৭	হযরাত আবু যায়াদ (রাঃ)	ইয়ানান	৮ম,হিঃ/ ৬৩০ খৃঃ	ঐ	ক) উসদ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২২১	*	*
৩৮	হযরাত নূমায়র ইবনে খারাশাহ (রাঃ)	*	৯ম হিঃ/ ৬৩০ খৃঃ	ঐ	ক) উসদ, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪১	*	*
৩৯	হযরাত সিবয়ান বিন মারশাদ (রাঃ)	বকর বিন ওয়াইল	৯ম হিঃ/ ৬৩০ খৃঃ	ঐ	ক) উসদ, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৪৪	*	*
৪০	হযরাত হারিস বিন উমাইর (রাঃ)	বুশ্‌রা	ঐ	ঐ	ক) ইবনে সায়াদ, খন্ড-১,পৃষ্ঠা ২৮৫ খ) উসদ, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪১	*	*

ক্রঃ নং	তাবলীগ জামায়াতের আমীরের নাম	রোখ/ গন্তব্য স্থান	সন হিজরী/ খ্রীষ্টাব্দ	মা'মুরের সংখ্যা ও নাম	সূত্র-গ্রন্থের নাম	তাশকীলের সংখ্যা ও গোত্রের নাম	সফর-কাল
৪১	হযরাত আয়াশ ইবনে আবী রবিয়াহ (রাঃ)	হিময়ার	ঐ	ঐ	ক) ইবনে সায়াদ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা২৮২ খ) উসদ, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৬১	*	*
৪২	হযরাত দেহইয়া বিন খালীফাহ	বিশপ নাজরাণ	ঐ	ঐ	ক) ইবনে সায়াদ, খন্ড-১,পৃষ্ঠা ২৭৬ খ) উসদ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৩০	*	*
৪৩	হযরাত আবু আমর	সিরিয়া	১০-১১ হিঃ/ ৬৩১-৬৩২ খৃঃ	ঐ	উসদ, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৪০	*	*
৪৪	হযরাত কাতান ইবনে হরিসাহ	বণুকুলাইব	ঐ	ঐ	উসদ, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২০৭	*	*
৪৫	হযরাত সাল্‌সাল্ ইবনে শুরাহ্‌বিল	বণুআমের	ঐ	ঐ	ক) তাবারী, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮৭ খ) উসদ, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৯	*	*
৪৬	নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (দঃ)	সমগ্র আরব	৯হিঃ/ ফেব্রুঃ আগমন	সমস্ত জমাতের সামষ্টি মেহনাতের ফলশ্রুতিতে	ক) ইবনে সায়াদ, খঃ ১, পৃঃ ২৯১ খ) ইবনে ইসহাক, পৃঃ ৬২৮	৭১ প্রতিনিধি	*

মক্কা বিজয়ের পরবর্তীতে (ইন্তেকাল পর্যন্ত) নবীজীর (দঃ) প্রেরিত তাবলীগ জামায়াতের তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	তাবলীগ জামায়াতের আমীরের নাম	রোখ/ গন্তব্য স্থান	সন হিজরী/ খ্রীষ্টাব্দ	মা'মুরের সংখ্যা ও নাম	সূত্র-গ্রন্থের নাম	তাশকীলের সংখ্যা ও গোত্রের নাম	সফর -কাল
১	হযরাত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ)	ইয়ামান	৮ম হিঃ রমজান/ ৬৩০ খৃঃ জানু	৩০০ জন	ক) বুখারী, খন্ড ২, পৃঃ- ৬২৩ খ) ইবনে ইসহাক, পৃঃ-৪৪৮ ও ৫৬১ গ) ইবনে সায়াদ, খন্ড ২, পৃঃ- ৮৯, ১২৩-৪৭-৬৯	অসংখ্য, যাজীমাহ।	*
২	হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাঃ (এ জামাত তাবলীগের জন্যেই যায়; যুদ্ধ নয়)	নাজরান, ইয়ামান	রবিউল আউয়াল হিঃ -১০ম/ জুন-৬৩১ খৃঃ	৪০০ জন	ক) বুখারী, কিতাবুল মাগাজী খন্ড ২, পৃঃ - ৬২৩ খ) তাবারী, খন্ড -৩, পৃঃ-১২৬ গ) ইবনে হিশাম, খন্ড-৩, পৃঃ- ৪২৯ ঘ) ইবনে খলদূন, খন্ড ১, পৃ- ৮২৮	বনু আবদে মাদান ও বনু হারিছের বিপুল সংখ্যা নেতা কায়স সহ	৬ মাস
৩	হযরাত আলী (রাঃ)	হামাদান, ইয়ামান	রমজান ১০ম হিঃ / ডিসে; ৬৩১ খৃঃ	৩৫০ জন। ৮জন তাবারীর মতে।	ক) বুখারী, খন্ড-২ পৃঃ-৬২৩ খ) তাবারী খন্ড-৩ পৃঃ -১৩১-৩২ গ) ইবনু সায়াদ খন্ড ২, পৃঃ- ১৬৯-৭২	হামাদান গোত্রের সবাই	৪ মাসের উর্দ্ধে
৪	হযরাত জারির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ)	বাজীলাহ, ইয়ামান	১০ম হিঃ রমজান/ ৬৩১ খৃঃ ডিসে.	৫জন ক) তারিক বিন শিহাব রাঃ খ) আবু হামিম আলফাকিহ গ) হযরাত কায়স রাঃ ঘ) আবদুল্লাহ বিন আবু আওফ রাঃ হুম	ক) তাবারী, খন্ড ৩, পৃঃ ১৫৮ খ) ইবনে সায়াদ, পৃঃ- ২৬৬ গ) ইবনে খলদূন পৃঃ -৮৪৫ ঘ) উসদ -পৃঃ - ২৭৯	১৫০ জন বাজীলার আহমাস বিন আলগওস গোত্র	২ মাস
৫।	হযরাত জারির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ)	বাজীলাহ , ইয়ামান	১০ম হিজরী, জিলক্বাদহ / ৬৩১ খৃঃ ফেব্রুয়ারী	১জন	ক) বুখারী, খণ্ড- ২, পৃঃ ৬২৫ খ) ইবনে খলদুন, খন্ড- ২, পৃঃ ৮৪৫ গ) তাবারী, খন্ড- ৩, পৃঃ - ১৭৮	নেতা কায়স বিণ উযরাহ সহ ২৫০ জন । বাজীলাহ গোত্র।	২ মাস

মক্কা বিজয়ের পরবর্তীতে (ইন্তেকাল পর্যন্ত) নবীজীর (দঃ) প্রেরিত তাবলীগ জামায়াতের তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	তাবলীগ জামায়াতের আমীরের নাম	রোখ/ গন্তব্য স্থান	সন হিজরী/ খ্রীষ্টাব্দ	মা'মুরের সংখ্যা ও নাম	সূত্র-গ্রন্থের নাম	তাশকীলের সংখ্যা ও গোত্রের নাম	সফর -কাল
৬।	হযরাত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ)	ঐ	১০ম হিজরী মুহাররম/ এপ্রিল ৬৩১ খৃঃ	৩ জন	ইবনে সায়াদ- খণ্ড- ১, পৃঃ ২৬৬	বাজীলার রাজা ও তাঁর অনুসারীবৃন্দ	*
৭।	হযরাত জারির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ)	যূ-আল-কূলার দুই রাজা কূলা ও জুলায়েম এর কাছে।	১০-১১ হিঃ/ ৬৩১/৩২ খৃঃ	৩ জন	ক) তাবারী খণ্ড ৩, পৃঃ ১৭৮ খ) উসদ, খণ্ড ১ম, পৃঃ ২৭৯-৮০ গ) ইবনে খলদুন খণ্ড - ২, পৃঃ ৮৪৫ ঘ) ইবনে সায়াদ, খণ্ড - ১, পৃঃ ২৬৬	রাজাদ্বয় ও দেশময় প্রজা। যূআল কূলা গোত্র।	*
৮।	হযরাত আল আকরা ইবনূল হারীস (রাঃ)	ইয়ামামাহ (আরব উপদ্বীপের পূর্বাঞ্চল)	১০ম হিঃ / ৬৩১ খৃঃ	১০ জন	ক) মাজমুয়াতুল ওয়াসাইক, পৃঃ ১৩৩-৩৭ খ) ইবনে সায়াদ ১ম, পৃঃ ২৯৪-৯৫ গ) ইবনে ইসহাক পৃঃ ৬৩১	৮০/৯০ জন। তামীম গোত্র	*
৯।	হযরাত আল জিবরী কান ইবনুল বদর (রাঃ)	ঐ	ঐ	৩ জন	উসদ, খণ্ড ২, পৃঃ ১৯৪-৯৫	তামীম গোত্র	*
১০।	হযরাত আজ্ জারুদ ইবনুল আমর	আবদুল কায়স, আরব গোত্র	১০ম হিঃ রমযান / ৬৩১ খৃঃ ডিসেম্বর	৩ জন ক) শুয়াইব ইবনে কুররাহ (রাঃ) খ) শুহাব ইবনে আশজাহ	তাফসীরে মায়ারিফুল কুরআন, পৃঃ ১২৫৩	আবদুল কায়স গোত্রের সমস্ত	*
১১।	হযরাত আল আলা ইবনুল হাজরামী (রাঃ)	বাহরাইন রাজ্য, পারস্য	৭ম হিঃ, ৬২৮ থেকে ১০ম হিঃ, ৬৩১খৃঃ	১ জামায়াত	ক) তাবারী, খণ্ড - ২, পৃঃ ৬৪৫ খ) ফতুহুল বুলদান পৃঃ ৮৯ গ) ইবনে সায়াদ, খণ্ড ১, পৃঃ ২৬২-৭ ঘ) ইবনে খলদুন, পৃঃ - ৭৮৮	বাহরাইনের শাসক মুনজির সহ অসংখ্য	*
১২।	হযরাত আমর ইবনুল আস আস্ সাহমী (রাঃ)	ইয়ামান	৮ম হিঃ রমজান /জানু ৬৩০ খৃঃ	২ জন পত্রবাহী জামায়াত ক) আমর ইবনুল আস সাহমী খ) আবু জায়দল আন সারী	ক) তাবারী, খণ্ড ৩, পৃঃ ৬৬ খ) ইবনে ইসহাক, পৃঃ ১৪৬	*	*

মক্কা বিজয়ের পরবর্তীতে (ইন্তেকাল পর্যন্ত) নবীজীর (দঃ) প্রেরিত তাবলীগ জামায়াতের তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	তাবলীগ জামায়াতের আমীরের নাম	রোখ/ গন্তব্য স্থান	সন হিজরী/ খ্রীষ্টাব্দ	মা'মুরের সংখ্যা ও নাম	সূত্র-গ্রন্থের নাম	তাশকীলের সংখ্যা ও গোত্রের নাম	সফর -কাল
১৩।	পারস্য রাজ হযরাত আল মুনজির (রাঃ)	ইরাক / পারস্য	১০ম হিঃ রমযান / ডিসেম্বর ৬৩১ খৃঃ	১ জামায়াত	ক) তাবারী, খণ্ড ৩য়, পৃঃ ১৩৬-৩৭ খ) ইবনে ইসহাক, পৃঃ ৬৩৫-৩৬	২০ জন	*
১৪।	হযরাত বকর ইবনুল ওয়াইল (রাঃ)	ইয়ামামাহ (আরব উপদ্বীপের পূর্বাঞ্চল)	৯ম হিঃ / ৬৩১ খৃঃ	কয়েকজন	ক) ইবনে সায়াদ . খণ্ড ১ম, পৃঃ ৩১৬-১৭	বকর ইবনে ওয়াইলের ২ উপগোত্র	*
১৫।	হযরাত বহিয়াহ (রাঃ)	আওসগোত্র	৯ম হিঃ / ৬৩১ খৃঃ	এক জামায়াত	ক) উক্ত , পৃঃ ৪৩১-৪২	১ জামায়াত	*
১৬।	হযরাত বকর ইবনুল ওয়াইল (রাঃ)	আওসগোত্র	৯ম হিঃ / ৬৩১ খৃঃ	কয়েকজন	ক) ইবনে সায়াদ খণ্ড ১ম পৃঃ ৩১৫	তাগলীব গোত্র (বকর ইবনে ওয়াইলের ২ উপগোত্র)	*

ক্রঃ নং	তাবলীগ জামায়াতের আমীরের নাম	রোখ/ গন্তব্য স্থান	সন হিজরী/ খ্রীষ্টাব্দ	মা'মুরের সংখ্যা ও নাম	সূত্র-গ্রন্থের নাম	তাশকীলের সংখ্যা ও গোত্রের নাম	সফর -কাল
১৭।	হযরাত আকরা বিন আবদিল্লাহ্ (রাঃ)	যূ-যূদ ও মাররান	১০-১১ হিঃ / ৬৩১-৩২ খৃঃ	স্বগোত্রে	উসদ্ খণ্ড ২, পৃঃ ১০	*	*
১৮।	হযরাত ফুরাত বিণ হায়য়ান (রাঃ)	যূ-যূদ ও মাররান	১০-১১ হিঃ/ ৬৩১-৩২ খৃঃ	স্বগোত্রে	উসদ্ খণ্ড ৪, পৃঃ ১৭৫	*	*
১৯।	হযরাত যিয়াদ বিণহানজালাহ্ (রাঃ)	তামীম	১০-১১ হিঃ/ ৬৩১-৩২ খৃঃ	স্বগোত্রে	উসদ্ খণ্ড ২ পৃঃ ২১৩	তামীম গোত্র	*
২০।	হযরাত নুয়াইম বিণ মাসউদ (রাঃ)	যূআল্ লিহয়াণ	১০-১১ হিঃ/ ৬৩১-৩২ খৃঃ	স্বগোত্রে	উসদ্ ,খণ্ড ৫ পৃঃ ৩৩	*	*
২১।	হযরাত মিরার বিণ আযওয়ার (রাঃ)	বনি আস্সাঈদা	১০-১১ হিঃ/ ৬৩১-৩২ খৃঃ	স্বগোত্রে	উসদ্ ,খণ্ড ৩, পৃঃ ৩৯	বণু আসয়াদ	*
২২।	হযরাত মুহাই ঈসা বিন মাসউদ (রাঃ)	ফাদাক	৯ম হিঃ / ৬৩১ খৃঃ	৫ জন	ক) উসদ্ খণ্ড ৪ পৃঃ ৩৩৪ খ) ইবনে সায়াদ খণ্ড ৩ পৃঃ ১৫	*	*
২৩।	হযরাত সায়ফী বিণ আমীর (রাঃ)	গাস্সান (মদিনার উত্তারঞ্চল)	১০ম হিঃ রমযান / ডিসেম্বর ৬৩১ খৃঃ	গাসসানের রাজা - জাবালা বিণ আয়হাম সহ এক জামায়াত	ক) মাজমূয়াতুল ওয়াছাইক পৃঃ ৪১ - ৪২	গাস্সান গোত্র	*

মক্কা বিজয়ের পরবর্তীতে (ইন্তেকাল পর্যন্ত) নবীজীর (দঃ) প্রেরিত তাবলীগ জামায়াতের তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	তাবলীগ জামায়াতের আমীরের নাম	রোখ/ গন্তব্য স্থান	সন হিজরী/ খ্রীষ্টাব্দ	মা'মুরের সংখ্যা ও নাম	সূত্র-গ্রন্থের নাম	তাশকীলের সংখ্যা ও গোত্রের নাম	সফর -কাল
২৫।	কায়স ইবনে আসিম (রাঃ)	তামীমের বিভিন্ন গোত্রে। (মুসলমানদের কাছেই যায় এ জামায়াত।)	৯ম হিঃ ৬৩১ খৃঃ	১২জন। ক) মালিক নূওয়ারাহ ও খ) আল-জিবরিকান প্রভৃ তি রাহুম	ক) ইবনে হাযম খ) জামহারাহ, পৃঃ ১৯৭- ২০০ গ) ইবনে ইসহাক	৮০/৯০ জন তামীম গোত্র ঃ ক) বনু আনবীর ৯ খ) বনু উসাঈদ ৬ গ) বনু মুররাহ ও বনু নাহশাল ৩ ঘ) বনু মুজাশী -২ ঙ) বনু জাবির ইবনে দারিম ১ ইত্যাদি।	*
২৬।	আমর ইবনে রবিয়াহ (রাঃ)	ইয়ামানের আল জানাদ উপ গোত্র	৯ম হিঃ / ৬৩১ খৃঃ	ক) বকর ইবনে ওয়াইল খ) ফুরাত ইবনে হায়ান গ) আমীর ইবনে জুহল ঘ) বকর ইবনে ওয়াইল ঙ) হাসানুল - উজল	ক) ইবনে হিশাম, পৃঃ - ৫৯০ খ) তাবারী, খণ্ড ৩, পৃঃ ১২১	জানদ উপ-গোত্রের প্রায় সকল অধিবাসীই।	*
২৭।	জায় ইবনে হাদরাজান (রাঃ)	তাঈ, মদীনার পূর্বাঞ্চল	রবিউসসানী ৯ম হিঃ / ৬৩১ খৃঃ আগষ্ট	২১ জন	তাবারী, খণ্ড ৩, পৃঃ ১১১	তাঈ গোত্র, ২০ জন	*
২৮।	যায়দ বিন হারিসাহ (রাঃ)	বাহরা গোত্র (উত্তরাঞ্চল)	৯ম হিঃ/ ৬৩১ খৃঃ	ক) আল মিকদাদ বিন আমর প্রমুখ ১৫ জন	ক) তাবারী খণ্ড ৩, পৃঃ ১২২ খ) ইবনে সায়াদ, খণ্ড ১, পৃঃ ৩৩১	১৩ জনের ১ জামায়াত	*
২৯।	হযরাত মুহায়্যিছা বিন মাসউদ (রাঃ)	ফাদাক	৯ম হিঃ / ৬৩১ খৃঃ	স্ব-গোত্রে	তাবারী, খণ্ড ৩, পৃঃ ১৫ উসদ, খণ্ড ৪, পৃঃ ৩৩৪	আউস + হরিস গোত্রের অনেকেই	*
৩০।	হযরাত আমর বিন মুররাহ (রাঃ)	জুহায়নাহ	৯ম হিঃ / ৬৩১খৃঃ	স্ব গোত্রে	ক) উসদ, খণ্ড ৪, পৃঃ ১৩১ খ) ইসায়াদ পৃঃ ৩৩৩	জুহায়নাহ বংশ	*
৩১।	হযরাত আলী (রাঃ)	তাঈ (মদীনার পূর্বাঞ্চল)	রবিউসসানী ৯ম হিঃ / আগষ্ট ৬৩১খৃঃ	১৫০ জনের এক জামায়াত	ক) ওয়াকীদী পৃঃ ৯৮৪-৮৯ খ) তাবারী খণ্ড ৩, পৃঃ ১১১-১১২	তাঈগোত্রের প্রায় সবাই	*
৩২।	হযরাত উরওয়াহ বিন মাসউদ (রাঃ)	ছাক্কীফ	৯ম হিঃ / ৬৩১খৃঃ	স্ব-গোত্রে	ক) উসদ, খণ্ড ৩, পৃঃ ৪০৫ খ) তাবারী, খণ্ড ৩, পৃঃ ৯৬	ছাক্কীফ গোত্র	*

মক্কা বিজয়ের পরবর্তীতে (ইন্তেকাল পর্যন্ত) নবীজীর (দঃ) প্রেরিত তাবলীগ জামায়াতের তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	তাবলীগ জামায়াতের আমীরের নাম	রোখ/ গন্তব্য স্থান	সন হিজরী/ খ্রীষ্টাব্দ	মা'মুরের সংখ্যা ও নাম	সূত্র-গ্রন্থের নাম	তাশকীলের সংখ্যা ও গোত্রের নাম	সফর -কাল
৩৩।	যাহ্হাক বিন সুফিয়ান (রাঃ)	কিলাব	৯ম হিঃ / ৬৩১খৃঃ	স্ব-গোত্রে	ক) উসদ , পৃঃ ৩৬	কিলাব গোত্র	*
৩৪।	সারিয়াহ বিন আওফা (রাঃ)	মুররাহ	৯ম হিঃ / ৬৩১খৃঃ	স্ব-গোত্রে	উসদ খণ্ড ২, পৃঃ ৩৯	*	*
৩৫।	হযরাত তামীম দারী (রাঃ)	লাখম উপগোত্র (উ.ম)	৯ম হিঃ/ ৬৩১ খৃঃ	হাতিম বিন আবি বালতাহ্ (রাঃ), সাদ, হুযায়ম ও জুয়াস প্রমূখ রাঃ হুম	ক) ইবনে সায়াদ খণ্ড ১, পৃঃ ৩৪৩-৪৪ খ) মাজমুয়াত পৃঃ ৪২-৪৩	১০ জন নগদ ও বিপুল সংখ্যক ইসলাম গ্রহণ করে।	৪০ দিন
৩৬।	যামাদ বিন সালাবাহ (রাঃ)	মুযায়নাহ , ইয়ামান	১০ম হিঃ/ ৬৩১ খৃঃ	১জন ও তাঁর ছেলে আমর	ক) মুসলিম শরীফ খ) ইবনে সায়াদ, খণ্ড -৪ পৃঃ ২৪১	শানূয়াহ বংশের সিংহাংশ	*
৩৭।	কুররাহ বিন হুসাইন (রাঃ)	আবস্	১০ হিঃ/ ৬৩১-৩২ খৃঃ	শুরাহ বিন আওফা, উবাই বিন উমারাহ প্রমুখ।	ক) জামহারাহ, পৃঃ ২৪০ খ) ইবনে সায়াদ, খণ্ড - ১, পৃঃ ২৯৫ গ) তাবারী, খণ্ড -৩ , পৃঃ ১৩৯	৯টা পরিবারের সকল সদস্যের এক বিরাট জামায়াত তাশকীল করেণ	*
৩৮।	আবদুল্লা ইবনে মু'তাম (রাঃ)	পশ্চিম উপকূল	৬ হিঃ, শাউওয়াল/ মার্চ - ৬৩৮ খৃঃ	৯ জন	তাবারী খণ্ড ৩, পৃঃ ৯	কুরাইশ বংশ	*
৩৯।	হযরাত জারীর ইবনু আবদিল্লাহ (রাঃ)	যুয়াল-কূলা	রমজান, ১০হিঃ / ৬৩১ খৃঃ	১জন	ক) ইবনে সায়াদ খণ্ড - ১, পৃঃ ৩৪৩ - ৪৪ খ) মাজমুয়াত পৃঃ ৪২-৪৩	বাজীলাহ গোত্রের অধিকাংশই	*
৪০।	হযরাত দোসর বিন হারিস (রাঃ)	*	১ম হিঃ শেষে/ ৬৩২ খৃঃ	*	ক) ইবনু সায়াদ, খণ্ড ১, পৃঃ ২৯৯ খ) তাবারী ৩, পৃঃ ১৩৯	বিপুল । নগদ ১০ জন	*
৪১।	আমর ইবনুল আস্ (রাঃ)	সিরিয়া	১০হিঃ/ ৬৩১ খৃঃ	১ জামাত	ক) ফুতুহুল বুলদান পৃঃ ৯৮ খ) ই, সায়াদ, খণ্ড - ১ পৃঃ ২৬২-৭	*	*
৪২।	আদী বিন হাতেম তাঈ	তাঈ (মদীনার পূর্বাঞ্চল)	১০ হিঃ শেষের দিকে	নবীজীর (দঃ) পত্রবাহী জামায়াত।	মাজমূয়াতুল ওয়াসাইক, পৃঃ ১৭০-৭৬	তাঈর অন্যান্য উপগোত্র সমূহ	*
৪৩।	আদী বিন হাতেম তায়ী	তাঈ (মদীনার পূর্বাঞ্চল)	৫/৬ মাস পর	বড় এক দল	ক) ওয়াকিদী পৃঃ ৯৮৭-৮৯ খ) ইবনে ইসহাক পৃঃ ৬৩৭-৩৯	গোত্রের বাকী সবাই	*

মক্কা বিজয়ের পরবর্তীতে (ইন্তেকাল পর্যন্ত) নবীজীর (দঃ) প্রেরিত তাবলীগ জামায়াতের তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	তাবলীগ জামায়াতের আমীরের নাম	রোখ/ গন্তব্য স্থান	সন হিজরী/ খ্রীষ্টাব্দ	মা'মুরের সংখ্যা ও নাম	সূত্র-গ্রন্থের নাম	তাশকীলের সংখ্যা ও গোত্রের নাম	সফর-কাল
৪৪।	আবু আল জিবার (রাঃ)	বালী (উত্তরাঞ্চল)	১০ ম হিঃ রবিউল আউয়াল / জুন ৬৩১ খৃঃ	৭ জন ক) হযরাত নূয়ায়ীম বিন মাসউদ খ) কায়াব বিন উজরাহ্ গ) আব্দুল্লাহ বিন আসলাম ঘ) তালহা ঙ) আবদাহ্ চ) শরীক ছ) আবদাহ্ বিন মুয়াত্তিব প্রমূখ	ইবনে সায়াদ, খণ্ড - ১, পৃঃ ৩৩০	বালির বিভিন্ন গোত্রের নেতৃবর্গের বিরাট জামায়াত	১০ দিন
৪৫।	বকর ইবনে ওয়াইল (রাঃ)	তাগলীব	১০ম হিঃ / ৬৩২ খৃঃ	১ জামায়াত ও আদী ইবনে শারাহিল আশ-শায়বানী সহ	ইবনে সায়াদ, খণ্ড ১, পৃঃ ১৩৫	উল্লেখযোগ্য সংখ্যক	*
৪৬।	বকর ইবনে ওয়াইল (রাঃ)	তাগলীব	১১তম হিঃ / ৬৩২ খৃঃ শেষের দিকে	১৫জন	ক) ইবনে সায়াদ, খণ্ড ১, পৃঃ ৩১৬-১৭	তাগলীব গোত্রের ১৬জন। মুসলিম + খৃষ্টান	১০ দিন
৪৭।	আশ-শায়বাণী (যাযাবর নেতা)	শায়াবান	১২তম হিঃ / ৬৩৩খৃঃ	৭ জন ক) হযরাত উতায়বাহ ইবনুন নাহ্হাস্ খ) আমীর ইবনু আবুল আসওয়াদ গ) মিসমা ঘ) আস মুসান্না ইবনু হারিসাহ ঙ) খাসাফা চ) আওমীমী ছ) বশির বিন মাবাদ (রাঃ) প্রমুখ।	ক) তাবারী, খণ্ড ৩, পৃঃ ৩১০ খ) জামহারাহ, খণ্ড ১, পৃঃ ২৯০-৩০৮	গোত্রাধিকাংশ	*
৪৮।	খাসাফাহ্ আততামীমী (রাঃ)	শায়বান	১২তম হিঃ/ ৬৩৩ খৃঃ	স্ব-গোত্রে	জামহারাহ, পৃঃ ২৯৮-৯৯	বনু শায়বানের কিছু অংশ ও বকর বিন ওয়াইল গোত্রের একটা অংশ।	*

মক্কা বিজয়ের পরবর্তীতে (ইন্তেকাল পর্যন্ত) নবীজীর (দঃ) প্রেরিত তাবলীগ জামায়াতের তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	তাবলীগ জামায়াতের আমীরের নাম	রোখ/ গন্তব্য স্থান	সন হিজরী/ খ্রীষ্টাব্দ	মা'মুরের সংখ্যা ও নাম	সূত্র-গ্রন্থের নাম	তাশকীলের সংখ্যা ও গোত্রের নাম	সফর -কাল
৪৯।	ওয়াবার বিন বুহায়স (রাঃ)	ইয়ামান	১০-১১ হিঃ / ৬৩১-৩২ খৃঃ	স্ব-গোত্র	উসদ খণ্ড ২, পৃঃ ৩৯		*
৫০।	জারির বিন আবদিল্লাহ (রাঃ)	যূয়াল-কুলা	১০-১১ হিঃ/ ৬৩১-৩২ খৃঃ	স্ব-গোত্রে	উসদ, খণ্ড ১. পৃঃ ২২৪	যূয়াল-কূলা গোত্র	৩ দিন
৫১।	খাসাফাহ্ আত্তামীমী (রাঃ)	যূয়াল্লিহান	১২তম হিঃ / ৬৩৩ খৃঃ	স্ব-গোত্রে	জাম হারাহ, পৃঃ ১৯৮-১৯৯	বণুশায়বানের ও বকর বিন ওয়াইল গোত্রের কিছু অংশ	*
৫২।	আল কামাহ্ বিন মুয়াজ জিয (রাঃ)	আবিসিনিয়ার শুরায়বাহ	৯ম হিঃ রবিউস সানী / ৬৩০ খৃঃ জুলাই-আগষ্ট	৩০০ জন	*	*	*
৫৩।	সায়ফী বিন আমীর (রাঃ)	গাস্সান, (মদিনার উত্তরাঞ্চল)		১০ম হিঃ রমজান/ ৬৩১ খৃঃ ডিসেম্বর	*	মাজমুয়াতুল ওয়াছাইক, পৃঃ ৪১-৪২	গাস্সানে-র রাজা জাবারা বিন আয়জহাম সহ এক বিরাট দল।
৫৪।	হযরাত মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ)	ইয়ামান	বিদায়-হজ্জের পূর্বে	২ জন হযরাত আবুমুসা আশয়ারী (রাঃ)	ক) বুখারী, খণ্ড - ২, কিতাবুল মাগাজী, পৃঃ ৬২২-২৩	*	*
৫৫।	হযরাত মুরসুম বিন নাসিব (রাঃ)	কুয়ায়াহ	৯হিঃ / ৬৩০ খৃঃ	*	*	*	*
৫৬।	হযরাত সারিয়াহ বিন আওফা (রাঃ)	বনূ সুররাহ	৯ হিঃ / ৬৩০ খৃঃ	*	উসদ খণ্ড ২, পৃঃ ২৯	*	*
৫৭।	হযরাত সালসাল বিন শুরাহ বীল (রাঃ)	বনূ আমীর	-	স্বগোত্র	উসদ খণ্ড ২, পৃঃ ২৯	*	*

রোম-সম্রাট হেরাক্লীয়াস / ক্বায়সার -এর কাছে সাহাবী হযরত দেহ্ইয়া ক্বাল্বী (রাঃ) এর দ্বারায় প্রেরিত

নবীজীর (দঃ) পত্র
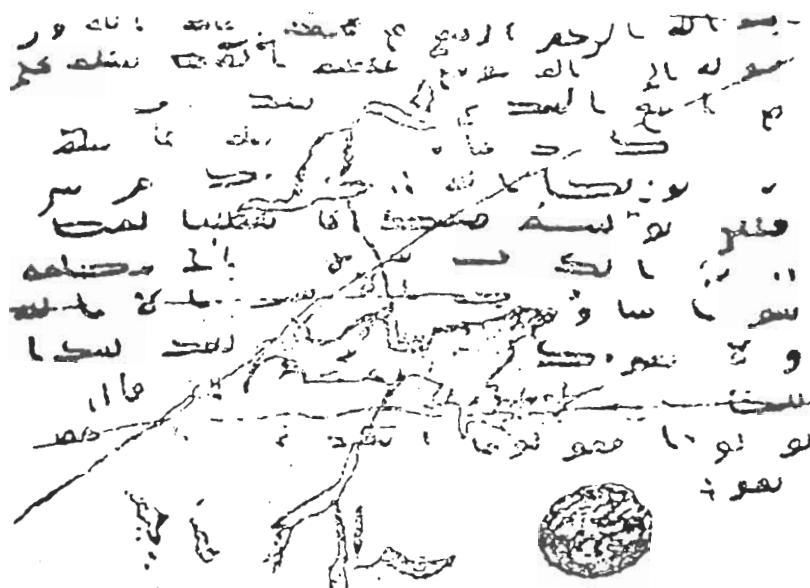
বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

''আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে কিবতীর সম্মানিত মুকাউকাসের প্রতি

সত্যানুসারীর প্রতি সালাম ! অতঃপর, আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলা কবুল করুণ, শান্তিতে থাকতে পারবেন। যদি ফিরে থাকেন তাহলে কিবতীদের বিপদের জন দায়ী হবেন।

হে কিতাবীগণ ! আসেন, আপনাদের ও আমাদের সমমতের দিকে - আমরা আল্লাহ ব্যতী কারো এবাদাত করবো না। আর তাঁর সাথে কোন জিনিষের শরীক করবেনা এবং এক আল্লা ব্যতীত একে অপরকে রব হিসেবে ধারণ করবো না। যদি আপনারা ফিরে থাকতে চান, তাহ সাক্ষ্য দেবেন যে আমরা মুসলমান।''

সংগৃহীত ঃ বোখারী শরীফ ঃ পৃঃ ৩৬৮

অনুবাদ ঃ হযরাত মাওঃ আজিজুল হক সাহেব।

তথ্য-নির্দেশিকা ঃ

১। بخاری باب تحریض النبی صلی الله علیه وسلم

১। খ.১) ইবনে খলদুন. পৃঃ ৮১৮

২) ইবনে সায়াদ, খন্ড ২, পৃঃ ১৩৭

৩) তাবারী, খন্ড -৩, পৃঃ ৯৪

৪) উসদ, খন্ড- ৪, পৃঃ ৩৭৬-৭৮

২। ক) হায়াতুস সাহাবাহ ১ম খন্ড. পৃঃ ১৪৩-৪৫ ও فتوح القادیر، ازالة الخفا

খ) আল-ইস্তিয়াব, খন্ড.২, পৃঃ ৩০৫

৩।ক) বুখারী فتوح القادیر، ازالة الخفا ঃ

খ) তাবলীগ জামাতের সমালোচনা ও তার সদুত্তর শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা জাকারিয়া (রহঃ)

৪। উক্ত, فتوح القادیر، ازالة الخفا

৫। মুসলিম শরীফ ঃ হায়াতুস সাহাবাহ

৬। ক) হায়াতুস্ হাহাবাহ্ ও মুসলিমশরীফ

খ) আলকাওছারে আছে ঃ উপদেশ অর্থাৎ তাবলীগ। উপকার পৃঃ ৫৭৩

النصح শব্দের নিসবাত আল্লাহর সাথে হলে খাঁটি আর বান্দার সাথে হলে উপকার, উপদেশ ও তাবলীগ ইত্যাদি হয়।

গ) ১) حياة الصحابه ২) বুখারী, পৃঃ ২৮৯

ঘ) নাসায়ী খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১৬১-৬৩

ঙ) মুসলিম - খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩০ ও ৩১

৭। সূরা যারিয়াত- ৫৫

৮। রুহুল বয়ান, মায়ানী ও বিভিন্ন তাফসীরের মত।

৯। ক) নুরুল আনওয়ার, খ) تلخيص المنار হযরত আশরাফ আলী থানভী (রঃ) পৃঃ-১

১০। সুরা আ'রাফ, আয়াত- ১৪২

১১। হায়াতুস্ সাহাবাহ-খ ১ম, পৃঃ- ১৪০ ** বুখারী, খণ্ড ২, পৃঃ

১২। তাবারী, ইবনে ইসহাক, তাবক্বাত ও বুখারী

১৩। মেরক্বাত, ১ম খন্ডের ৩৯ পৃষ্ঠায়।

১৪। বুখারী, তাফসীরে মায়ারিফুল কুরআন, বাদশাহ ফাহাদ মুদ্রণ প্রকল্প। পৃষ্ঠা - ২৭৩

১৫। হাদীসটা মুল জিহাদ অধ্যায়ের ২য় নাম্বার হাদীস। বুখারী শরীফের খণ্ড ১, পৃঃ ৩৯০

لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية

অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পর হিজরত নেই কিন্তু দ্বীনের প্রচার প্রচেষ্টার নিয়তে আছে। কারন এখন দারুল ইসলাম অর্থাৎ ইসলামী রষ্ট্র হয়ে গেছে। সুতরাং, তাবলীগের নিয়তে এবং কাফেরের রাষ্ট্র থেকে অন্যত্র হিজরত করা যাবে এমনকি ওয়াজিবও হবে। দেখুনঃ ১ম খন্ডের ৪৩৩ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদীসটার ৪৩৫ নম্বর হাশিয়ায়।

১৫। ক) ফতহুল বারি, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে কাছীর ও মায়ারিফুল কুরআন, পৃঃ ১০৩৪

খ) তাফসীরে বাহরে মুহীত, আবু হাইয়্যান, মা, কু ৭৪০

গ) সুরা আনকাবুত, আ-৫৬

১৬। ক) পারা ১০, রুকু-৯, খ) তাফসীরে মায়ারিফুল কুরআন, পৃ-৫৫৯-৬০।

১৭। ৩ পারা .... ৪ .... রুকু বাকারা আয়াত ২৬১।

১৮। ইবনে মাজা পৃ-২০৩ ও মেশকাত, ৩৩৫ পৃষ্ঠায় ৫ নং হাদীসটা।

১৯। আবু দাউদ শরীফ, পৃ-৩৩৮

২০। ابن كثير

২১। ক) بخارى ঃ মায়ারিফুল কুরআন, পৃ-২৭৩ খ) উক্ত, পৃঃ-১২২৪

২২। সুরা যুখরুফ, আয়াত- ৫

২৩। সুরা শুয়ারা, আয়াত- ১০৯, ১০৭-৮, ১২৬, ১৪৩-৪৫, ১৭৮, ১৬২-৬৩

২৪। ক) সূরা শুয়ারা, পৃষ্ঠা ১৫১, ১২৬, ১৫৮, ১৬৩, ১৭৯

খ) তাবারী

২৫। তাফসীরে হাক্কানী, হযরত মাওঃ শামসুল হক (সদর সাহেব রঃ)।

২৬। হযরত মাওঃ আজিজুল হক, বাংলা বোখারী ৪র্থ খন্ড, পৃ-১৬০।

২৭। ক) উক্ত, পৃ-১৬০, খ) তা, মা, কু-পৃ-১০২৭, ৮২২, গ) সুরা আম্বিয়া, পৃ-৭১।

২৮। উক্ত, ৩০, ৩১, হযরত ইউনুস (আঃ) সিরিয়া থেকে নিনওয়া তাইগ্রীস নদের তীরবর্তী স্থান

২৯। মা, কু, পৃ-১৭৮, ৮১১ ও ৮৩৭।

৩০। ক) বোখারী পৃ-৩১১, রুহুল মায়ানী ২২, পৃ-১৬৫, খ) মায়ারিফুল কুরআন, পৃ-৮১৫

৩১। উক্ত, পৃ-৩১১-১২।

৩২। কাছাছুল আম্বিয়া।

৩৩। বুখারী শরীফ, মা, কু, পৃ-১৭৮।

৩৪। মা, কু, পৃ-১৭৮।

৩৫। উক্ত।

৩৬। ১১ পারায়, ৪ রুকু, বুখারীতেও সমমর্মের হাদীছ পাবেন।

৩৭। সুরা নুর, আ-৫৫।

৩৮। মুফতীয়ে আযম হযরত মাওঃ ফয়জুল্লাহ সাহেব (রাহঃ), হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী আহমাদ ফারহন্দী (রঃ) এর মূল মাকতুবাত থেকে উদ্ধৃতি টেনেঃ

,, حق كى رهنمائ اوراصلاح النفوس কিতাবে লেখেন।

৩৯। حق كى رهنمائ اور اصلاح النفوس : قرب نبوت بمراتب ازقرب ولايت افضل ست جه ابن قرب يعنى قرب نبوت اصالتست وان قرب ظليت واستان ما بيتهما،،-

৪০। উক্ত, অনুদিত ঃ "সত্যের সন্ধান ও আত্মশুদ্ধি" পৃঃ-২০

وگر ابن راه يعنى راه قرب ولايت رفته نشود وشاهراه قرب نبوت اختيار افتد فنا وبقا وجذبه وسلوك هيج دركارنه باشد النهى - مكتوبات -

৪১। سالكان اين راه اكثر شان بمطلوب مى رسند وروندگان ان راه اكثر شان درراه مى ماتند و دريا بقطره سير مى گردند وبتوهم اتحادكل كر فتارمى مانند - وازوصل محروم مى شوند - ،،

৪১। সত্যের সন্ধান ও আত্মশুদ্ধি, পৃঃ- ২১ঃ মুফতীয়ে আজম হযরত ফয়জুল্লাহ সাহেব (রঃ) হাটহাজারি, চট্টগ্রাম।

৪২। বাজ্জার গ্রন্থঃ হায়াতুস্ সাহাবাহ, খ২, পৃ-৮৯২-৯৩।

৪৩। তাবরানী ঃ হায়াতুস্ সাহাবাহ, খ২, পৃ-৮৯৪।

৪৪। মুসনাদে আহমাদ, নাসায়ী, দারেমী, মিশকাত শরীফ পৃঃ - ৩০

باب الاعتصام با لكتاب والسنة –

৪৫। সুরা আনয়াম, আয়াত - ১৫৪।

৪৬। ইবনে মাজা, মিশকাত পৃ-৩০।

৪৭। মুসনাদে আহমাদ,মিশকাত باب الاعتصام با لكتاب والسنة– পৃঃ-৩১

৪৮। উক্ত

৪৯। نسائ جلد ثانى ص ١٤٨ পৃঃ ১৪৮

৫০। নাসায়ী।

৫১। ইবনে মাজা, মিশকাত, পৃ-৩০

৫২। باب الاعتصام با لكتاب والسنة –مشكواة ، ترمذى পৃষ্ঠা ৩০

৫৩। ক) مسلم شريف، ترمذى، مسند احمد পৃ-১২৮

৫৩। খ) مسلم شريف– ص ٦٣، ترمذى، مسند احمد

৫৩। গ) সুরা ইমরান- আয়াত - ১০৩

৫৪। সুরা নিসা আ-১১৫

৫৫। আহসানুল ফাতাওয়া, খণ্ড- ৬, পৃঃ-৪৪৮, ।

৫৬। بخارى، المجلد الاول، باب نوم الرجال فى المسجد

ص ٦٣ /পৃঃ-৬৩

৫৭। হযরত সাহাল বিন সায়াদ (রাঃ) বলেন, একদিন আল্লাহর রাসুল (সঃ) ফাতেমার বাড়ীতে গেলেন। আলীকে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চাচার বেটা কোথায়? বললেন, আমাদের মধ্যে একটু রাগারাগি হয়েছে। তিনি রাগ করে চলে গেছেন। আমাকে কিছুই

বলেননি। তখন রাসুল বললেন, দেখ, সে কোথায়? একজন এসে বললেন, তিনি মসজিদে শুয়ে আছেন। রাসুল তাকে ঘুমন্ত ও ধুলী-ধুসরিত অবস্থায় পেলেন। দেহের ধুলো মুছতে মুছতে বললেন, ... ওঠো, ধুলোর বাপ! ওঠো, ধুলোর বাপ! বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৩ পৃষ্ঠায়।

৫৮। ক) বুখারী পৃঃ ৬৩

খ) অধ্যায় নামাজ ابواب الصلواة অনুচ্ছেদঃ মসজিদে ঘুমানো, পৃ-২৫২।

৫৮। ক) داعيا إلى الله باذنه و سراجا منيرا এ আয়াতের তাফসীরে

ইবনে কাছীর। অনুঃ অধ্যাপক আখতার ফারুক, পৃঃ ৫৩৪-৪৬

খ) মায়ারিফুল কুরআন, পৃ-১০৩০।

গ) بنيادى اصول اور اسكى تبليغى تحريك كى ابتـدا: حضرت الجام ميانجى محمد عيسى: مولانـــا اليـــاس نــــ ياس كو آســـ سى بدلديا ٣٥ পৃ-৩৫

ঘ) كسى كو يه ديكهنا بد كى حضرت صحابه كيسى تهى تو ان لوكون كو ديكه لو

ঙ) মুহতামিম, দারুল উলুম, দেওবন্দ 'মাজহাব মানবো কেন' ? মুফতী আব্দুল্লাহ।

৫৯। নুরুল আনওয়ার পৃ-........?

৬০। হযরত মুফতী শফী (রঃ) 'তাফসিরে মায়ারিফুল কুরআনে

لا يستوى القاعدون من المؤمنين- النساء ٩٥

নম্বর আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন-২য় খন্ডের ৫৯৮ পৃষ্ঠায়।

৬১। (١) المنجد (٢) فرهنگــ جديد (٣) القاموس

৬২। ক) جلالين شريف

খ) ইবনে মাজা, পৃঃ-২০৩, মেশকাত পৃঃ- ৩৩৫, আবুদাউদ পৃঃ- ৩৩৮।

৬৩। ক) তাফসীরে মায়াআরিফুল কুরআন, পৃঃ ৯৬৩।

খ) মা. কুরআন পৃ-৯৬৩।

৬৪। তাফসীরে রুহুল মায়ানী থেকে হযরত মাওঃ আশরাফ আলী থানভী (রঃ) উদ্ধৃত করেছেন. তা. মা. কু. পৃ-৯০৮

৬৫। বর্তমান বিশ্বের শেষতম ও শ্রেষ্ঠতম হাদীস বিশারদ বিশ্ব-শায়খুল হাদীস ও হাফেজজী হুজুরের ভাষায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম আবদাল হযরত মাওঃ জাকারিয়া (রঃ)। স্ব-শ্রুতি সূত্র।

৬৬। বুখারী, كتاب الجهاد হযরাত মাওলানা আজিজুল হক সাহেব।

৬৭। দুররে মোখতার গ্রন্থের দ্বিয়্যত অধ্যায়ের সূচনালোচনাতেই অকাট্য দলিলসহ পাবেন ইনশাল্লাহ। এছাড়াও পাবেন তা, মা, কু ২৭৪ পৃষ্ঠায়। বাদশাহ ফাহাদ মুদ্রণ প্রকাশনা ও হেদায়া।

৬৮। بخارى كتاب الجهاد ج ١ ص ٣٩٤

৬৯। احسن الفتاوى، جلد ٦ ص ٢٨

৭০। ক) তাফসীরে মায়ারিফুল কুরআন

খ) উক্ত মায়িদাহ, আ, ৬৭

৭১। তাফসীরে মায়ারিফুল কুরআন,

৭২। সুরা ইমরান, আ-১০৪

৭৩।ক)"বুহজাতুন নুফুস" হাদীস গ্রন্থ। অনুদিতঃ হযরত মাওঃ যাফর আহমাদ ওসমানী (রঃ)।

খ) احسن الفتاوى - খণ্ড - ৬, কিতাবুল জিহাদ - পৃঃ ১১০, এর ঠিক পরবর্তী লাইনে আরো লেখেন ঃ اکر هم سے خدا راضى نه هو تو هم سلطانت کى حالت مين فرعون هين-

৭৪। সুরা নিসা, আ-৯৫।

৭৫। তা, মা, কু, খ-২, পৃ-৫৯১।

৭৬। বুখারী ১ম খন্ড, জিহাদ অধ্যায়ের আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদদের স্তর পরিচ্ছদের ২ নাম্বার হাদীস পৃ-৩৯১।

৭৭। احسن الفتا وى - খণ্ড ৬, কিতাবুল জিহাদ।

৭৮। ক) সুরায়ে মায়েদাহ, আয়াত-৬৭।

খ) সুরা আহযাব, আ-৩৯।

৭৯। বিশ্বের সেরা শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রঃ) ফাজায়েলে আমাল গ্রন্থের ফাজায়েলে তাবলীগ অধ্যায়ের ৬ পৃষ্টায় লিখেছেন।

৮০। পারা ১৭, রুকু ১৩।

৮১। তা,মা,কু, - খণ্ড- ২, ষুরা নিসা, আ- ১৪০।

৮২। উক্ত খন্ড- ৩, সুরা আনয়াম, আয়াত - ৬৯।

৮৩। উক্ত খন্ড- ৩, সুরা আনয়াম, আয়াত - ৬৯।

৮৪। মায়ারিফুল কুরআন, সূরা নিসা- পৃঃ ২৮৯।

৮৫। সূরা আনয়াম, আয়াত - ৬৮

৮৬। সূরা নিসা, - আঃ ১৪০

৮৭। মুফতী শফী (রাহঃ) , মা কুরআন, ৭ম খণ্ড সূরা লুকমান। পৃঃ ৬

৮৮। মা, কুরআন, পৃঃ ১ সমমর্মের আরো হাদীস পাবেন তিরমিজি, মেশকাত, বায়হাকী কুরতুবী ইত্যাদিতে

৮৯। উক্ত পৃঃ ৭৩২

৯০। বুখারী, খণ্ড ২, পৃঃ ৬৪২

৯১। সুরা হুজর, আঃ ৮৭

৯২। ক) বুখারী, খণ্ড ১, পৃঃ ৬৪২, কিতাবুত তাফসীর এর قران الصظيم ৯ নম্বর হাশিয়া দেখুন ঃ

ليس بو او ابعطف وانما فى بمعنى اتجعيص-

খ) বুখারী, খণ্ড ১, পৃঃ ৬৮৩

গ) দারেমী, দামেশক, পৃঃ ৪৪৬ (সমমর্ম)

৯৩। ক) তাফছীরে ইবনে কাছির, খণ্ড ২, পৃঃ ৫৫৫

খ) আহসানুল কালাম, শায়খুল হাদীছ, মুহাম্মদ সারফারাজ খান সাহেব, পৃঃ ১১৯-২০

৯৪। সূরাহ ইয়াসীন, আঃ ২১

৯৫। ক) ইবনে ইসহাক ১০৪

খ) ইবনে সায়াদ, খণ্ড ১, পৃঃ ১৬, আততাবাকাতুল কুবরা, বৈরুত, ১৯৫৭

গ) আততাবাকাতুল কুবরা, বৈরুত ১৯৫৭।

৯৬। [illegible]রী, খণ্ড ৩, পৃঃ ১৮৭, কায়রো ১৯৬১

৯৭। [illegible]রী . খণ্ড ২, পৃঃ ৪১৩, তুল অধ্যায় ৪

৯৮। ইবনে সায়াদ, তাবাক্বাত, খন্ড ১, পৃঃ ২১৯
৯৯। তাবারী, খন্ড ২, পৃঃ ৩৫৬
১০০। ক) তাবারী, খন্ড২, পৃঃ ৩৬৩-৬৪-৬৮
খ) Muhammad at Macca, Page - 147-49
১০১। ক) Muhammad at Macca. Page - 147-48
খ) Wat Muhammad at Mucca. Page - 147-18
১০২। ইবনে ইসহাক, পৃঃ ১৯৮-৯৯
১০৩। বুখারী অনুবাদ, মাওলানা আজিজুল হক সাহেব, খ-৩, পৃঃ ৬৪২
১০৪। বুখারী, কিতাবুল মাগজীর শেষ তম হাদীসদ্বয়, খন্ড ৩, পৃঃ ১৪৫
১০৫। বুখারী, অনুঃ, হযরাত মাও আজিজুল হক সাহেব, খন্ড ৩, পৃঃ ১৪৫
১০৬। ক) তাবাক্বাত, খন্ড ৪, পৃঃ ২২১
খ) Muhammad at Madina, Page. 84
১০৭। ক) তাবাক্বাত, পৃঃ ২২১
খ) Muhammad at Madina, Page. 84
১০৮। তাবাক্বাত, খন্ড ১, পৃঃ ৩৩-৩৪
১০৯। তাবাক্বাত, খন্ড ১, পৃঃ ৩২৯
১১০। তাবাক্বাত, খন্ড ৪, পৃঃ ২৪১
১১১। ক) বুখারী, খন্ড ২, পৃঃ ৬৩০
খ) মুসলিম কিতাবুল ঈমান
গ) ইবনে সায়াদ, খন্ড ১, পৃঃ ৩৩৫
১১২। মাজমুয়াতুল ওয়াসাইক, ৬৯-৭১
১১৩। ক) বুখারী, খন্ড ২, পৃঃ ৬২৩
খ) তাবারী, খন্ড ৩, পৃঃ ১২৬-২৮
গ) তাবাক্বাত, খন্ড ২, পৃঃ ৮৯
১১৪। ক) বুখারী, উক্ত
খ) তাবারী, খন্ড ৩, পৃঃ ১২৬-২৮
গ) তাবাকাত, খন্ড ২, পৃঃ ৮৯
১১৫। ক) বুঝারী, খন্ড ২, পৃঃ ৬২৩
খ) তাবারী, খন্ড ৩, পৃঃ ১২৬-২৮

১১৬। ইবনে সায়াদ, খন্ড ২, পৃঃ ৩৫-৩৬
১১৭। ক) উসদূল গাবাহ ও
খ) ফুতুহুল বুলদান গ্রন্থ দ্বয়ে তাদের নাম উল্লেখিত হয়েছে।
১১৮। উসদ, খন্ড ১ পৃঃ ২৭৬
উসদ, খন্ড ২ পৃঃ ২৪৪
উসদ, খন্ড ৪ পৃঃ ১৩১
১১৯। উক্ত, তুল অধ্যায় ৪
১২০। হাদীস শাস্ত্র ও তার ক্রম বিকাশ, পৃঃ ৭০, ৭৩, ৭৫
১২১। প্রাগুক্ত,
১২২। ক) উক্ত খ) পৃথিবীর ইতিহাস, পৃঃ ৬০
১২৩। হাদীসের হিফাজাত ও সংকলন, পৃঃ ৮৫
১২৪। পৃথিবীর ইতিহাস, চৈনিক অধ্যায়,
১২৫। মাসিক মদীনা, ইত্তেফাক/ ইনকিলাব - স্মৃতি সূত্রে
১২৬। ক) বাংলা বিশ্ব কোষ
খ) পৃথিবীর ইতিহাস।
গ) Social and cultoral history of Bengal. By Dr. M. A. Rahim.
ঘ) ইতিহাসের অন্তরালে, পৃঃ ৯৬, ফারুক মাহমুদ।
ঙ) ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা, খন্ড-৪, পৃঃ ২৯৭।

আল্লাহ্ তা'য়ালার সাহায্যেই সব সম্ভব।